



৫০৮

## গোবিন্দ দাসের করচা ।

বর্দ্ধমানে কাঞ্চন নগরে মোর ধাম ।  
শ্যামাদাস পিতৃ নাম গোবিন্দ মোর নাম ॥  
অস্ত্র হাতা বেড়ি গড়ি জাতিতে কামার ।  
মাধবী নামেতে হয় জননী আমার ॥  
আমার নারীর নাম শশিমুখী হয় ।  
একদিন বকড়া করি মোরে কটু কয় ॥  
নিগুণে মূরখ বলি গালি দিলা মোরে ॥  
সেই অপমানে গৃহ ছাড়িলাম ভোরে ॥  
চৌদ্দশ ত্রিশ শাকে বাহিরেতে যাই ।  
অভিমানে গর গর ফিরে নাহি চাই ॥  
ক্রমে পহুছিছু আমি কাটোয়ার ধাম ।  
সেখা আসি শুনিলাম শ্রীচৈতন্যের নাম ॥  
সকলেই চৈতন্যেরে বাখানিয়া বলে ।  
তাহা শুনি ছুটিলাম দর্শনের ছলে ॥

সবদিন চলিয়া আইনু মাঠে মাঠে ।  
 প্রাতে গঙ্গা পেরিয়ে আইনু নদের ঘাটে ॥  
 নদীয়ার নীচে গঙ্গা নাম মিশ্রঘাট ।  
 আনন্দ বাড়িল হেরে নদীয়ার পাট ॥  
 ডাহিনে বাগ্‌দেবী নদী কুলু কুলু স্নরে ।  
 সকলের আনন্দ লাগিয়া গান করে ॥  
 শ্রীবাস অঙ্গন হয় ঘাটে উপরে ।  
 প্রকাণ্ড এক দীঘী হয় তাহার নিয়ড়ে ।  
 বল্লাল রাজার বাড়ী তাহার নিকটে ।  
 ভাস্কর চূরা প্রমাণ আছয়ে তার বটে ॥  
 ঘাটে বসি কত খানা ভাবিতেছি মনে ।  
 তেন কালে শ্রীচৈতন্য আইলেন স্নানে ॥  
 কটিতে গামছা বাঁধা আশ্চর্য্য গঠন ।  
 সঙ্গে এক অবধৌত প্রফুল্ল বদন ॥  
 তিন চারি সঙ্গী আরো নাচিতে নাচিতে ।  
 স্নানে নামিলেন প্রভু গঙ্গার গর্ভেতে ॥  
 অবধৌত বীর পাড়ু হৈতে কাঁপ দিলা ।  
 সঁতারিয়া জল কেলি করিতে লাগিলা ॥  
 শ্রীবাস ঠাকুর পিছু পিছু দামোদর ।  
 সিদ্ধ হরিদাস আর বামে গদাধর ॥  
 অবশেষে আইলা তথি অদ্বৈত গৌসাই ।  
 এমন তেজস্বী মুহি কভু দেখি নাই ॥

পঙ্ক কেশ পঙ্ক দাড়ী বড় মোহনিয়া ।  
 দাড়ী পড়িয়াছে তাঁর হৃদয় ছাড়িয়া ॥  
 হরিনন্দন সহ বুড়া করয়ে চীৎকার ।  
 অবধৌত সাঁতারিয়া করে পারা বার ॥  
 একে একে গঙ্গা গর্ভে সবে ঝাঁপ দিলা ।  
 সন্তুরিয়া সবে নানা কেলি আরম্ভিলা ॥  
 ✓ আশ্চর্য্য প্রভুর রূপ হেরিতে লাগিনু ।  
 রূপের ছটায় মুহি মোহিত হইনু ॥  
 স্নান করি গোরা চাঁদ উঠিলা ডাঙ্গায় ।  
 কুটিল কুন্তল রাশি পৃষ্ঠেতে লোটায় ॥  
 শুদ্ধ স্বর্ণের লায় অঙ্গের বরণ ।  
 নীলপদ্ম দল সম সুদীর্ঘ নয়ন ॥  
 সুন্দর কপোল যুগ প্রশস্ত ললাট ।  
 সহজে চলিলে দেখায় নাটুয়ার নাট ॥ ✓  
 রাম রম্ভা জিনি শোভে মনোহর উরু ।  
 তুলি দিয়ে আঁকা যেন দুটা চারু ভুরু ॥  
 আলতা রঞ্জিত যেন যুগল চরণ ।  
 নিরখিলে মুগ্ধ হয় মূনির নয়ন ॥  
 প্রেমময় তনুখানি মুখে হরিবোল ।  
 যারে পান দয়া ক'রে তারে দেন কোল ॥  
 হরি বলি অশ্রু পাত করে মোর গোরা ।  
 পিচকরী ধারা সম বহে অশ্রু ধারা ॥

চলিতে লাগিলা তবে মোর গোরা রায় ।  
 অবধৌত নিত্যানন্দ পিছু পিছু ধায় ॥  
 একই জেলের মুখে পরিচয় পেয়ে ।  
 একে একে সকলেরে লইলু চিনিয়ে ॥  
 এইরূপে জনকেলি পেখিয়া নয়নে ।  
 ভাবসিদ্ধ উছলি উঠিলা মোর মনে ॥  
 লোকে বলে শচীগৃহে ঈশ্বর আইলা ।  
 তাই দরশনে চিত্ত আকুল হইলা ॥  
 গৃহবিচ্ছেদের ছলা হৈল ভাগ্য ক্রমে ।  
 তাই আইলাম শীঘ্র নবদ্বীপ ধামে ॥  
 ✓ ঘাটে বসি এই লীলা হেরিলু নয়নে ।  
 কি জানি কেমন ভাব উপজিল মনে ॥  
 কদম্বকুসুম সম অঙ্গ কাঁটা দিল ।  
 থর থর সব অঙ্গ কাঁপিতে লাগিল ॥  
 ঘামিয়া উঠিল দেহ তিতিল বসন ।  
 ইচ্ছা অশ্রুজলে মুগ্ধ পাখালি চরণ ॥ ✓  
 চাচর চিকুর পৃষ্ঠে হসিত বদন ।  
 আসিতে লাগিলা প্রভু সঙ্গে করি গণ ॥  
 মোর ভাগ্যক্রমে প্রভু হেরিয়া আমারে ।  
 আড়ে আড়ে চাহিতে লাগিলা বারে বারে ॥  
 তার পর গুড়ি গুড়ি আইলা বখন ।  
 চরণ ধরিয়া ভূমে পাড়িলু তখন ॥

চরণের তলে মুহি গড়া গড়ি যাই ।  
 হাত ধরি বসাইলা দয়াল নিমাই ॥ ✓  
 জোড় হাতে মুহি কাঁদি সম্মুখে বসিয়া ।  
 দুই চারি বাত পুছে হাসিয়া হাসিয়া ॥  
 হাসিতে অমিয় ধারা পড়ে অবিরত ।  
 অঙ্গের সৌরভে চিত্ত হইলা মোহিত ॥  
 হরিনামে সদা মত্ত অতি ক্ষীণ কায় ।  
 পদতলে কত ভক্ত গড়াগড়ি যায় ॥  
 সে যে কিবা ভাব তাহা বলিব কেমনে ।  
 কোটি কোটি দেব আসি লুঠায় চরণে ॥  
 যদ্যপি দাণ্ডায় প্রভু অন্ধকার ঘরে ।  
 শরীরের আভায় আঁধার নাশ করে ॥  
 অমৃত ধারায় বুঝি চাঁদেরে ছানিয়া ।  
 কোন্ বিধি নিরঞ্জে গড়েছে বসিয়া ॥  
 যেই জন এইরূপ নিরঞ্জে নয়নে ।  
 বিষয়বৈরাগ্য ঘোরে তাহার পেছনে ॥  
 হাসি হাসি মোর সনে করি আলাপন ।  
 নাম জিহ্বাসিলা প্রভু করিয়া যতন ॥  
 প্রভু বলে কোন জাতি কিবা তব নাম ।  
 কিসের ব্যবসা কর কোথা তব ধাম ॥  
 শুনিয়া প্রভুর বাণী হাত জোড় করি ।  
 কহিতে লাগিলু কথা আপনা পাশরি ॥

এত কৃপা কেন মোরে অহে দয়াময় ।  
 অধমের নামটি গোবিন্দ দাস হয় ॥  
 ছিলাম গৃহস্থ গৃহে নানা কৰ্ম্ম করি ।  
 এবে কিন্তু হইরাছি পথের ভিকারী ॥  
 বিষয় ছাড়িয়া এনু প্রভুদরশনে ।  
 এবে স্থান দেহ প্রভো ও রাজ্য চরণে ॥  
 বর্দ্ধমান কাঞ্চননগরে মোর ধাম ।  
 শ্যামাদাস কৰ্ম্মকার জনকের নাম ॥  
 এই বাত শুনি প্রভু বলিলা আমারে ।  
 থাকরে গোবিন্দ তুমি আমার আগারে ॥  
 আমার গৃহেতে তব হইবে পালন ।  
 প্রত্যহ করিবে স্থখে নাম সঙ্কীৰ্ত্তন ॥  
 প্রতিদিন স্থখে পাবে কৃষ্ণের প্রসাদ ।  
 একেবারে পূরিবে মনের সব সাধ ॥  
 সেবার কৰ্ম্মেতে তুমি নিয়ত থাকিবে ।  
 গঙ্গাজল তুলসী আনিয়া যোগাইবে ॥  
 প্রসাদ পাইবে নিত্য উদর পূরিয়া ।  
 রসা শাক স্কুতা মোচার বট দিয়া ॥  
 এত বলি সঙ্গে প্রভু চাহে লইবারে ।  
 অমনি চলিলু মুহি প্রভুর সংসারে ॥  
 গঙ্গার উপরে বাড়ী অতি মনোহর ।  
 পাঁচ খানি বড় ঘর দেখিতে সুন্দর ॥

নগরের দক্ষিণ সীমায় প্রভুর বাস ।  
 হরিনামে মত্ত প্রভু সদাই উল্লাস ॥  
 প্রকাণ্ড এক দীঘী হয় নিয়ড়ে তাহার ।  
 কেহ কেহ বলে যারে বল্লাল সাগর ॥  
 যে সকল ভক্ত সদা থাকে প্রভুর কাছে ।  
 একে একে সকলের নাম করি পাছে ॥  
 অদ্বৈত আচার্য্য আর স্বরূপ শ্রীবাস ।  
 আচার্য্যের দুই পুত্র অচ্যুত কৃষ্ণদাস ॥  
 মুকুন্দ মুরারিগুপ্ত আর গদাধর ।  
 নরহরি বিদ্যানিবি শেখর শ্রীধর ॥  
 অন্তরঙ্গ ভক্ত আরো দুই চারি জন ।  
 যাহাদের সঙ্গে হয় গোপনে ভজন ॥  
 অবদ্যোত নিত্যানন্দ পাগলের মত ।  
 গড়াগড়ি দিয়া অশ্রু ফেলে অবিরত ॥  
 শান্তমূর্ত্তি শচী দেবী অতি খর্ব্ব কায় ।  
 নিমাই নিমাই বলি সদা ফুকরায় ॥  
 বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী হন প্রভুর ঘরণী ।  
 প্রভুর সেবায় ব্যস্ত দিবস রজনী ॥  
 লজ্জাবতী বিনয়িনী মৃদু মৃদু ভাষ ।  
 মুহি হইলাম গিয়া চরণের দাস ॥  
 এইরূপে শচীগৃহে দাস হয়ে থাকি ।  
 না, বলিতে সব কৰ্ম্ম সমাপিয়া রাখি ॥

ভোজনেতে পটু মুহি আনন্দেতে খাই ।  
 করিয়া প্রভুর কার্য্য সঙ্গেতে বেড়াই ॥  
 প্রতিদিন ভোগ হয় বিষ্ণুর মন্দিরে ।  
 কত ফল মূল ছানা ননি সর ক্ষীরে ॥  
 শাক সূপ দধি সূক্তা মোদক পায়স ।  
 বড়া লাড্ডু মিষ্টকাদি খাইতে সুরস ॥  
 প্রতিদিন শচীমাতা করেন রন্ধন ।  
 আনন্দে করেন সবে প্রসাদ ভোজন ॥  
 পেটুকের শিরোমণি মুই হই দাস ।  
 দয়াল প্রভুর পত্রে খাই বার মাস ॥  
 কি বলিব প্রসাদের নাহিক তুলনা ।  
 অমৃত সমান হয় যার এক কণা ॥  
 এইরূপে রহিলাম প্রভুর আগারে ।  
 চৈতন্যের দাস বলি সবে কৃপা করে ॥  
 আমার প্রভুর প্রভু চৈতন্য গৌসাই ।  
 যখন যেখানে যান সঙ্গে সঙ্গে যাই ॥  
 কৃষ্ণ অনুরাগে সদা আকুল হৃদয়  
 শুনিলে কৃষ্ণের নাম অশ্রুধারা বয় ॥  
 যদি কেহ “রাধে” বলি উচ্চ শব্দ করে ।  
 অমনি অশ্রু ধারা বর বর করে ॥  
 প্রাণকৃষ্ণ বলি যদি দৈব কেহ ডাকে ।  
 ধেয়ে গিয়া আলিঙ্গন করেন তাহাকে ॥



এক দিন সন্ধ্যাকালে শ্রীবাসঅঙ্গনে ।  
 বসিয়া আছেন প্রভু লয়ে ভক্তগণে ॥  
 এমন সময়ে মোর অবধৌত রায় ।  
 পুনঃ পুনঃ যমুনা বলিয়া ফুকরায় ॥  
 এইত রাসের স্থলী যমুনার ঘাট ।  
 কাঁহা শত শত গোপী কাঁহা সেই নাট ॥  
 নিতায়ের কথা শুনি প্রভু বেগভরে ।  
 ধৈয়ে গিয়া ঝাঁপ দিলা বল্লাল সাগরে ॥  
 রাগে ডগমগ প্রভু দেয় সম্ভরণ ।  
 পাড়ে দাণ্ডাইয়া দেখে যত ভক্তগণ ॥  
 এইরূপে অনুরাগ বাড়ে দিন দিন ।  
 প্রেমভরে হইতে লাগিলা তনু ক্ষীণ ॥  
 দয়াল চৈতন্য এতে তুষ্ট না হইয়া ।  
 বলে জীবে শিক্ষা দিব সম্মাস করিয়া ॥  
 দন্তে তৃণ করিয়া ফিরিব সব গ্রাম ।  
 সর্ব জীবে উদ্ধারিব দিয়া হরি নাম ॥  
 সংসার তেয়াগি যাব কাটোয়া নগরে ।  
 কেশব ভারতী গুরু উদ্ধারিবে মোরে ॥  
 নাহি রব ঘরে মুহি সম্মাস করিব ।  
 নতুবা কিরূপে সব জীব নিস্তারিব ॥  
 প্রভুর হইল ইচ্ছা সম্মাস করিতে ।  
 বড় বেগ লাগিল শুনিয়া মোর চিতে ॥

অবধোতে ডাকি প্রভু বলিলা বচন ।  
 সন্মাস করিব মুহি না কর বারণ ॥  
 পুণ্যকাল মাঘ মাস উত্তর অয়নে ।  
 সন্মাস লইব কথা রেখো সঙ্গোপনে ॥  
 মুকুন্দ আর গদাধরে বোলো এ বচন ।  
 না করিও যক্ষা তথা এ কথা কীর্তন ॥  
 জননীর কাছে কথা ইঙ্গিতে বলিবে ।  
 ভক্ত মণ্ডলীর মাঝে নাহি প্রচারিবে ॥  
 মুহি সঙ্গী দাস সব শুনিবু শ্রবণে ।  
 হৃদয় ফাটিয়া যেন হৈলা দুই খানে ॥  
 মরি মরি এহি দুঃখ সহনে না যায় ।  
 সন্মাস করিবে মোর প্রভু গোরা রায় ॥  
 সন্মাস করিতে গোরা করিবে পয়ান ।  
 হৃদয় ফাটিয়া মোর হোক শত খান ॥  
 তৃণ হতেও লঘু মুহি মোরে কিবা কাজ ।  
 তথাপি আমার মুণ্ডে পড়ু শত বাজ ॥  
 প্রভুর বিরহ বেথা কেমনে সহিব ।  
 কেমনে চৈতন্য বিনা কাল কাটাইব ॥  
 তার পরে প্রভুপাদ স্নয়ং উঠিয়া ।  
 মুকুন্দের কাছে প্রভু গেলেন চলিয়া ॥  
 সঙ্গে সঙ্গে যাই আমি কাঁদিতে কাঁদিতে ।  
 নয়নের জলে পথ না পাই দেখিতে ॥

মুকুন্দেরে ডাক দিয়া বলিলা বচন ।  
 দণ্ড কমণ্ডলু আমি করিব গ্রহণ ।  
 শিখা সূত্র ত্যগ করি সন্ন্যাস লইব ।  
 তাহা না করিলে কিসে জীব উদ্ধারিব ॥  
 এহি বাক্য শুনিয়া মুকুন্দ মহাশয় ।  
 অশ্রু স্রোতে ভাসাইলা বিশাল হৃদয় ॥  
 আছাড় খাইয়া তবে মুকুন্দ পড়িল ।  
 হাতে ধরি উঠাইয়া প্রভু বসাইল ॥  
 প্রাণ যায় কি শুনালে ওহে দয়াময় ।  
 কথা শুনে অভাগার ফাটিছে হৃদয় ॥  
 আর কিছু দিন হরিনাম বিতরিয়া ।  
 সন্ন্যাস করিও প্রভো সংসার তেজিয়া ॥  
 এত শুনি প্রভু গদাধরের নিকটে ।  
 ধেয়ে গিয়া সব কথা কন অকপটে ॥  
 শুনি বাণী গদাধর ফুকারি উঠিল ।  
 আকাশ ভাঙ্গিয়া তার মাথায় পড়িল ॥  
 লট পটি গদাধর ভূমে গড়ি যায় ।  
 রক্তবর্ণ দেহ হইলা শোণিত ধারায় ॥  
 কি শুনালে উঠে বসি বলে গদাধর ।  
 তোমার.....অন্তর ॥  
 মোরে বলে আন বিষ শীঘ্র মুহি পিব ।  
 প্রভুর বিয়োগ উছ কেমনে সহিব ॥

কোটি বশিচকেতে যদি দংশন করয় ।  
 ইহা হৈতে সে যাতনা অতি তুচ্ছ হয় ॥  
 প্রাণের নিমাই যদি হয় সর্বব্যাপী ।  
 সঙ্গে সঙ্গে যাব মুহি হয়ে অনুরাগী ॥  
 মুরারি প্রভৃতি ভক্ত শুনিলে এ কথা ।  
 জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িবে যথা তথা ॥  
 চৈতন্য ছাড়িলে দেহে কিবা আর কাজ ।  
 এই দণ্ডে আমাদের মুণ্ডে পড়ু বাজ ॥  
 অনন্তর গদাধর পাকাড়ি চরণ ।  
 কহিতে লাগিল অশ্রু করি বরষণ ॥  
 তোমার জননী যবে এ কথা শুনিবে ।  
 কেমনে তখন দেহে পরাণ ধরিবে ॥  
 তার পরে এই কথা শুনি কাণা কাণি ।  
 বৈষ্ণবগণের আহা উড়িল পরাণী ॥  
 কেহ বলে কোটি বিছা দংশন করিছে ।  
 কেহ বলে প্রাণ মোর আগুনে পুড়িছে ॥  
 কেহ ছিন্ন বৃক্ষ সম পড়ে দাগুই ।  
 দাঁতি লেগে কেহ কেহ পড়িল ঢলিয়া ॥  
 এই সব শুনিয়া আমার বিশ্বস্তর ।  
 সকলেরে বুঝাইতে লাগিল বিস্তর ।  
 বৈষ্ণবগণের কাছে প্রভু ধৈর্যে গিয়া ।  
 সকলেরে মিষ্ট ভাষে দিলেন বুঝিয়া ॥

তার পরে শচী দেবী এই বাক্য শুনি ।  
 পড়িলা অজ্ঞান হোয়ে পরমাদ গণি ॥  
 হৃদয় চাপড়ি শচী কান্দে উচ্চস্বরে ।  
 অশ্রুধারা পড়ে তাঁর হৃদয় উপরে ॥  
 হায় রে নিমাই তুই কোথা যাবি বাপ ।  
 পশু পক্ষী কান্দে তাঁর শুনিয়া বিলাপ ॥  
 তার পরে অবদ্যোত প্রভুর প্রাঙ্গণে ।  
 প্রবেশিয়া ঐ কথা কন শচী সনে ॥  
 বজ্র সম বাক্য শচীর হৃদয়ে বিক্ষল ।  
 অমনি আছাড়ে শচী ভূতলে পড়িল ॥  
 হৃদয়ে চাপড় মারি কান্দে উভরায় ।  
 পক্ষিল হইল ধরা অশ্রুর ধারায় ॥  
 বিষ্ণুপ্রিয়া ঐ কথা কানাকানি শুনি ।  
 মাথে হাত দিয়া সতী বসিলা অমনি ॥  
 অশ্রুপড়ে বর বর হৃদয় বাহিয়া ।  
 উঠিলেক শোকসিঙ্ধু যেন উথলিয়া ॥  
 তার প্রতি অক্ষিপ গোরা না করিয়া ।  
 শ্রীবাস অঙ্গনে প্রভু গেলেন চলিয়া ॥  
 এখানে শ্রীবাস গৃহে মহা সঙ্কীর্্তন ।  
 করিতে লাগিলা প্রভু হয়ে অচেতন ॥  
 কীর্্তনে মাতিয়া গোরা নাচিতে লাগিল ।  
 অমনি বসন তাঁর খসিয়া পড়িল ॥

কদম্ব কুমুম সম হইল শরীর ।  
 অজ্ঞান হইয়া নাচে মোর ধর্ম বীর ॥  
 শোণিতের ধারা বহে লোমকূপ দিয়া ।  
 ক্ষত হইয়াছে অঙ্গ আছাড় খাইয়া ॥  
 নাচিতে নাচিতে বলে ঐ বনমালী ।  
 ভক্তগণ সঙ্গে নাচে দিয়া করতালী ॥  
 পৌষমাস সংক্রান্তি সন্ধ্যার সময়ে ।  
 ফিরিয়া আইলা প্রভু আপন আলয়ে ॥  
 যাতায়াত করিতে লাগিলা বহু লোক ।  
 উথলিয়া পড়ে তছু শটীমার শোক ॥  
 মিষ্ট বাক্যে জননীকে বুঝিয়ে তখন ।  
 রক্তন আলয়ে গিয়া দিলা দরশন ॥  
 দ্বিতীয় প্রহর নিশা অতীত হইল ।  
 ভোজন করিয়া প্রভু শয়ন করিলা ॥  
 মুহি গিয়া নিজ স্থানে করিলু শয়ন ।  
 প্রভুর আদেশে কিন্তু করি জাগরণ ।  
 রজনীর শেষভাগে প্রভু দয়াময় ।  
 দ্বাং বাহিরে আসি মোরে ডাকি কয় ॥  
 বলে থাক প্রস্তুত হইয়া এই খানে ।  
 বিদায় লইয়া আসি মায়ের চরণে ॥  
 এত বলি অন্তঃপুরে গেলেন চলিয়া ।  
 পুনঃ আসি বাহিরিলা আমারে ডাকিয়া ॥

ব্যগ্র হয়ে বলে মোরে চল মোর সনে ।  
 কাটোয়া নগরে যাই কাটিতে বন্ধনে ॥  
 এই বাক্য যথা তথা না বলিবে তুমি ।  
 সন্ন্যাস করিয়া জীব উদ্ধারিব আমি ॥  
 স্বার্থপর দুরাচার মদ্য মাংস খায় ।  
 কলির জীবের বল কি হবে উপায় ॥  
 শিশ্নোদর-পরায়ণ নিষ্ঠা-বিবর্জিত ।  
 অর্থের লাগিয়া মিথ্যা কহে অবিরত ॥  
 যোনিকীট রমণীর মুখলালা খায় ।  
 ভক্তি অমৃতের ধারা নিছিয়া ফেলায় ॥  
 বেশ্যার অশ্নেতে রুচি বেশ্যা অনুগত ।  
 কনক কামিনী কলা কাম কেলি রত ॥  
 একারণ মুহি শিখা সূত্র তেয়াগিয়া ॥  
 বেড়াইব দ্বারে দ্বারে হরি নাম দিয়া ॥  
 হরি নাম মহা মন্ত্র দীক্ষা নাহি যার ।  
 সেই নাম পথে ঘাটে করিব প্রচার ॥  
 চণ্ডাল যুবক গৃহী বালবৃদ্ধ নারী ।  
 নামে মত্ত হয়ে দাণ্ডাইবে সারি সারি ॥  
 বালকে বলিবে হরি বালিকা বলিবে ।  
 পাষণ্ড অঘোরপন্থী নামে মত্ত হবে ॥  
 আকাশ ভেদিয়া নামের পতাকা উড়িবে ।  
 রাজা প্রজা এক সঙ্গে গড়াগড়ি দিবে ॥

সন্ন্যাস করিয়া যদি না লই কোপীন ।  
 তবে কিসে উদ্ধারিব পাপী তাপী দীন ॥  
 কলির জীবের দশা মলিন দেখিয়া ।  
 থাকিতে পারিনে আর কাঁপে মোর হিয়া ॥  
 করঙ্গ কোপীন লয়ে সন্ন্যাস করিব ।  
 রাধা কৃষ্ণ নাম দিয়া সবে উদ্ধারিব ॥  
 যারা বড় পাপী তাপী তাদের লাগিয়া ।  
 সদা মোর চিত্ত কান্দে আকুল হইয়া ॥  
 মোর সহ একুপে করেন আলাপন ।  
 হেন কালে শচী দেবী দিলা দরশন ॥  
 আশিবিধি শচী দেবী বাহিরে আসিয়া ।  
 সম্মুখে দাণ্ডাল মাতা হস্ত প্রসারিয়া ॥  
 তার পরে জননীর ধরিয়া চরণ ।  
 বিদায় লইয়া প্রভু করিলা গমন ॥  
 কান্দিতে লাগিলা মাতা দ্বারে দাঁড়াইয়া ।  
 পশ্চাতে চলিলু মুহি খড়ম লইয়া ॥  
 কাঠের পুতলী সম শচী দাণ্ডাইয়া ।  
 ঝর ঝর অশ্রু বারি পড়িতে লাগিলা ॥  
 তার পরে দ্বার হইতে হইয়া বাহির ।  
 গঙ্গা পার হয়ে তবে চলে ধর্ম্ম বীর ॥  
 পার হয়ে প্রভু চলে কণ্টক নগরে ।  
 পেছনে পেছনে যাই সেবা করিবারে ॥



যে সব আশ্চর্য্য লীলা পাই দেখিবারে ।  
 করচা করিয়া রাখি শক্তি অনুসারে ॥  
 সন্ধ্যাকালে পৌছিছু কণ্টক নগরে ।  
 কাংক্ষ্য শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনি হয় ঘরে ঘরে ॥  
 তার পর রাত্রি যোগে মুকুন্দ শেখর ।  
 অবধৌত ব্রহ্মানন্দ আর গদাধর ॥  
 গুরুদেব গঙ্গাদাস গাথক শিবাই ।  
 একে একে দেখা দিতে লাগিল সবাই ॥  
 নিশীথ সময়ে তবে হরি বলি গোরা ।  
 নাচিতে লাগিল। প্রেমে হইয়া বিভোরা ॥  
 লক্ষ লক্ষ লোক আসি দরশন দিল ।  
 কৃষ্ণভক্তি দেখে সবে আশ্চর্য্য হইল ॥  
 ফুল ফেলি মারে কেহ কেহ দেয় মালা ।  
 প্রভুর রূপেতে চারি দিক কৈলা আলা ॥  
 কোটি মদন সেক্রপের ন্যেক তুলনা ।  
 ডমরুর মধ্য জিনি কটির বলনা ॥  
 বিশাল নয়নে যেই দিকে যবে চায় ।  
 সেই দিকে নীলপদ্ম বরষিয়া যায় ॥  
 আজানুলম্বিত বাহু অতিদীর্ঘ কায় ।  
 দন্তে তৃণ করি গোরা দাস্ত ভক্তি চায় ॥  
 এইরূপে নৃত্য গীতে রাত্রি পোহাইল ।  
 বহু লোক দেখি গোরা কহিতে লাগিল ॥

মোর বাক্য মন দিয়া শুন সবে ভাই ।  
 কৃষ্ণ আর কৃষ্ণনামে কিছু ভেদ নাই ॥  
 ভজ কৃষ্ণ ভাব কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণনাম ।  
 নাম বলে তোমরা ভাই যাবে নিত্য ধাম ॥  
 এ সকল যাহা দেখ সব মিথ্যা হয় ।  
 প্রকৃতির ছায়া মাত্র বেদে ইহা কয় ॥  
 সাধের প্রতিমা তব থাকিবে পড়িয়া ।  
 যবে যম আসি গলা ধরিবে টিপিয়া ॥  
 পালঙ্কে আর ভূমি শয্যায় নাহি কোন ভেদ ।  
 ভেদ বুদ্ধি করে যারা তারা পায় খেদ ॥  
 বিময় পাইয়া যেই করে অহঙ্কার ।  
 নরকের কাঁট সেই শাস্ত্রের বিচার ॥  
 রাজায় দরিদ্রে ভেদ কিছুমাত্র নাই ।  
 ভেদ বুদ্ধি অজ্ঞানতা ক'রে দেয় ভাই ॥  
 এক মুষ্টি অগ্নে পূরে রাজার উদর ।  
 তাতেই দরিদ্র হয় সন্তুষ্ট অন্তর ॥  
 ভূতলে শুইয়া নিশ্চেষ্ট স্থখে নিদ্রা যায়  
 রাজার নাহিক নিদ্রা অনুল্য শয্যায় ॥  
 রাজা নাহি খায় সোণা হীর্য পান্না মতি ।  
 ধনমদে নাহি ভাবে অখিলের পতি ॥  
 মৃত্যুকালে যেইরূপে দরিদ্র মরিবে ।  
 সেইরূপে ভূস্বামী যমের ঘরে যাবে ॥

রাজার নয়নে মায়া ঠুলি আছে বাঁধা ।  
 ঘানীর বলদ সম সর্বদা সে আঁধা ॥  
 এক স্থানে ঘুরে মরে ঘানীর বলদ ।  
 কোটি বৎসরেও তার না ফুরায় পথ ॥  
 আত্মারাম উড়ে গেলে থাকিবে দেহ জড় ।  
 ভাঙা পিজিরার ন্যায় করিবে নড়্ বড়্ ॥  
 আদরের দেহ যাবে পচিয়া সড়িয়া ।  
 শৃগাল কুকুরে খাবে উদর পুরিয়া ॥  
 অহঙ্কারে মত্ত জীব সংসারে মজিয়া ।  
 বিষয় বিষয় করি মরে গুমরিয়া ॥  
 কন্যা পুত্র অটালিকা পোকুর উদ্যান ।  
 কামিনী কনক আদি পাইয়া অজ্ঞান ॥  
 কেবা কার কন্যা পুত্র কেবা কার পতি ।  
 সব জড় ভাব ছাড়ি কর কৃষ্ণে মতি ॥  
 পুত্র মিথ্যা কন্যা মিথ্যা মিথ্যা ধন ধাত্য ।  
 এক মাত্র সত্য বস্তু হয় সে চৈতন্য ॥  
 পচা গৃহস্থের কথা কব কত আর ।  
 পুত্র কন্যা বিভবে মজিয়া জর জর ॥  
 বিষয় বাড়িলে করে কতই মন্ত্রণা ।  
 বিটকীট সম পায় বিস্তর যাতনা ॥  
 সর্বত্র কৃষ্ণের মূর্তি করে ঝল মল ।  
 সে দেখিতে পায় যার আঁখি নিরমল ॥

চক্ষু চক্ষে দেখে মূৰ্খ বিষয়ে আসক্ত ।  
 দিব্য জ্ঞান চক্ষে দেখে নিত্য মুক্ত ভক্ত ॥  
 অন্ধীভূত চক্ষু যার বিষয় ধূলিতে ।  
 কেমনে সে সূক্ষ্ম তত্ত্ব পাইবে দেখিতে ॥  
 প্রেম প্রেম করে সবে প্রেম জানে কেবা ।  
 প্রেমের কি তত্ত্ব হয় রমণীর সেবা ॥  
 অভেদ পুরুষ নারী যখন জানিবে ।  
 তখন প্রেমের তত্ত্ব অবশ্য স্ফুরিবে ॥  
 অপত্য লাগিয়া আৰ্তি যদি প্রেম হয় ।  
 তা হইলে প্রেমতত্ত্ব কিছুই ত নয় ॥  
 ঈশ্বরের লাগি আৰ্ত্তি হয় যদি মনে ।  
 নিশ্চয় তাহারে প্রেম কহে মহাজনে ॥  
 বিশুদ্ধ প্রেমের তত্ত্ব শুন মন দিয়া ।  
 যার অগ্নি হিলোলে জুড়ায় দন্ধ হিয়া ॥  
 যুবতীর আৰ্ত্তি যথা যুবক দেখিয়া ।  
 সেইরূপ আৰ্ত্তি আর না দেখি ভাবিয়া ॥  
 একারণ ভক্তগণ ভজে যদুপতি ।  
 পত্নীভাবে তাঁর প্রতি স্থির করি মতি ॥  
 আত্মারামের জন্ম যার আৰ্ত্তি হয় ।  
 তার কি মনের মধ্যে কামভাব রয় ॥  
 আলোর নিয়ড়ে যথা তম নাহি রয় ।  
 কৃষ্ণের সমীপে তথা কাম ভস্ম হয় ॥

কেবল প্রেমের আৰ্ত্তি থাকে বিজ্ঞান ।  
 এইত বলিয়া দিলু প্রেমের সন্ধান ॥  
 এখন প্রেমের লাগি কর হানা পানা ।  
 কৃতার্থ হইবে যাবে সংসার যাতনা ॥  
 কলহ বিবাদ ঘ্নে মিত্যার কারণে ।  
 সংসার নরক হয় ভেবে ছাখ মনে ॥  
 অর্থের লাগিয়া গৃহী কহে মিথ্যা কথা ।  
 প্রবঞ্চনা নরহত্যা করে যথা তথা ॥  
 পচা গৃহস্থের কথা কব কত আর ।  
 পুত্রকন্যা বিষয় বিভবে জর জর ॥  
 তুমি কার কে তোমার নাহি ভাব মনে ।  
 জড়পিণ্ড দেহ লাগি ব্যস্ত উপার্জনে ॥  
 নিশ্চয় হইবে মৃত্যু তাহে দৃষ্টি নাই ।  
 চিরকাল বাঁচিব কেবল ভাব তাই ॥  
 তন্ন তন্ন করি কত শাস্ত্র বা পড়িলে ।  
 কিন্তু গুণমূৰ্ত্ত সবে পড়িয়া হইলে ॥  
 যত বিজ্ঞা যত বুদ্ধি তত স্বার্থপর ।  
 যত পড় তত হয় মলিন অন্তর ॥  
 মুখে বল মাতৃবৎ পরের রমণী ।  
 নির্জনে পাইলে কামে মুগ্ধ অমনি ॥  
 কাম ক্রোধ রিপু হয় পরের বেলায় ।  
 নিজের বেলায় কিন্তু বন্ধু তারা হয় ॥

এসকল নরকের অসীম যাতনা ।  
 একবার হৃদয়েতে ভেবেও ভাবনা ॥  
 যদবধি ঈশ্বরেতে ভক্তি না হইবে ।  
 তদবধি এইরূপে নরকে থাকিবে ॥  
 সামান্য অর্থের স্বার্থ পার তেয়াগিতে ।  
 কিন্তু কোটি মুদ্রা তোমায় পারে ভুলাইতে ॥  
 কলির জীবের সার এক হরিণাম ।  
 সেই নাম লয়ে চলে যাও নিত্যাধাম ॥  
 পুঙ্ককের সহ সদা বল হরিবোল ।  
 কলির বাজারে কেন কর গণ্ডগোল ॥  
 অট্টালিকা কুটীরেতে কিবা ভেদ আছে ॥  
 জিজ্ঞাসিয়া দেখ ভাই পণ্ডিতের কাছে ॥  
 যেমন প্রাসাদে রাজা পালঙ্কে দুন্মায় ।  
 সেইরূপ দরিদ্র কুটীরে নিদ্রা যায় ॥  
 জলপান করে রাজা সোনার পাত্রেতে ।  
 কুঁড়েবাসী জলপিয়ে মাটির ভাঁড়েতে ॥  
 উভয়ের লক্ষ্য এক পিপাসার শান্তি ।  
 রাজার সোনার পাত্র কেবল মাত্র ভ্রান্তি ॥  
 মুকুতার ডাল ভাজা রত্নের তরকারী ।  
 ভূপতি কি খান হীরার অন্নপাক করি ॥  
 অহঙ্কারে মত্ত রাজা দেখিতে না পায় ।  
 পুনঃ পুনঃ এইভাবে আসে আর যায় ॥

এইরূপে শিক্ষা দেয় চৈতন্য গৌসাই ।  
 বহু বহু জনতা হইল এক ঠাই ॥  
 বিল্ববৃক্ষতলে বসি কণ্টক নগরে ।  
 নানা উপদেশ দিলা অতি উচ্চস্বরে ॥  
 শ্রীমুখের বাণী হয় বেদান্তের সার ।  
 যা শুনিলে জীবগণের বিমুক্ত সংসার ॥  
 এইরূপে দিন রাত্রি অতীত হইলা ।  
 পরদিন প্রাতে প্রভু সিনান করিলা ॥  
 আঁচলে নয়ন চাপি কাঁদে নারীগণ ।  
 ঝর ঝর অশ্রুধারা করে বরিষণ ॥  
 কেহ বলে রূপের বালাই নিয়ে মরি ।  
 কেমনে ইহার মাতা রবে প্রাণ ধরি ॥  
 কোটি মদনের গর্ব খর্ব এইখানে ।  
 এমন কেশের শোভা দেখিনি নয়নে ॥  
 চিবুকের কিবা শোভা অতি নিরমল ।  
 নীল পদ্ম জিনি শোভে নয়ন কমল ॥  
 এমন আশ্চর্যরূপ বড় দেখি নাই ।  
 কেমনে কোপীন দণ্ড ধরিবে নিমাই ॥  
 পাষাণে গঠিত হয় কেশব ঠাকুর ।  
 কেমনে মুড়াবে কেশ বড়ই নিষ্ঠুর ॥  
 আহা মরি কিবা শোভে কণ্ঠে বনমালা ।  
 মুখ শোভা চারিদিক করিয়াছে আলা ॥

নারীগণ এইরূপে কত কথা বলে ।  
 হেনকালে প্রভু মোরে ডাকিলা কৌশলে ॥  
 প্রভু বলে দ্রব্যজাত আনহ ত্বরিতে ।  
 মুগুন করিব কেশ সন্মাস করিতে ॥  
 তার না রহিব ঘরে বন্ধন দশায় ।  
 নরক যন্ত্রণা গৃহে কথায় কথায় ॥  
 এই কথা শুনি শুদ্ধসত্ত্ব গদাধর ।  
 অবধৌত নিত্যানন্দ শ্রীচন্দ্রশেখর ॥  
 সন্মাসের উপযুক্ত বিবিধ সম্ভার ।  
 আনিয়া পূরিল সবে গ্যার্মার ভাণ্ডার ॥  
 দেবা নামে নাপিতেরে ডাকিয়া আনিল ।  
 বিলবৃক্ষতলে আসি নাপিত বসিল ॥  
 নাপিতে বলিলা তবে চৈতন্য গোসাঁই ।  
 মুগুন করহ দেব ব্রজে চলে যাই ॥  
 ভারতীর আঙ্কা পেয়ে নাপিত তখন ।  
 বসিলা নিয়ড়ে গিয়া করিতে মুগুন ॥  
 যখন নাপিত শেষে কেশে ক্ষুর ফিলা ।  
 অমনি রমণীগণ ফুকারি উঠিলা ॥  
 নারীগণ বলে নাপিত একাজ ক'রোনা ।  
 এমন চুলের গোছা মুড়ায়ে ফেলোনা ॥  
 এই বলি কাঁদিয়া উঠিল নারীগণ ।  
 মুগুন করিতে দেবা লাগিল তখন ॥



হাজার হাজার লোক সন্মাস দেখিতে ।  
 কণ্টক নগরে সবে লাগিলা আসিতে ॥  
 দিবসের শেষ ভাগে মুড়াইয়া কেশ ।  
 ধরিলা নিমাই তবে সন্ন্যাসীর বেশ ॥  
 দণ্ডকমণ্ডলু হাতে কোপীন পরিল ।  
 কাষায় বসনে পুনঃ তাহা আবরিলা ॥  
 দাঁড়াইলা ভারতীর সম্মুখে গৌসাই ।  
 রূপে দিক্ আলো কৈলা বলিহারি যাই ॥  
 অবধৌত গদাধর আর গঙ্গাদাস ।  
 একে একে দাঁড়াইলা সন্ন্যাসীর পাশ ॥  
 প্রভুর আশ্চর্য্য রূপ দেখিয়া ভারতী ।  
 মনে মনে পাদপদ্মে করিলা প্রণতি ॥  
 মনে মনে বলে গৌসাই তুমি সে ঈশ্বর ।  
 তোমার অধীনে হয় বিশ্ব চরাচর ॥  
 লোকশিক্ষা লাগি তুমি পরিলে কোপীন ।  
 ভক্তিমার্গ দেখাইতে দীনের অধীন ॥  
 অপরাহ্ন কালে প্রভু সন্ন্যাসী হইলা ।  
 হুলুধ্বনি নারীগণ করিয়া উঠিলা ॥  
 লতা পাতা শাখা বৃক্ষ প্রেমোতে ভাসিল ।  
 পশু পক্ষী কীট যেন নাচিয়া উঠিল ॥  
 লক্ষ লক্ষ লোকে করে পুষ্প বরষণ ।  
 কণ্টক নগর হ'লো নন্দন কানন ॥

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম রাখিলা ভারতী ।  
 লক্ষ লক্ষ লোক তথি করে গতাগতি ॥  
 আজলি পুরিয়া যত কুলবধূগণ ।  
 প্রভুর মাথায় করে লাজ বরষণ ॥  
 হরিশ্রবনি উঠিলেক গগন ভেদিয়া ।  
 গড়াগড়ি যায় সবে ভক্তিতে রসিয়া ॥  
 আকাশ ভেদিয়া নাম ভ্রমিছে গগনে ।  
 আনন্দে মাতিয়া শুনে যত দেবগণে ॥  
 বজ্রনীতে প্রভু মোর করি জাগরণ ।  
 হরিনামে মাতি রাতি করিলা যাপন ॥  
 প্রভাতে শেখরে প্রভু বলিলা বচন ।  
 তোমরা সকলে যাও নদীয়া ভবন ॥  
 ব্রহ্মানন্দ সহ যাও জননীর কাছে ।  
 বল গিয়া নিমাই সন্ন্যাস করিয়াছে ॥  
 রোদন করেন যদি আমার জননী ।  
 আশ্রাস বাক্যেতে তাঁরে বুকাবে অশ্রুনি ॥  
 তারপর নিত্যানন্দ গদাধর সঙ্গে ।  
 ভারতীকে লয়ে চলিলেন নানা রঙ্গে ॥  
 পেছনে পেছনে আমি খড়ী লয়ে যাই ।  
 নাম মদে মাতয়ারা চৈতন্য গোঁসাই ॥  
 লক্ষ লক্ষ লোক চলে প্রভুর পেছনে ।  
 বিস্তর পণ্ডিত চলে প্রভু দরশনে ॥

রুদ্রদেব রামরত্ন জগাই পণ্ডিত ।  
 গঙ্গাদাস শম্ভুচন্দ্র ভুবনে বিদিত ॥  
 ঈশান শঙ্কর বলরাম গদাধর ।  
 পণ্ডিতের শিরোমণি চণ্ডচণ্ডেশ্বর ॥  
 কাশীধর ন্যায়রত্ন আর সিদ্ধেশ্বর ।  
 পঞ্চানন বেদান্তিক আর রত্নাকর ॥  
 এই সব মহান্ পণ্ডিত চলে সঙ্গে ।  
 প্রেমে মত্ত শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চলে সঙ্গে ॥  
 নৃত্যপরায়ণ প্রভু আগে আগে ধায় ।  
 কখন ধাবন লক্ষ পতন ধরায় ॥  
 ধারা বহি অশ্রুবারি বহিছে নয়নে ।  
 ভারতী গৌসাই কান্দে প্রেম আশ্বাদনে ॥  
 তারপর পূর্বদিকে চলে আবেশেতে ।  
 আচার্য্যের গৃহে ধায় মাতিয়া ভাবেতে ॥  
 কিছুকাল আচার্য্যের গৃহেতে রহিল ।  
 এরমধ্যে শচীমাতা আসি দেখা দিল ॥  
 শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু মাতার চরণে ।  
 প্রণাম করিয়া কথা কন সন্তুর্পণে ॥  
 দুই চারি বাত কহি মায়া কাটাইয়া ।  
 দক্ষিণে করিলা যাত্রা সকলে ছাড়িয়া ॥  
 ঈশান প্রতাপ গঙ্গাদাস গদাধর ।  
 ন্যাসীর সহিত চলে আর বাণেশ্বর ॥

বর্দ্ধমানে যখন পৌঁছিলাম মোরা সবে ।  
 ভাবিতে লাগিলাম মুহি ভাগ্যে কিবা হবে ॥  
 মোর প্রতি চাহি প্রভু কহিতে লাগিলা ।  
 অমিয়ের ধারা যেন গলিয়া পড়িলা ॥  
 মোর পৃষ্ঠে চাপড় মারিয়া প্রভু কহে ।  
 চল যাই গোবিন্দরে তোমাদের গৃহে ॥  
 এই কথা শুনি মুহি উঠিলাম চমকি ।  
 হাসিয়া চলিলাম প্রভু ঠমকি ঠমকি ॥  
 প্রভুর সন্ন্যাস কালে ধরেছি কোপীন ।  
 অহঙ্কার তেজিয়া হয়েছি অতি দীন ॥  
 আর ত বাসনা নাই সংসার করিতে ।  
 প্রভুর সহিত যাই নাচিতে নাচিতে ॥  
 পথে যেতে যেতে মুহি জোড় করি হাত ।  
 উত্তরে কহিলাম তথি দুই চারি বাত ॥  
 আরত যাবনা প্রভো কাঞ্চন নগরে ।  
 বিষ্ঠাসম তাজিয়াছি জঘন্য সংসারে ॥  
 এই কথা বলিতে বলিতে মোর নারী ।  
 কেমনে শুনিয়া তথা আইলা দ্বরা করি ॥  
 দর দর পড়িতেছে অশ্রু ছনয়নে ।  
 পড়িলা আছাড় খেয়ে আমার চরণে ॥  
 অশ্রুমুখে বলিতে লাগিলা এই বাত ।  
 ফিরে চল গৃহে মুহি যাই তব সাত ॥

সামান্য কথায় তুমি সংসার তেজিলে ।  
 দাসীর উপায় তবে বল কি করিলে ॥  
 কার দ্বারে গিয়া ভিক্ষা করিব কোথায় ।  
 দয়া করি কেবা ভিক্ষা দিবে গো আমায় ॥  
 কি আছে অদৃষ্টে মোর কার দ্বারে গিয়া ।  
 ভিক্ষা করি বেড়াইব পেটের লাগিয়া ॥  
 শুনিয়া তাহার বাণী মাথা হেট করি ।  
 মনে মনে বলিতে লাগিনু হরি হরি ॥  
 হরি স্মরণে কাটে যতেক বন্ধন ।  
 তেঁকারণ মনে করি হরির চরণ ॥  
 দয়াময় শ্রীচৈতন্য হেরিয়া তখন ।  
 কহিতে লাগিলা তবে মধুর বচন ॥  
 শুনিয়া প্রভুর বাণী হইয়া দুঃখিনী ।  
 অশ্রুজলে ভিজাইতে লাগিলা মেদিনী ॥  
 কান্দিয়া আকুল বামা চারিদিকে চায় ।  
 তব্বকথা বলি প্রভু তাহারে বুঝায় ॥  
 শুনিয়া প্রভুর সেই কথা আচম্বিতে ।  
 চক্ষু চাপি অঁচলেতে লাগিলা কাঁদিতে ॥  
 তাহার রোদনে প্রভুর দয়া উপজিল ।  
 অমনি ফিরিয়া মোরে কহিতে লাগিল ॥  
 প্রভু কহে গোবিন্দরে গৃহে থাক তুমি ।  
 অণু ভৃত্য সঙ্গে করি পুরী যাই আমি ॥

এই বাক্যে মোর চক্ষু হ'তে অশ্রু ঝরে ।

অমনি চরণ ধরি পড়ি'নু কাতরে ॥

অশ্রুজলে পাখালি'নু যুগল চরণ ।

অমনি ফিরিয়া প্রভু করিলা গমন ॥

তবে মোর প্রতিবাসী একত্র হইয়া ।

কহিতে লাগিল কথা মোরে ভুলাইয়া ॥

সংসার বিষের কথা লাগি'নু কহিতে ।

লাগি'নু নারীর গুহ মুহি বাখানিতে ॥

শুন শুন ওহে ভাই রমণীর বাণী ।

রমণী রমণ হয় একই পরাণী ॥

আত্মঅংশে দৃষ্টি যদি কর তবে এবে ।

রমণী রমণ সব একই দেখিবে ॥

অমৃত হইতে যারা হুস্বাদ ভাবিয়া ।

রমণীর লাল পিয়ে নয়ন মুদিয়া ॥

নিত্যানন্দ ভুলে তাতে আনন্দ যাহার ।

ধিক্ সে পামরে জন্ম বুখাই তাহার ॥

পূর্ণব্রহ্ম সনাতন গৌরাদ্ধ আমার ।

তেয়াগিয়া তাঁর সঙ্গে লইব সংসার ॥

এই কথা বলিতে বলিতে দামোদর ।

পেরিয়ে চলি'নু মোরা কাশী মিত্রের ঘর ॥

কাশীমিত্র হয় একজন পুণ্যবান ।

তার গৃহে প্রভু গিয়া কৈলা অধিষ্ঠান ॥

ভোগ লাগাইতে মিত্র ভাল চাউল দিলা ।

চাউল দেখিয়া প্রভু প্রশংসা করিলা ॥

প্রভু বলে এই চাউল বড় চিকণিয়া ।

ইহাৱে ডাকয়ে লোক কি নাম ধরিয়া ॥

মিত্র বলে জগন্নাথভোগ ইহার নাম ।

ভোগ লাগাইলে হয় পূর্ণ মনস্কাম ॥

জগন্নাথভোগ শুনি প্রভু চমকিলা ।

অমনি প্রেমের ধারা বহিতে লাগিলা ॥

কাঁদিতে কাঁদিতে বলে হাহা জগন্নাথ ।

শীঘ্র টানিয়া মোরে লহ তব সাথ ॥

শাক সুপ নানা বস্তু রন্ধন করিয়া ।

একত্র করিলা প্রভু আনন্দে মাতিয়া ॥

বোতো শাকের গন্ধে দিক্ আমোদ করিল ।

ভোগ না হইতে মন চঞ্চল হইল ॥

প্রভু কহে তুলসী আনহ শীঘ্র করি ।

ভোগ লাগাইয়া প্রসাদ দিব প্রাণ ভরি ॥

বড় ক্ষুধা হইয়াছে বাছনি তোমার ।

ইতি উতি চাহিতেছ তাই বার বার ॥

বড় লজ্জা পাইলাম প্রভুর কথায় ।

হেটমুখে অমনি রহিনু তথায় ॥

ভোগ দিয়া প্রসাদ বণ্টন করি দিলা ।

সূক্তার কোলে প্রাণ প্রসন্ন হইলা ॥

আঁঠুখানা করলার ভাজি খাই মুখে ।  
 বড় বড় গেরাস তুলিয়া দিই মুখে ॥  
 চূক্রাল গুড় দিয়া অমৃত সমান ।  
 কত খাব আনন্দেতে প্রসন্ন বয়ান ॥  
 অপরাহ্নে মিত্রগৃহ ছাড়ি গোরাচাঁদ ।  
 ধাইল দক্ষিণ ভাগে পিরিতের ফাঁদ ॥  
 ক্রমে পৌঁছিমু মোরা হাজিপুর গ্রামে ।  
 গ্রাম মাতাইলা প্রভু দিয়া হরিনামে ॥  
 প্রকাণ্ড এক বটবৃক্ষ গ্রামের বাহিরে ।  
 সেইখানে বসিলাম মোরা ধীরে ধীরে ॥  
 সন্ধ্যাকালে সংকীৰ্ত্তন প্রভু আরম্ভিল ।  
 আকাশ ভেদিয়া নাম গগনে উঠিল ॥  
 নাচিতে লাগিল প্রভু মাতাইলা দেশ ।  
 কোথায় কৌপীন ডোর আলু থালু বেশ ॥  
 আছাড় খাইয়া কভু পড়য়ে ধরায় ।  
 মুখে লাল। ইতি উতি গড়াগড়ি যায় ॥  
 শত শত লোক আসি সেখানে ভুটিল ।  
 নাম সংকীৰ্ত্তনে সবে মাতিয়া উঠিল ॥  
 একত্রে মাতিল নামে যত নর নারী ।  
 ধন্যরে নামের বল যাই বলিহারি ॥  
 বালক বালিকা বৃদ্ধ যুবক যুবতী ।  
 করতালি দিয়া নাচে করিয়া ভকতি ॥



অর্দ্ধেক রজনী গেল এইমত করি ।  
 তার পরে ভিক্ষা অন্ন পাকাইলা হরি ॥  
 একজন গ্রাম্য ভক্ত ঘৃত আনি দিলা ।  
 ঘৃত দিয়া প্রভু মোর করলা ভাজিলা ॥  
 নিম্বসূতা ঘৃত আর করলার ভাজা ।  
 ভোগ লাগাইলা মোর নদিয়ার রাজা ॥  
 মুষ্টিমেয় প্রসাদ পাইলা গৌরহরি ।  
 অনন্তর বসিলাম মুহি পত্র করি ॥  
 পত্র পূরি প্রসাদ দিলেন নরহরি ।  
 প্রসাদ পাইয়া মুতি হাঁস ফাঁস করি ॥  
 উদর ফুলিয়া মোর উঠিল যখন ।  
 প্রভুর চরণে গিয়া লইলু শরণ ॥  
 তবে প্রভু উদরেতে হাত বুলাইলা ।  
 অমনি উদর মোর সমান হইলা ॥  
 আমি তবে করিলাম হরি হরি ধ্বনি ।  
 চমকিয়া ভক্তগণ উঠিলা অমনি ॥  
 পরদিন প্রাতে উঠি গৌরাজ্জ সুন্দর ।  
 ভক্তগণে ডাকি কথা কহিলা বিস্তর ॥  
 বিদায় মাগিলা ভক্তগণে বুঝাইয়া ।  
 সাজ্জোপাজ্জ সঙ্গে করি চলিলা ধাইয়া ॥  
 মেদিনীপুরের কাছে যবে পঁহুছিল ।  
 এই বার্তা শুনি লোক ধাইয়া আইলা ॥

এর মধ্যে এক ধনী নিকটে আসিয়া ।  
 অবাক হইলা প্রভুর মুরতি দেখিয়া ॥  
 কেশব সামন্ত নাম বড় ধনী হয় ।  
 বহু ছলা করি ধনী নানা কথা কয় ॥  
 কখন বলিছে হাসি ওহে ন্যাসিবর ।  
 টাকা কড়ি লহ কিছু যে চাহে অন্তর ॥  
 কোপীন তেজিয়া ফেলি পরহ বসন ।  
 যুবা পুরুষের কেন সন্ন্যাস গ্রহণ ॥  
 সুখলাভ কর যোগি ইন্দ্রিয় সেবিয়া ।  
 মর কেন বৈরাগ্যের দাসত্ব করিয়া ॥  
 শুনিয়া ধনীর বাণী ঈশ্বর হাসিয়া ।  
 তারে শিক্ষা দেন প্রভু বিনিয়া বিনিয়া ॥  
 প্রভু কহে টাকা কড়ি সোণা মরকত ।  
 মাটির বিকার সব শাস্ত্রেতে কথিত ॥  
 মাটির বিকার সব কালে হবে মাটি ।  
 তবে কেন অহঙ্কারে মর সবে ফাটি  
 ঈশ্বরের মায়াফাঁদে না দিও চরণ ।  
 তা হলেই পুনঃপুনঃ হইবে মরণ ॥  
 পুনঃপুনঃ মরিবারে চাহে যেই জন ।  
 মায়ার বন্ধন তার না ছাড়ে কখন ॥  
 সব ছাড়ি ভক্তিভাবে ভজ সেই জনে ।  
 তা হলেই পরানন্দ উপজিবে মনে ॥

আমার আমার করি বেড়াও ঘুরিয়া ।  
 জাননা যে কালমুখে আছ প্রবেশিয়া ॥  
 দন্তে দন্তে পিসে যবে করিবে চর্ব্বণ ।  
 সুন্দরী রমণী কতি থাকিবে তখন ॥  
 কতি বা থাকিবে তব সোণা রূপা দানা ।  
 কতি বা রহিবে তব ক্ষীর সর ছানা ॥  
 এই আদরের দেহ পুড়ে ছাই হবে ।  
 নাই যদি পোড়ে তবে শৃগালে খাইবে ॥  
 মাথা গড়াগড়ি যাবে মুচির বিঠায় ।  
 ভজ কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ বৃথা কাল যায় ॥  
 কিসের গৌরব কর অনিত্য সকল ।  
 নিত্য বস্তু হয় কৃষ্ণ জুড়বার স্থল ॥  
 ওহে ধনিবর শুন বচন আমার ।  
 হীরক মৌক্তিক পান্না কর কি আহার ॥  
 এক মুষ্টি আগ্নে হয় ক্ষুধা নিবারণ ।  
 তবে কেন অহঙ্কার কর অনুক্ষণ ॥  
 এইরূপে ধনিজনে প্রভু শিক্ষা দিয়া ।  
 দুই চারি বাত কহে মোপানে চাহিয়া ॥  
 নানারূপগড়পানে চল মোরা যাই ।  
 সেইখানে গেলে যদি কোন সুখ পাই ॥  
 এইমাত্র বলি উঠিলেন স্বরা করি ।  
 অমনি স্কন্ধেতে তুলি লইলাম খড়ী ॥

আনন্দে মগন পথে চলে মোর গোরা ।  
 সন্ধ্যাকালে সেই স্থানে পঁতছিলু মোরা ॥  
 নারায়ণগড়ে আছে শিব ধলেশ্বর ।  
 তাঁর দরশনে ধায় হইয়া সত্ত্বর ॥  
 নারায়ণগড়ের তেঁহ গাম্য দেব হয় ।  
 কান্দিতে লাগিল প্রভু অশ্রুধারা বয় ॥  
 হর হর বলি প্রভু উচ্চর্য করি ।  
 আছাড় খাইয়া পড়ে ধরণী উপরি ॥  
 প্রেমে গদ গদ হয়ে গড়াগড়ি যায় ।  
 বসন করঙ্গ গিয়া পড়িল কোথায় ॥  
 মহা সান্নিধ্যের ভাব আসি উপজিল ।  
 প্রেমে লোমকূপ দিয়া শোণিত ছুটিল ॥  
 বহির্বাস কৌপীন খসিয়া গেল কতি ।  
 সে ভাব হেরিতে সেথা আইলা কত যতি ॥  
 বানপ্রস্থ ব্রহ্মচারী কত ঔষিধর ।  
 দেখিতে আইলা সেথা নদের ঈশ্বর ॥  
 প্রেমভাব ভাস্কি দেখে আশ্চর্য্য সকলে ।  
 দেবতা বলিয়া সবে পড়িলা ভূতলে ॥  
 হরিশ্রবণ করি প্রভু নাচিতে লাগিল ।  
 সে বিরাট ভাব দেখি সবে শিহরিল ॥  
 এইরূপে নৃত্য করে সবে তরুতলে ।

মুহি পাপী নরাদম লাভু পানে চাই ।  
 লালসা হইল খেয়ে উদর পূরাই ॥  
 অন্তর্যামী প্রভু মোর বুঝিয়া ইঙ্গিতে ।  
 প্রসাদ করিয়া লাভু দিলেন খাইতে ॥  
 গণ্ডা পাঁচ লাভু খেয়ে উদর পূরিল ।  
 এক বিপ্র আনিয়া শীতল ঝরি দিল ॥  
 ক্রমে গ্রাম্য লোক সব সংবাদ পাইয়া ।  
 একে একে সেই স্থানে জুটিল আসিয়া ॥  
 ভোগ লাগাইয়া প্রভু প্রসাদ বাটিল ।  
 সবে মেলি সেই স্থানে প্রসাদ পাইল ॥  
 প্রসাদেতে ভক্তি দেখে কতই ভাবিলু ।  
 মুহি লোভী সর্ব অগ্রে উদরে পূরিলু ॥  
 তাই ভাবি অনুতাপ করি মনে মনে ।  
 পাপক্ষয় লাগি ধরি প্রভুর চরণে ॥  
 নানাবাক্যে বুঝাইয়া মাথে পদ দিল ।  
 অমনি মনের ধন্না দূরে চলি গেল ॥  
 তার পরে আবেশেতে নৃত্য আরম্ভিল ।  
 হরিরস মদিরায় সকলে নাতিল ॥  
 কেহ নৃত্য করে কেহ বিলুপ্তিত কায় ।  
 ঐ কৃষ্ণ বলি কেহ বৃক্ষ পানে ধায় ॥  
 ক্রমে সেই স্থানে বহু জনতা হইল ।

নবীন শ্যামীর কথা শুনিয়া সকলে ।  
 একে একে আসি বার দিলা সেই স্থলে ॥  
 বীরেশ্বর সেন আর ভবানী শঙ্কর ।  
 বহু লোক সঙ্গে এলো প্রভুর গোচর ॥  
 চতুর্দোলা হস্তী অশ্ব আর বহু যান ।  
 সঙ্গে করি আইলা প্রভুর বিদ্যমান ॥  
 ভবানী শঙ্কর হয় বড় ধনী জন ।  
 শত শত লোক সঙ্গে করে আগমন ॥  
 হস্তীর পৃষ্ঠেতে ডঙ্কা বিচিত্র নিশান ।  
 চারিটা রূপার ছদ্দা চলে আগুয়ান ॥  
 বিষয়ের কীট সবে মত্ত অহঙ্কারে ।  
 তাহা হেরি দয়া হৈল প্রভুর অন্তরে ॥  
 তাহাদের দশা হেরি দয়াল চৈতন্য ।  
 ভক্তি দিয়া তাহাদের করিলেন ধন্য ॥  
 ভক্তিশিক্ষা দিয়া প্রভু সকলে মাতায় ।  
 লক্ষাধিক লোক শুনে পুতুলের প্রায় ॥  
 দন্তে তৃণ করি প্রভু জোড় হস্তে বলে ।  
 সামান্য বচন মোর শুনহ সকলে ॥  
 প্রভু কহে শুন সব ধনী মহাশয় ।  
 বেদিয়ার বাজী সম এ জগৎ হয় ॥  
 ঘুমের আবেশে যবে চড় সিংহাসনে ।  
 রাজা বলি তখন উদয় হয় মনে ॥

কত শত পাত্র মিত্র করিছে বিচার ।  
 লক্ষ লক্ষ প্রজা আসি দিছে উপহার ॥  
 এ সকল কি ব্যাপার নাহি কর ধ্যান ।  
 প্রতিচ্ছায়ার ছায়া ইহা ভাবরে অজ্ঞান ॥  
 কৃষ্ণতত্ত্বের প্রতিচ্ছায়' জড়জগৎ হয় ।  
 তার প্রতিবিশ্ব স্বপ্ন বেদে ইহা কয় ॥  
 দুটাই স্বপন হয় ভেবে দেখ মনে ।  
 কেবল বিভেদ তার নিদ্রা জাগরণে ॥  
 রাজার রাজত্ব সব জাগিয়া স্বপন ।  
 সত্য মিথ্যা ভেবে দেখ বেদের বচন ॥  
 স্বর্ণ রৌপ্য মণি মুক্তা মাটির বিকার ।  
 আদরের বস্তু কৃষ্ণ এই কথা সার ॥  
 নিত্য বস্তু ভগবান বেদে ইহা কয় ।  
 আর যাহা কিছু দেখ সব মিথ্যা হয় ॥  
 জলের ভিতরে ডুবে থাকে যেইজন ।  
 কেমনে ডাঙ্গার বস্তু করিবে দর্শন ॥  
 জল হৈতে তারে যদি তুলে দাও তটে ।  
 তখন ডাঙ্গার বস্তু দেখিবে নিকটে ॥  
 সেইরূপ বিষয়েতে ডোবে যেই জন ।  
 কেমনে সে রাধাকৃষ্ণ করিবে দর্শন ॥  
 যাহার নয়নে মায়া ঠুলি আছে বাঁধা ।  
 ঘানির বলদ সম সর্বদা সে অঁধা ॥

পূর্বতের গুহামধ্যে কি আছে কে জানে ।  
 বাহির হইতে তত্ত্ব জানিবে কেমনে ॥  
 সেইরূপ জড়জগতের সূক্ষ্মভাব ।  
 কার সাধ্য স্থূলভাবে করে অনুভাব ॥  
 ঈশ্বরের মূর্তি হয় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ।  
 সেই বুঝে যেই জন ত্যজে কৰ্মকাণ্ড ॥  
 জড়ভাব ছাড়ি যবে চৈতন্যময় হবে ।  
 তখন কৃষ্ণের মূর্তি দেখিতে পাইবে ॥  
 সতত কৃষ্ণের ইচ্ছা জড়ে দিলা শক্তি ।  
 সেই দেখিবারে পায় যার আছে ভক্তি ॥  
 জড়ে আর চৈতন্যে গাঁইট নাগানোছে ।  
 সে খুলিতে পারে যার রজস্তম গেছে ॥  
 জড়জগতের ভাব কে পারে বুঝিতে ।  
 কলুর বলদ সম থাকয়ে ঘুরিতে ॥  
 কলুর বলদ অল্প পথে ঘোরে বটে ।  
 কিন্তু সীমা নাহি পায় পড়িয়া সঙ্কটে ॥  
 চক্ষুে ঠুলি এক পথে ঘুরে ঘুরে মরে ।  
 সেইমত জীব ঘোরে সংসার ভিতরে ॥  
 নায়াময় ঠুলি পরি জীব ঘুরে মরে ।  
 এ কারণ সূক্ষ্মতত্ত্ব দেখিতে না পারে ॥  
 পরের বিষয়ে পর রমণী তেমন ।  
 কেমনে করিবে তবে কৃষ্ণের সাধন ॥



নির্বিবকার-তত্ত্ব কৃষ্ণ বেদে ইহা কয় ।  
 সবিকার চিন্তে তাঁরে ধরা নাহি যায় ॥  
 এইরূপে নানাদেশ করি প্রভু ধন্য ।  
 ধাইলা জলেশ্বরে দয়াল চৈতন্য ॥  
 বিল্বেশ্বর নামে শিব আছে জলেশ্বরে ।  
 তাহা দেখি উছলিলা ভকতি অন্তরে ॥  
 একই সম্মাসী থাকে শিবের মন্দিরে ।  
 তাঁহার নিয়ড়ে প্রভু গেলা ধীরে ধীরে ॥  
 শ্যাসীর সম্মুখে গিয়া প্রণাম করিলা ।  
 প্রভুরে হেরিয়া শ্যাসী চমকি উঠিলা ॥  
 শ্যাসী বলে কে তুমি, সামান্য নর নহ ।  
 আমার সম্মুখে কেন প্রণাম করহ ॥  
 আজি কোন পুণ্যফলে করিষু দর্শন ।  
 তোমারে হেরিয়া মোর কাটিল বন্ধন ॥  
 তপস্কার ফল তুমি ওহে দয়াময় ।  
 তোমারে হেরিয়া সব পাপ হইল ক্ষয় ॥  
 এইরূপে শ্যাসিবর প্রভুরে হেরিয়া ।  
 প্রেমে তনু গদ গদ উঠিল কান্দিয়া ॥  
 অমনি আমার প্রভু আকার গোপিতে ।  
 হরি বলি বাহু তুলে লাগিল নাচিতে ॥  
 কৃষ্ণ বলি ঝাঁপ দিয়া কখন দৌড়ায় ।  
 কখন পড়িয়া ভূমে গড়াগড়ি যায় ॥

নাম সঙ্কীৰ্তনে বহু জনতা হইল ।  
 জাগিয়া চৈতন্য মোর রাত্রি কাটাইল ॥  
 পরদিন সুবর্ণরেখার ধারে গিয়া ।  
 পুলকিত রঘুনাথ দাসেরে দেখিয়া ॥  
 অনন্তর হরিহরপুরে মোরা যাই ।  
 সেথা গিয়া হরিনামে মাতিল নিমাই ॥  
 নাচিতে নাচিতে প্রভু অজ্ঞান হইল ।  
 আছাড় খাইয়া তবে ভূতলে পড়িল ॥  
 এইরূপে সেই দিন অতীত হইল ।  
 আনন্দে মাতিয়া প্রভু কান্দিতে লাগিল ॥  
 তার পর দিন মোরা যাই বালেশ্বরে ।  
 গোপালে হেরিয়া জগি আনন্দ অন্তরে ॥  
 পরদিন প্রাতঃকালে নীলগড়ে যাই ।  
 নীলগড়ে গিয়া নামে মাতিল নিমাই ॥  
 নাচিতে নাচিতে ক্রমে অজ্ঞান হইল ।  
 অসংখ্য দর্শকগণ আসি বার দিল ॥  
 গাইতে গাইতে নাম আনন্দ বাড়িল  
 অচেতন হয়ে প্রভু ধরায় পড়িল ॥  
 এইরূপে ভক্তগণ একত্র হইয়া ।  
 পরম আনন্দভোগে উঠিল মাতিয়া ॥  
 পরদিন বৈতরণী নদীতীরে গিয়া ।  
 কৃষ্ণ পার কর বলি উঠিল কান্দিয়া ॥

প্রেমে গদ গদ তনু সর্বদা উদাস ।  
 হরি বলি চলে নাহি দেখে আশ পাশ ॥  
 পরদিন মহানদী পার হয়ে যাই ।  
 পথে গোপীনাথ দেবে দেখিবারে পাই ॥  
 গোপীনাথের মহাপ্রসাদ পাইনু সকলে ।  
 প্রসাদ পাইয়া মনে আনন্দ উছলে ॥  
 অনন্তর সাক্ষী গোপাল দরশন লাগি ।  
 চলিতে লাগিল সবে হয়ে অনুরাগী ॥  
 হরি বলি বাহু তুলি ধাইতে লাগিল ।  
 অশ্রুধারা পড়ি ধরা পঙ্কিল করিল ॥  
 দূর হৈতে সাক্ষী গোপাল দরশন করি ।  
 প্রেমে গদ গদ হোয়ে পড়য়ে বিছারি ॥  
 গোপালে দেখিয়া যেন কি মনে পড়িল ।  
 অমনি বদন চাহি কান্দিতে লাগিল ॥  
 গোপাল গোপাল বলি ডাকে বারে বারে ।  
 কত যে প্রেমের বেগ কে কহিতে পারে ॥  
 তার পরে নিংরাজের মন্দিরে যাইয়া ।  
 কি জানি কি ভাবে প্রভু উঠিল কান্দিয়া ॥  
 নিংরাজ ত্যজি যাই আঠারনালায় ।  
 ধ্বজ দেখি প্রভু মোর পড়িল ধরায় ॥  
 এমন অশ্রুর বেগ দেখি নাই কভু ।  
 পঙ্কিল করিলা ধরা অশ্রুপ্রোতে প্রভু ॥

হা হা প্রভু জগন্নাথ বলিয়া শ্রীহরি ।  
 ভাসাইলা ভূমিতল অশ্রুপাত করি ॥  
 আছাড়ি বিছাড়ি পড়ে উভরায় কাঁদে ।  
 সমুখে যাহারে দেখে বাহুপাশে ছাঁদে ॥  
 ঐ দাখ কৃষ্ণ মোর নাচে গোপালবেশে ।  
 আহা মরি কত শোভা হইয়াছে কেশে ॥  
 প্রভুর মন্দির হেরি কাঁদে উভরায় ।  
 কখন আছাড় খেয়ে পড়িছে ধরায় ॥  
 বেগে গিয়া ধূলা পায় প্রভুর দুয়ারে ।  
 অশ্রুশ্রোতে বিয়ুঃ মূর্ত্তি দেখিতে না পারে ॥  
 আছাড়ি বিছাড়ি চীৎকার বিলুপ্তন ।  
 লক্ষ লোক আসে ভাব করিতে দর্শন ॥  
 বহু কষ্টে প্রেমধারা প্রভু নিবারিয়া ।  
 মহাবিশুঃ হেরি প্রভু উঠিল কান্দিয়া ॥  
 ভক্তগণ চমকিত রোদনের রোলে ।  
 ধেয়ে গিয়া গদাধরে করিলেন কোলে ॥  
 গরুড়ের স্তম্ভ গিয়া আঁকড়ি ধরিল ।  
 কপাল কাটিয়া রক্ত বহিতে লাগিল ॥  
 ইহা দেখি ধ্যানপূরী উত্তরীয় দিয়া ।  
 প্রভুর শোণিতদান দিল মুছাইয়া ॥  
 দর্শন করিয়া গেলা মিশ্রের ভবনে ।  
 শ্রেণীবদ্ধ আসিতে লাগিল ভক্তগণে ॥

এইরূপে কিছুদিন থাকিয়া পুরীতে ।  
 নিত্য নব নব স্তম্ভ লাগিলু ভুঞ্জিতে ॥  
 অবধৌত কৃষ্ণদাস আর হরিদাস ।  
 পরম আনন্দ ভুঞ্জে থাকি প্রভুর পাশ ॥  
 নামের ধ্বনিতে পুরী পূর্ণ আটপর ।  
 গড়াগড়ি দেয় সবে ভূমির উপর ॥  
 কেহ মালা গাঁথে কেহ বর্ষয়ে চন্দন ।  
 কেহ কেহ করয়ে ভোগের আয়োজন ॥  
 ক্রমে সব সান্নোপাক্ষ গিলিল আসিয়া ।  
 হইল পুরীর শোভা বৈকুণ্ঠ জিনিয়া ॥  
 বিপ্র কৃষ্ণদাস আর ভুঁড়ে শ্যামদাস ।  
 দুইজনা রক্ষা করে প্রভুর দুই পাশ ॥  
 কখন আছাড় খায় প্রেমেতে মাতিয়া ।  
 কখন বা সমুদ্রেতে পড়ে কম্প দিয়া ॥  
 প্রেমদাস গোপীদাস মোহান্ত ব্রাহ্মণ ।  
 ভাগবত পাঠে করে অমৃত বর্ষণ ॥  
 রঘুনাথ দাস আর আচার্য্য শেখর ।  
 দামোদর নরহরি আর গদাধর ॥  
 নিত্য নিত্য সবে মিলি যান শ্রীমন্দিরে ।  
 আমার প্রভুরে সবে লয়ে যান ঘিরে ॥  
 মধুর মৃদঙ্গ বাজে কভু করতাল ।  
 নামে মন্ত সদা তার নাহি কালকাল ॥

এইরূপে প্রভু মোর মিশ্রের ভবনে ।  
 আনন্দ করেন সদা ভক্তগণ জনে ॥  
 কানীমিশ্র নিত্য আনে প্রসাদ চুর ।  
 স্নগন্ধে হৃদয় হরে খাইতে মনোহর ।  
 নানাবিধ ভাজাপোড়া কতই কলিহর ।  
 কতই প্রসাদ আর উদরে পূরি ।  
 চানাভাজা চুরমারি মুদগ কলাই ।  
 তিল তিষি গম যব বলিহারি যাই ॥  
 কত শত ফল মূল নারিকেল কোরা ।  
 নিত্য হাতে তুলি দেন নদিয়ার গোর ॥  
 চিনাচুর খুরমার লাড্ডু আর গজা ।  
 আঁধসা পিষ্টক পুলি রসপূর গজা ॥  
 স্বতসিক্ত অন্ন ভূতঘণ্ট নেতেশাক ।  
 এ সব প্রসাদ পেয়ে নাহি সরে বাক ॥  
 অবাক হইয়া নিত্য পেট ভরে খাই ।  
 তখনি উদরসাৎ যখন যা পাই ॥  
 এইরূপে যত দিন যাইতে লাগিল ।  
 ক্রমে সব ভক্তগণ আসিতে লাগিল ॥  
 শঙ্কর ভারতী আর পরানন্দপুরী ।  
 দামোদর স্বামী প্রচুক্ষু ব্রহ্মচারী ॥  
 চিদানন্দগিরি প্রেমানন্দসরস্বতী ।  
 প্রভুর নিকটে নিত্য করে গতাগতি ॥

বহুভক্ত একত্র হইয়া নীলাচলে ।  
 ভজন করেন সবে অতি কুতূহলে ॥  
 এইকালে সার্বভৌম আসি দেখা দিল ।  
 সেই সঙ্গে বহু ভক্ত আসিয়া মিলিল ॥  
 মহাবিশু দেখিয়া প্রভুর হৈলা রতি ।  
 পুনঃ পুনঃ করে প্রভু ভক্তি প্রগতি ॥  
 মুরছিত হৈল প্রভু গোবিন্দ দেখিয়া ।  
 যেন মৃতদেহ তথি রহিল পড়িয়া ॥  
 সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য ছিল। সেই স্থানে ।  
 কোলে তুলি লয়ে গেলা আপন ভবনে ॥  
 কত সেবা করিলেন প্রভুরে লইয়া ।  
 সার্বভৌমের ভক্তিরস পড়ে উছলিয়া ॥  
 অনন্তর সার্বভৌমে ভক্তি করি দান ।  
 দক্ষিণযাত্রার লাগি হৈলা আগুয়ান ॥  
 তিন মাস কাল মোর চৈতন্য গোসাই ।  
 পুরীতে রহিলা সঙ্গে করিয়া নিতাই ॥  
 তার পরে বৈশাখের সপ্তম দিবসে ।  
 দক্ষিণে করিলা যাত্রা ভাসি প্রেমরসে ॥  
 যাত্রার সময়ে নিতাই হইয়া চিস্তিত ।  
 কহিতে লাগিলা বাণী ভক্তিতে বিনীত ॥  
 না যাহ একাকী কহে নিত্যানন্দ রায় ।  
 সঙ্গে সঙ্গে যাই চল মোরা সমুদায় ॥

বড় ব্যস্ত বাইতে প্রাণের গদগদ ।  
 প্রেমানন্দ সরস্বতী ভারতী শঙ্কর ॥  
 এত শুনি প্রভু মোর ঈষৎ হাসিয়া ।  
 বলে মুহি একা যাব সঙ্গী না লইয়া ॥  
 অবধৌত নিত্যানন্দ শুনিয়া বচন ।  
 কহিতে লাগিল করি অশ্রু বরষণ ॥  
 দক্ষিণগাত্রায় তুমি যাবে অতিদূর ।  
 সঙ্গে যাক্ কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণ ঠাকুর ॥  
 পবিত্র হইয়া বিপ্র তাহাই করিবে ।  
 যখন ইহারে যাহা করিতে বলিবে ॥  
 তোমাতে ছাড়িয়া মোরা কেমনে রহিব ।  
 তাই বলি সবে মোরা তব সঙ্গে যাব ॥  
 এত শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিয়া ।  
 বারণ করিলা সবে উপদেশ দিয়া ॥  
 সেই কথা শুনি সবে বলিতে লাগিল ।  
 তব সঙ্গে দাস তব গোবিন্দ চলিল ॥  
 এত শুনি প্রভু মোর কন হাসি হাসি ।  
 গোবিন্দের সঙ্গ আমি বড় ভালবাসি ॥  
 যে যাক্ সে নাহি যাক্ গোবিন্দ যাইবে ।  
 আমার যে কার্য্য তাহা গোবিন্দ করিবে ॥  
 এত বলি শ্রীচৈতন্য লইয়া বিদায় ।  
 চলিলা দক্ষিণ দিকে সব ভক্ত ধায় ॥



ক্রমে ক্রমে আলাল নাথের শ্রীমন্দিরে ।  
 পৌঁছাইলুম মোরা সব অতি ধীরে ধীরে ॥  
 আলাল নাথেরে হেরি ভাব উথলিল ।  
 অশ্রুজলে সে স্থানের মাটি ভিজাইল ॥  
 নাচিতে নাচিতে প্রভু অজ্ঞান হইয়া ।  
 পড়িলেন ভূমিতলে আছাড় খাইয়া ॥  
 পরদিন প্রাতে সবে লইয়া বিদায় ।  
 তিনজনে বাহিরিনু দক্ষিণ যাত্রায় ॥  
 এইকালে সার্বভৌম বলে ধীরে ধীরে ।  
 মিলিবে রায়ের সঙ্গে গোদাবরী তীরে ॥  
 রসজ্ঞ ভক্তের শ্রেষ্ঠ রামানন্দরায় ।  
 কৃষ্ণ নামে সদাসিদ্ধ নয়ন ধারায় ॥  
 বিশুদ্ধ আনন্দভোগ রামরায় করে ।  
 হরি নামে হয় তাঁর আনন্দ অন্তরে ॥  
 ইহা শুনি গোদাবরী তীরেতে ধাইল ।  
 সেই স্থানে রামানন্দ আসিয়া মিলিল ॥  
 নবীন সন্ন্যাসী দেখি ভক্তি উপজিল ।  
 পদ ধরি রামরায় কান্দিতে লাগিল ॥  
 রামানন্দরায় বলে তুমিত ঈশ্বর ।  
 দর্শন পাইনু মুহি বড় ভাগ্যধর ॥  
 প্রভু কহে রায় তুমি কহ কৃষ্ণ কথা ।  
 তোমার সিদ্ধান্তে যাবে হৃদয়ের ব্যথা ॥

রায় বলে প্রভু মুঞি কিছুই না জানি ।  
 তুমি না বলালে মোর নাহি সরে বাণী ॥  
 হৃদয়ে থাকিয়া তুমি সমস্ত পড়াও ।  
 মুকজনে কৃপা করি বাচাল করাও ॥  
 প্রভু কহে কোন তব্ব শুদ্ধ হয় মন ।  
 রায় বলে সেই তব্ব সাধুর মিলন ॥  
 এহতেও সূক্ষ্মতব্ব চাই তব ঠাই ।  
 রায় কহে ত্যাগ বিনু আর তব্ব নাই ॥  
 প্রভু কহে সূক্ষ্ম তব্ব হয় অনুরক্তি ।  
 রায় কহে তাহ'তেও উচ্চ প্রেমভক্তি ॥  
 প্রভু কহে আরো সার কহ মহামতি ।  
 রায় কহে সর্ব সার রাই রসবতী ॥  
 রামরায় আরো সার বলিবারে চায় ।  
 অমনি বদন চাপি ধরে গোরারায় ॥  
 প্রভু কহে দুখে ঘৃত আছে গুপ্ত ভাবে ।  
 সে পাবে আশ্বাদ তার যে জন মথিবে ॥  
 প্রভু কহে রায় আমি কিছুই না জানি ।  
 কহ কহ কৃষ্ণ কথা তব মুখে শুনি ॥  
 বিরক্ত বৈষ্ণব তুমি অহে রাম রায় ।  
 কহ কহ কৃষ্ণ তব্ব জুড়াক হৃদয় ॥  
 শুনিয়া প্রভুর বাণী রামানন্দ রায় ।  
 দৈন্ত্যভাবে দুটি হাত জোড় করি কয় ॥

বার বার কেন ছল জগৎ ঈশ্বর ।  
 কৃপাকরি এদাসেরে কর অনুচর ॥  
 দেশময় ভক্তিরস ছড়াইলে তুমি ।  
 দয়া করি পবিত্র করিলে এই ভূমি ॥  
 অধম জনেরে দয়া কর জগন্নাথ ।  
 হৃদয়ে বৈরাগ্য দিয়া লহ মোরে সাথ ॥  
 এত শুনি রায়ে প্রভু কৈলা আলিঙ্গন ।  
 হাটু ধরি রামরায় করেন ক্রন্দন ॥  
 অশ্রুপারে রামানন্দের ভাসিল হৃদয় ।  
 তাহা হেরি গদ গদ স্বরে প্রভু কয় ॥  
 বৈষ্ণবের চূড়ামণি তুমি রামরায় ।  
 অধোমুখে রামানন্দ রাম রাম কয় ।  
 প্রভু কহে রায় তুলু বড় ভাগ্যবান্ ।  
 তোমার ভক্তির কথা না যায় বাখান ॥  
 রায় বলে মুঞি অতি অধম পামর ।  
 স্পর্শদোষ হইয়াছে তোমার গোচর ॥  
 কৃপাকরি ক্ষমি মোর সেই অপরাধ ।  
 হৃদয়ে বসিয়া করাও ভক্তির আশ্বাদ ॥  
 সে রজনী এইরূপ কথোপকথনে ।  
 কাটাইলা রামানন্দ গোরাচাঁদ সনে ॥  
 পরদিন রায় প্রভুর চরণ ধরিয়া ।  
 চলি গেলো নিজ কার্যে বিদায় লইয়া ॥

প্রভু কহে রামানন্দ এবে আমি যাই ।  
 নীলাচলে গিয়া তুহু থেকো মোর ঠাই ॥  
 তুমি আমি আর ভট্ট থাকি নিরঞ্জে ।  
 আলোচিয়া কৃষ্ণ তব জুড়াব জীবনে ॥  
 এত বলি প্রভু রায়ে দিলেন বিদায় ।  
 প্রণমিয়া রামানন্দ গৃহে চলি যায় ॥  
 প্রভুর সহিত যায় যতেক কহিল ।  
 তাহার শতাংশ এহি গ্রন্থে না রহিল ॥  
 এইরূপে রামানন্দ দশদিন আসি ।  
 আনন্দিত হয় হেরি নদের সন্ন্যাসী ॥  
 দেখি রামানন্দে প্রভু বড় প্রীতি পান ।  
 প্রভুরে দেখিলে রায় হয়েন অজ্ঞান ॥  
 রায়ের নিকট হৈতে লইয়া বিদায় ।  
 ত্রিমন্দ নগরে প্রভু প্রবেশ করয় ॥  
 বহুবৌদ্ধ বাস করে ত্রিমন্দ নগরে ।  
 আসিয়া মিলিল সবে গৌরানন্দরে ॥  
 বৌদ্ধগণ সহ প্রভু বিচার করিল ।  
 ত্রিমন্দের রাজা আসি মধ্যস্থ হইল ॥  
 বৌদ্ধগণ বিচারেতে পরাস্ত মানিল ।  
 পণ্ডিত দর্শক সবে হাসিতে লাগিল ॥  
 সবে বলে এ সন্ন্যাসী মানুষ ত নয় ।  
 যে বিচার কৈল তাহা কহনে না যায় ॥

বৌদ্ধগণের পতি রামগিরি রায় ।  
 প্রণমিয়া বলে পথ দেখাও আমায় ॥  
 তুমি ত মানুষ নহ নবীন সন্ন্যাসী ।  
 থাকিতে তোমার সহ বড় ভালবাসি ॥  
 পায়ণ্ডের শিরোমণি ছিলাম সংসারে ।  
 কৃপাকরি ভক্তিমার্গ দেখাও আমারে ॥  
 হাসিয়া চৈতন্য প্রভু কৃপা করি কয় ।  
 মাথার ঠাকুর তুমি রামগিরি রায় ॥  
 হরি বলি পুলকিত হয় যেই জন ।  
 মাথার ঠাকুর সেই এই ত সাধন ॥  
 শুনিয়া প্রভুর বাণী রামগিরি রায় ।  
 অমনি আছাড় খেয়ে পড়িল ধরায় ॥  
 পড়িয়া চরণ তলে রামগিরি কয় ।  
 নরাদমে কি বলিলে তুমি দয়াময় ॥  
 সর্বজীবে থাকি তুমি দেখিছ সকল ।  
 কৃপা করি রান্নাপায় দেহ মোরে স্থল ॥  
 রামগিরি পায়ণ্ডের ভক্তি উপজিল ।  
 ইহা হেরি প্রভু মোর আনন্দে পূরিল ॥  
 পণ্ডিতের শিরোমণি যত বৌদ্ধগণ ।  
 রামগিরি পথে সবে করিলা গমন ॥  
 নবীন সন্ন্যাসী করে বাদীর নিরাশ ।  
 ইহা হেরি রামানন্দ চাহে চারি পাশ ॥

বিচার করিতে শেষে হয়ে অভিলাষী ।  
 ঢুণ্ডিরামতীর্থ আসে তুঙ্গভদ্রাবাসী ॥  
 অহঙ্কারে সদামন্ত পণ্ডিতাভিমानी ।  
 নাহি বুঝে ভক্তিমার্গ শুদ্ধতর্কে জ্ঞানী ॥  
 বড়ই পণ্ডিত বটে ঢুণ্ডিরাম হয় ।  
 বিচার করিতে কিন্তু পায় বড় ভয় ॥  
 ঢুণ্ডিরাম স্বামী গিয়া করিতে বিচার ।  
 অশ্লফেলি ধরণী লোটায় বার বার ॥  
 প্রভু কহে শুন শুন ঢুণ্ডিরাম স্বামী ।  
 তোমার সহিত তর্কে হারিলাম আমি ॥  
 জয় পত্র লিখে আমি দেই সঙ্কোপনে ।  
 হারিল চৈতন্য এবে তোমার সদনে ॥  
 বাণীর কৃপায় তুমি পণ্ডিত গোঁসাই ।  
 কার সাধ্য তর্ক শাস্ত্রে জিনে তব ঠাই ॥  
 ন্যায় সাংখ্য পাতঞ্জল বেদান্ত দর্শন ।  
 সর্ব শাস্ত্রে অধিকারী তুমি গো সূজন ॥  
 মূরখ সন্ন্যাসী মুহি কিছু নাহি জানি ।  
 বার বার তোমার নিকটে হারি মানি ॥  
 আগেকার ঢুণ্ডি হতে তুমি সুপণ্ডিত ।  
 তোমার পাণ্ডিত্য হয় ভুবনে বিদিত ॥  
 এত বলি ঢুণ্ডিরামে করিলা বিদায় ।  
 যাইতে না চায় ঢুণ্ডি চারিদিকে চায় ॥

ইতি উতি চেয়ে ঢুন্টি প্রভুর চরণে ।  
 লোটাইয়া পড়িলেক অতি শুদ্ধ মনে ॥  
 পাষণ্ড ঢুন্টিরে ভক্তি বিতরণ করি ।  
 পন্থগুহা যাত্রা করে স্মরিয়া শ্রীহরি ॥  
 ঢুন্টিরাম হরিদাস নামে খ্যাত হয় ।  
 কানাকানি পাষণ্ডেরা কত কথা কয় ॥  
 আমারে ডাকিল প্রভু হাসিয়া হাসিয়া ।  
 স্কন্ধেতে লইলু তুলে দুইটি খড়িয়া ॥  
 খড়ম করঙ্গা আদি সম্বল যা ছিল ।  
 লইলু সংগ্রহ করি রায় যাহা দিল ॥  
 অক্ষয় নামেতে বট বহু দূরে ছিল ।  
 সন্ধ্যাকালে সেই স্থানে প্রভু উত্তরিল ॥  
 বটেশ্বর নামে শিব আছেন তথায় ।  
 ভক্তি করি সেই খানে গোরাচাঁদ ধায় ॥  
 ভক্তিসহ বটেশ্বরে প্রভু প্রণমিল ।  
 অনাহারে সেই খানে রজনী যাপিল ॥  
 প্রভাতে যাইলা প্রভু স্নান করিবারে ।  
 ভিক্ষা করিবারে মুহি ফিরি দ্বারে দ্বারে ॥  
 ভিক্ষামাগি আইলাম মধ্যাহ্ন সময়ে ।  
 পাক করি সেবা করে মোর গোরা রায়ে ॥  
 প্রসাদ পাইলু মুহি অমৃত সমান ।  
 হেনকালে আইলা সেথা তীর্থ ধনবান্ ॥

দুইজন বেশা সঙ্গে আইলা দেখিতে ।  
 সন্ন্যাসীর ভারি ভুরি পরীক্ষা করিতে ॥  
 সত্যবাই লক্ষ্মীবাই নামে বেশাদ্বয় ।  
 প্রভুর নিকটে আসি কত কথা কয় ॥  
 ধনীর শিকায় সেই বেশা দুই জন ।  
 প্রভুরে বুঝিতে বহু করে আয়োজন ॥  
 তীর্থরাম মনে মনে নানা কথা বলে ।  
 সন্ন্যাসীর তেজ এবে হরে লব ছলে ॥  
 কত রঙ্গ করে লক্ষ্মী সত্যবালা হাসে ।  
 সত্যবালা হাসি মুখে বসে প্রভু পাশে ॥  
 কাঁচলি খুলিয়া সত্য দেখাইলা স্তন ।  
 সত্যরে করিলা প্রভু মাতৃ সম্বোধন ॥  
 থর থরি কাঁপে সত্য প্রভুর বচনে ।  
 ইহা দেখি লক্ষ্মী বড় ভয় পায় মনে ॥  
 কিছুই বিকার নাহি প্রভুর মনেতে ।  
 ধৈর্যে গিয়া সত্যবালা পড়ে চরণেতে ॥  
 কেন অপরাধী কর আমারে জননি ।  
 এইমাত্র বলি প্রভু পড়িলা ধরনী ॥  
 খসিল জটার ভার ধূলায় ধূসর ।  
 অনুরাগে থর থর কাঁপে কলেবর ॥  
 সব এলো গেলো হলো প্রভুর আমার ।  
 কোথা লক্ষ্মী কোথা সত্য নাহি দেখে আর ॥



নাচিতে লাগিলা প্রভু বলি হরি হরি ।  
 লোমাঞ্চিত কলেবর অশ্রু দর দরি ॥  
 গিয়াছে কোপীন খসি কোথা বহির্বাস ।  
 উলাঙ্গ হইয়া নাচে ঘন বহে শ্বাস ॥  
 আছাড়িয়া পড়ে নাহি মানে কাঁটা খোঁচা ।  
 ছিড়ে গেল কণ্ঠ হ'তে মালিকার গোছা ॥  
 না খাইয়া অস্থিচৰ্ম্ম হইয়াছে সার ।  
 ক্ষীণ অঙ্গে বহিতেছে শোণিতের ধার ॥  
 হরি নামে মত্ত হয়ে নাচে গোরা রায় ।  
 অঙ্গ হতে অদভুত তেজ বাহিরায় ॥  
 ইহা দেখি সেই ধনী মনে চমকিল ।  
 চরণতলেতে পড়ি আশ্রয় লইল ॥  
 চরণে দলেন তারে নাহি বাহুজ্ঞান ।  
 হরি ব'লে বাহুতুলে নাচে আশ্রয়ান্ ॥  
 সত্যরে বাহুতে ছাঁদি বলে বল হরি ।  
 হরি বল প্রাণেশ্বর মুকুন্দ মুরারি ॥  
 কোথা প্রভু কোথায় বা মুকুন্দ মুরারি ।  
 অজ্ঞান হইলা সবে এই ভাব হেরি ॥  
 হরি নামে মত্ত প্রভু নাহি বাহু জ্ঞান ।  
 ঘাড়ি ভেঙ্গে পড়িতেছে আকুল পরাণ ॥  
 মুখে লাল্য অঙ্গে ধূলা নাহিক বসন ।  
 কণ্টকিত কলেবর মুদিত নয়ন ॥

ভাব দেখি যত বোদ্ধ বলে হরি হরি ।  
 শুনিয়া গোরার চক্ষে বহে অশ্রুবারি ॥  
 পিচকিরি সম অশ্রু বহিতে লাগিল ।  
 ইহা দেখি তীর্থরাম কাঁদিয়া উঠিল ॥  
 বড়ই পাষণ্ড মুহি বলে তীর্থরাম ।  
 রূপা করি দেহ মোরে প্রভু হরি নাম ॥  
 তীর্থরাম পাষণ্ডেরে করি আলিঙ্গন ।  
 প্রভু বলে তীর্থরাম তুমি সাধুজন ॥  
 পবিত্র হইনু আমি পরশি তোমারে ।  
 “তুমি ত প্রধান ভক্ত” কহে বারে বারে ॥  
 তীর্থরাম ধনী তবে চরণে পড়িয়া ।  
 আকুল হইল কত কান্দিয়া কান্দিয়া ॥  
 কান্দিতে কান্দিতে যবে ভক্তি উপজিল ।  
 অমনি ধরিয়া হাত প্রভু আলিঙ্গিল ॥  
 প্রভু কহে তৃণসম গণহ বৈভবে ।  
 ভক্তিধন অমূল্য রতন পাবে তবে ॥  
 দূরেতে নিক্ষেপ কর বসন ভূষণ ।  
 ছাড়িয়া অনিত্য ধনে ভজ নিত্য ধন ॥  
 বার বার যাতায়াতে পাইবে যন্ত্রণা ।  
 নিকাম জনের হয় এই ত মন্ত্রণা ॥  
 এই যে সাধের দেহ ঢাকা চর্ম্ম দিয়া ।  
 কিছুদিন পরে ইহা যাইবে পচিয়া ॥

দেহ হতে প্রাণ পাখী উড়ে যাবে যবে ।  
 হয় কীট নয় ভস্ম নয় বিষ্ঠা হবে ॥  
 গৌরবের ধন কিছু নাহি ত্রিভুবনে ।  
 কেবল গৌরব আছে ঈশ্বর ভজনে ॥  
 বিলাস বৈভব সব অনিত্য জানিয়া ।  
 একে একে ফেলে দাও দূরেতে টানিয়া ॥  
 ঈশ্বরে বিশ্বাস ঈশ্বর আনিয়া মিলায় ।  
 আর কিছু প্রমাণ ত কহনে না যায় ॥  
 অসংখ্য জগৎ হয় প্রমাণের ঠাই ।  
 প্রমাণ নাহিক চাহে পণ্ডিত গোঁসাই ॥  
 নাহি প্রয়োজন বহু বাদ বিতণ্ডায় ।  
 কৃষ্ণ আনি সাধকেরে বিশ্বাসে মিলায় ॥  
 বহুশাস্ত্র আলাপান কিবা প্রয়োজন ।  
 বিশ্বাস করিয়া কৃষ্ণ করহ ভজন ॥  
 অর্থের গৌরব যেই করে বার বার ।  
 দিন দিন তার দুঃখ হয় অনিবার ॥  
 সম্ভ্রম লাগিয়া করে গৌরব যে জন ।  
 বল তার দুঃখ কেবা করে নিবারণ ॥  
 এ আমার আমি তার সবে এই কয় ।  
 মুদিলে নয়ন দুটি কেহ কার নয় ॥  
 মিছামিছি আত্মীয়তা করে সব লোক ।  
 ভাঙ্গা পুতুলের আয় মৃতদেহে শোক ॥

পুত্র হয় পিতার আত্মজ সবে জানে ।  
 দুই চিত্ত এক বলি বেদে না বাখানে ॥  
 ছাড়িলে পুত্রের দেহ তাহার জীবন ।  
 তাহে নাহি সিদ্ধ হয় পিতার মরণ ॥  
 জননীর দেহ হতে পুত্র জন্ম লয় ।  
 কিন্তু দুহে এক নহে জানিহ নিশ্চয় ॥  
 কেহ কারু নহে এই প্রমেয়ের ধারা ।  
 না হয় করিতে সিদ্ধ প্রমাণের দ্বারা ।  
 ঈশ্বর প্রমেয় হন তাহার প্রমাণ ।  
 মনুষ্য হৃদয় মাঝে আছে বিদ্যমান ॥  
 দূর হতে দূরে তিনি মূঢ়জনে জানে ।  
 অত্যন্ত নিকটে তেঁহ জ্ঞানী ইহা মানে ॥  
 সার তত্ত্ব কহিলাম বেদের বাখান ।  
 মূর্থলোকে ইহার না রাখয়ে সন্ধান ॥  
 এই সব সত্য তত্ত্ব জানে যেই জন ।  
 পুনঃ পুনঃ সে জনার না হয় মরণ ॥  
 প্রভুমুখে এই সব শুনি তীর্থরাম ।  
 বিষয়ে আসক্তি ছাড়ি করে হরিনাম ॥  
 হরি সংকীৰ্ত্তনে প্রভু মাতিয়া উঠিল ।  
 ক্রমে তার সঙ্গিগণ আসিয়া জুটিল ॥  
 ধনিজন তীর্থরাম পড়িলা বিপাকে ।  
 ইহা বলি পারগুণ্ডা কত কথা তাকে ॥

তীর্থরাম তৃণসম বিষয় ছাড়িয়া ।  
 হরি বলি নাচে দুই বাহু পশারিয়া ॥  
 সর্বদাঙ্গ তিলক ধরে পরণে কোপীন ।  
 ভক্তিতে করিলা তারে ততি দীন হীন ॥  
 এই কথা কাণে শুনি তাহার রমণী ।  
 কাঁদিতে কাঁদিতে ধেয়ে আইলা অমনি ॥  
 তীর্থের চরণ ধরি কাঁদিতে লাগিল ।  
 তীর্থরাম তার কথা কাণে না শুনিল ॥  
 কমল কুমারী নাম বড়ই সুন্দরী ।  
 তার রূপে চারিদিক দিলা আলা করি ॥  
 কমলে বলিলা তীর্থ কর ধরি করে ।  
 বিষয় সম্পত্তি সব দিলাম তোমারে ॥  
 নরক হইতে ত্রাণ পাইয়াছি আমি ।  
 বিষয় বৈভব সব ভোগ কর তুমি ॥  
 এই কথা কাণে শুনি কমলকুমারী ।  
 আছাড় খাইয়া পড়ে পৃথিবী উপরি ॥  
 কমলের মায়াজাল দেখে তীর্থরাম ।  
 ঈষৎ হাসিয়া বলে কর হরি নাম ॥  
 কাঁদিতে কাঁদিতে তবে কমলকুমারী ।  
 ফিরে গেল তীর্থ হলো পথের ভিকারী  
 উদ্ধারিয়া তীর্থরামে গৌরাঙ্গ সুন্দর ।  
 ছাড়িলেন তবে প্রভু সিদ্ধ বটেশ্বর ॥

কত লোক কত বস্ত্র আনি জুটাইল ।  
 কিন্তু এক খণ্ড প্রভু হাতে না ছুইল ॥  
 গোবিন্দ বলিয়া প্রভু ডাকদিয়া শেষে ।  
 চাপড় মারিলা এক মোর পৃষ্ঠ দেশে ॥  
 সাতদিন গৌয়াইনু এই বটেশ্বরে ।  
 নন্দীশ্বর যাই চল দর্শনের তরে ॥  
 এই কথা শুনি কাঁধে লইলাম খড়ি ।  
 চলিলাম প্রভুসনে বটেশ্বর ছাড়ি ॥  
 পথে যেতে যেতে এক বিশাল জঙ্গল ।  
 দেখিয়া আমার মনঃ হইল বিকল ॥  
 দশকোশ ব্যাপিয়া সে জঙ্গল বিথার ।  
 উপজিল ভাবনা কেমনে হব পার ॥  
 অন্তর্গামী প্রভু মোর ঈষৎ হাসিয়া ।  
 আগে চলি গেলা মুহি থাকিনু হঠিয়া ॥  
 প্রভুর পেছনে স্রুড়ি পথ বাহি যাই ।  
 তাঁহার ইচ্ছায় কোন ভয় নাহি পাই ॥  
 তার মধ্যে কত জন্তু বাসা করি আছে ।  
 একটিও দেখা নাহি দিল আগু পাছে ॥  
 জঙ্গল পারিয়া মুন্না নগরের পাশে ।  
 বৃক্ষতলে বসিলেন বিশ্রামের আশে ॥  
 মুন্নাবাসী দুই জন গৃহস্থ আসিয়া ।  
 আটা আনি যোগাইল যতন করিয়া ॥

ভাল মন্দ কোন কথা প্রভু না কহিলা ।  
 ক্রমে তারা দুইজন নিকটে বসিলা ॥  
 নবীন সন্ন্যাসী হেরি তারা দুই জন ।  
 এক দৃষ্টে চেয়ে আছে না পড়ে নয়ন ॥  
 ক্রমে বড় গোলমাল হল সন্ধ্যাকালে ।  
 দেখিতে নগরবাসী আসে পালে পালে ॥  
 আগুনের মত তেজ প্রভু অঙ্গে বহে ।  
 ইহা দেখি স্তব্ধ হয়ে সব লোক রহে ॥  
 ক্রমে ক্রমে আগুয়ান হয়ে মুন্নাবাসী ।  
 একে একে প্রণাম করিল সবে আসি ॥  
 ভক্তিভাবে সব লোক কহিতে লাগিলা ।  
 চলুন নগরমধ্যে ছাড়ি গাছ তলা ॥  
 প্রেমে মত্ত মোর প্রভু নাহি শুনে কথা ।  
 অন্তরেতে হরি বলি কাঁদিছে সর্বদা ॥  
 ক্রমে ক্রমে অন্তরেতে ভাব উপজিল ।  
 অমনি উঠিয়া প্রভু নাচিতে লাগিল ॥  
 আছাড় খাইয়া পড়ে হরি হার বলি ।  
 সেই সঙ্গে গ্রাম্য লোক হোলো কুতূহলী ॥  
 করতালি দিয়া সবে নাচিতে লাগিল ।  
 তাহা হেরি প্রভু মোর কান্দিয়া উঠিল ॥  
 যে পামণ্ড এই ভাব দেখেছে নয়নে ।  
 ভক্তি উছলিয়া তার পড়িয়াছে মনে ॥

এইরূপে অর্দ্রেক রজনী গেলা চলি ।  
 নাচিতেছে সব লোক হরি হরি বলি ॥  
 অবশেষে কুল হতে কুলবধুগণে ।  
 গৌরাঙ্গ দেখিতে আসি মিলে সেই স্থানে ॥  
 দেখিয়া নয়ন মেলি গৌরাঙ্গ স্তম্ভরে ।  
 নারীগণ যাইতে না পারে ফিরে ঘরে ॥  
 মুখ তাকাতাকি করি এ বলে উহারে ।  
 সন্ন্যাসী দেখিয়া প্রাণ আকু বাকু করে ॥  
 এমন স্তম্ভর দিদি কভু দেখি নাই ।  
 ইহাকেই বলে সবে চৈতন্য গোসাই ॥  
 আহা মরি না খাইয়া অস্থি চন্দ্র সার ।  
 এ বয়সে বাঁধিয়াছে কেন জটা ভার ॥  
 এই কথা বলি যত মুন্নাবাসী নারী ।  
 কাঁদিয়া আকুল হোলো চক্ষে বহে বারি ॥  
 এইভাবে রাত্রি গেল নিদ্রা না আসিল ।  
 প্রাতে উঠি প্রভু মোর দক্ষিণে চলিল ॥  
 ঝাঁকি বাঁধি মুন্নাবাসী থাকিতে কহিল ।  
 প্রভু মোর কোন উপরোধ না শুনিল ॥  
 তথাকার একজন অতি দুঃখী নারী ।  
 সেই বৃক্ষতলে কান্দে চক্ষে বহে বারি ॥  
 যবে যাত্রা করে প্রভু যাইবার তরে ।  
 সেই বৃক্ষা কেঁদে অন্ন বস্ত্র ভিক্ষা করে ॥



পহিরণে ছিন্ন বাস পেটে অন্ন নাই ।  
 তারে দেখে দাঁড়াইলা চৈতন্য গৌসাই ॥  
 তার ভাব দেখে প্রভু মনেতে বুঝিয়া ।  
 ইতি উতি ভিক্ষা মাগে দ্বৈবৎ হাসিয়া ॥  
 বলে মোরে ভিক্ষা দেহ মুন্নারাসী ভাই ।  
 অন্ন বস্ত্র ভিক্ষা পেলে তবে চলে যাই ॥  
 মুন্নারাসী নর নারী আনন্দে ভাসিয়া ।  
 রাশি রাশি অন্ন বস্ত্র দিলেক আনিয়া ॥  
 সবে বলে পথের সম্মল তরে চায় ।  
 এ কারণ রাশি রাশি আনিয়া যোগায় ॥  
 সকলে ব্যাকুল বস্ত্র প্রভু হস্তে দিতে ।  
 গগুনগোল দেখি প্রভু লাগিলা হাসিতে ॥  
 সবে বলে বসনের তুল্য মূল্য নাই ।  
 আগে মোর বস্ত্র লবে চৈতন্য গৌসাই ॥  
 প্রভুর মনের ভাব কেহ নাহি জানে ।  
 তাই সবে ব্যস্ত হয়ে অন্ন বস্ত্র আনে ॥  
 প্রভু কহে শুন শুন মুন্নারাসিগণ ।  
 তোমাদের ভিক্ষা আমি করিষু গ্রহণ ॥  
 বৃক্ষতলে এই যে দুঃখিনী বসে আছে ।  
 এই সব অন্ন বস্ত্র দাও ওর কাছে ॥  
 দয়া দেখে লোক সব আশ্চর্য্য হইল ।  
 কেহ বলে বৃদ্ধালাগি ভিক্ষা মাগি নিল ॥

এত বলি প্রভু মোর বহির্বাস পারি ।  
 যাত্রা করিলেন মুখে বলি হরি হরি ॥  
 ইঙ্গিত করিলা প্রভু মোর পানে চাই ।  
 করঙ্গা খড়ম লয়ে পিছে পিছে যাই ॥  
 বহুতর লোক সঙ্গে চলিতে লাগিল ।  
 তাহে প্রভু একবার ফিরে না চাহিল ॥  
 একে একে সব লোক ফিরিয়া চলিল ।  
 রামানন্দ স্বামী তাঁর সঙ্গ না ছাড়িল ॥  
 বড় সদাচার হয় রামানন্দ স্বামী ।  
 গোপনেতে তার তত্ত্ব পুছিলাম আমি ॥  
 রামানন্দ বলে ভাই প্রভুরে দেখিয়া ।  
 আমার কঠিন মন গিয়াছে গলিয়া ॥  
 যদি প্রভু শিষ্য নাহি করেন আমারে ।  
 তখনি ত্যজিব প্রাণ না রব সংসারে ॥  
 তার পর প্রভু মোর বেঙ্কট নগরে ।  
 উপনীত হৈল গিয়া দিবা দ্বিপ্রহরে ॥  
 সেই খানে ছিল এক পণ্ডিত গৌসাই ।  
 বেদান্তে পণ্ডিত বড় তুল্য তার নাই ॥  
 বিচার করিতে চাহে পণ্ডিতপ্রবর ।  
 হারিলাম বলি প্রভু করয়ে উত্তর ॥  
 তথাপি না ছাড়ে স্বামী বিচার করিতে ।  
 বদন বিকাসি প্রভু লাগিলা হাসিতে ॥

অদ্বৈতবাদের কথা স্বামী যত কয় ।  
 দ্বৈতাদ্বৈত বাদ তুলি চৈতন্য বুঝায় ॥  
 অবশেষে ঘোরতর বিচার বাধিল ।  
 ক্রমে ক্রমে দণ্ডিস্বামী হারি মানি নিল ॥  
 রামানন্দ নাম তাঁর বড়ই পণ্ডিত ।  
 হরিনামে রামানন্দ হইলা দীক্ষিত ॥  
 হরিনাম স্তুধা কর্ণে দিলেন ঢালিয়া ।  
 পড়িল স্বামীর মনে ভক্তি উছলিয়া ॥  
 রামানন্দ স্বামী তবে প্রণাম করিয়া ।  
 প্রভুর আজ্ঞায় মঠে গেলেন ফিরিয়া ॥  
 সকল শিষ্যেরে স্বামী হরিনাম দিলা ।  
 ভক্তিরসে মন তাঁর মাতিয়া উঠিলা ॥  
 তিন দিন থাকি প্রভু বেঙ্কট নগরে ।  
 অকপটে হরিনাম দেন ঘরে ঘরে ॥  
 কিবা নর কিবা নারী মাতিল সবাই ।  
 সেই সঙ্গে নাচে মোর চৈতন্য গোসাই ॥  
 মাতিল নগর পল্লী বালক বালিকা ।  
 কত লোক আসে যায় কে করে তালিকা ॥  
 ভক্তি তত্ত্ব উপদেশ দেন সর্ববজনে ।  
 চিরকালে মূঢ় যত লুটায় চরণে ॥  
 পাষণ্ড দেখিলে প্রভু আগে দেন কোল ।  
 কোল দিয়া তারে কন হরি হরি বোল ॥

পন্থভীল নামে তথা এক দম্য ছিল ।  
 এই বাক্য শুনি প্রভু তথায় চলিল ॥  
 সবলোক বলে সাধু না যাহ তথায় ।  
 যদি পন্থভীল বধ করে হে তোমায় ॥  
 পাপাচার পন্থভীল নাহি কোন জ্ঞান ।  
 আপনারে পেয়ে পাছে একে করে আন ॥  
 না শুনিল কারো কথা চৈতন্য গোসাই ।  
 ধাইল বগুলা পানে পন্থভীল ঠাই ॥  
 বগুলা নামেতে বনে পন্থভীল থাকে ।  
 পথিক জনেরে পেলৈ ফেলায় বিপাকে ॥  
 বাধা সাধা নাহি মানি ভয়ঙ্কর বনে ।  
 কোতুক দেখিতে প্রভু চলিল সেখানে ॥  
 করঙ্গ লইয়া আমি পেছু পেছু যাই ।  
 কিছু না বলিল মোরে চৈতন্য গোসাই ॥  
 প্রভুরে পাইয়া পন্থ আতিথ্য করিল ।  
 সেই খানে মহাপ্রভু ত্রিরাত্রি রহিল ॥  
 প্রভু বলে পন্থ তুমি সাধু মহাশয় ।  
 তোমারে দেখিয়া সব পাপ হৈল ক্ষয় ॥  
 গৃহস্থের ন্যায় তুমি নহ গৃহবাসী ।  
 ভূমিত পরম সাধু বিরক্ত সন্ন্যাসী ॥  
 বিষয়ের কীট নহ গৃহস্থের ন্যায় ।  
 যাতেতাতে তুষ্ট দেখি তোমার হৃদয় ॥

পুত্র নাই কন্যা নাই নাহি তব জায়া ।  
 বিষয়েতে মত্ত নহ নাহি কোন মায়া ॥  
 ধন্য পন্থরাজ তুমি সাধু শিরোমণি ।  
 তোমারে দেখিয়া স্তম্ভী হইল পরাণি ॥  
 তৃণ তুলা জ্ঞান করি বিষয় বিভব ।  
 এখনি ত্যজিতে পার যত আছে সব ॥  
 রমণীর সঙ্গে তুমি নাহি কর বাস ।  
 তাই আইলাম এথা মিটাইতে আশ ॥  
 শিষ্যগণে থাক তুমি সদাই বেষ্টিত ।  
 তোমাকে দেখিলে চিত্ত হয় পুলকিত ॥  
 মায়ামোহে বদ্ধ তুমি নহ সদাশয় ।  
 তুমিই সাধুর শ্রেষ্ঠ এই মনে লয় ॥  
 নীরবে শুনিয়া ভীল প্রভুর বচন ।  
 ভক্তিভাবে প্রণাম করিল সেইক্ষণ ॥  
 প্রভুমুখে হরিনাম শুনি বার বার ।  
 উচ্ছলিল তার মনে ভক্তি পারাবার ॥  
 লোটায়ে পড়িল ভীল প্রভুর চরণে ।  
 কোলে করি প্রভু নাম দিলেন শ্রবণে ॥  
 হরিনামে মত্ত হয়ে যত দক্ষাগণ ।  
 সেই বনে করিলেক আনন্দ কানন ॥  
 সেই দিন হ'তে পন্থ পরিল কৌপীন ।  
 হইল সাধুর শ্রেষ্ঠ জ্ঞানেতে প্রবীণ ॥

পাপ কৰ্ম ছাড়ি পন্থ প্রভুর কৃপায় ।  
 হরিনাম করি সদা নাচিয়া বেড়ায় ॥  
 লইতে হরির নাম অশ্রু পড়ে আসি ।  
 আনন্দে মাতিল সেই নবীন সন্ন্যাসী ॥  
 যত দৃষ্ট্য ছিল বনে সকলে মিলিয়া ।  
 হরি হরি ধ্বনি করে কুকৰ্ম ছাড়িয়া ॥  
 সবে মিলি সেই বনে আনন্দে মাতিল ।  
 প্রভু লাগি পাপ কৰ্ম সকলে ছাড়িল ॥  
 পন্থভীলে এইরূপে পবিত্র করিয়া ।  
 চলে মোর ধৰ্ম্মবীর আনন্দে ভাসিয়া ॥  
 অনাহারে শীর্ণ দেহ চলিতে না পারে ।  
 তবু প্রভু হরিনাম দেন ঘরে ঘরে ॥  
 যে দেশের লোক সব করে কাঁই মাই :  
 তথাপি বিলান নাম চৈতন্য গোঁসাই ॥  
 কোন অভিলাষ নাই আমার প্রভুর ।  
 যখন যেখানে যান সামগ্রী প্রচুর ॥  
 যেই জন প্রভুরে দেখয়ে একবার ।  
 চলিয়া যাবার শক্তি না হয় তাহার ॥  
 এমনি প্রভুর শক্তি কি কহিব আর ।  
 ভক্তিসাগরের বাঁধ কাটিল আবার ॥  
 উথলিয়া ভক্তিসিন্ধু ডুবাইল দেশ ।  
 কেহ বা সন্ন্যাসী কেহ হৈলা দরবেশ ॥

বিরক্ত বৈষ্ণব কেহ হৈলা সেইখানে ।  
 আউল বাউল হয়ে নাচিছে প্রাঙ্গণে ॥  
 এইভাবে নামে মত্ত হয়ে প্রভু মোর ।  
 গড়াগড়ি দেন ভূমে হইয়া বিভোর ॥  
 ছড় সম কখন থাকে না বাহু জ্ঞান ।  
 পুলকিত কণ্ঠেবর কদম্ব সমান ॥  
 আপ নির্মাণিত তুমি যেন মৃতদেহ ।  
 এমন আশ্চর্য্য তার না দেখেছে কেহ ॥  
 কাঁটা খোঁচা নাহি যানে পড়ে আড়াড়িয়া ।  
 কি ভাবে কখন মত্ত না পাই ভাবিয়া ॥  
 ত্রিরাত্রি চলিয়া গেল বৃক্ষের তলায় ।  
 অনাহারে উপবাসে কিছু নাহি খায় ॥  
 বসিছে জনয়ে দর্ দর্ অশ্রু ধারা ।  
 শত ডাকে কথা নাই পাগলের পারা ॥  
 কভু গড়াগড়ি দেন উল্লাস হইয়া ।  
 কোলে তুলে লই মুহি যতন করিয়া ॥  
 চতুর্থ দিবসে এক রমণী আসিয়া ।  
 আতিথ্য করিলা তবে আটা চূণা দিয়া ॥  
 তার এক বৃদ্ধনারী দুগ্ধ আনি দিল ।  
 আটা দুধে গুলি প্রভু ভোগ লাগাইল ॥  
 তথা হতে তিনকোশ আছয়ে মন্দির ।  
 গিরীশ্বর নামে লিঙ্গ স্থাপিত বিধির ॥

লোকে বলে বিশ্বকর্মা মন্দির গঠিল ।  
 পিতামহ নিজ হস্তে শিব আরাধিল ॥  
 বড় এক বিল্ববৃক্ষ আছে সেইখানে ।  
 পোয়াপথ জুড়িয়াছে শাখার বিতানে ॥  
 ফল নাহি ধরে বৃক্ষে শুনি এই বাণী ॥  
 হেরিলাম তথা গিয়া আশ্চর্য্য কাহিনী ।  
 মন্দিরের তিন ভিত্ত পর্বতে বেষ্টিত ।  
 দক্ষিণ ভাগেতে বিল্ববৃক্ষ বিরাজিত ॥  
 নিজ হস্তে বিল্বদল তুলি প্রভু মোর ।  
 অঞ্জলি দিলেন শিবে প্রেমেতে বিভোর ॥  
 তার পরে প্রেমে মত্ত হয়ে গোরারায় ।  
 আছাড়িয়া বিছাড়িয়া পড়িলা ধরায় ॥  
 কভু হাসি কভু কান্না পাগলের মত ।  
 দরদরে অশ্রু হৃদে পড়ে অবিরত ॥  
 রোনাঙ্কিত কলেবর যেন জড় প্রায় ।  
 আশ্চর্য্য প্রেমের ভাব कहনে না যায় ॥  
 কোন ইচ্ছা নাই প্রভু মত্ত হরি নামে  
 কাটিল দিনেক দুই সেই শৈবধামে ॥  
 তৃতীয় দিবসে এক জটিল সন্ন্যাসী ।  
 পর্বত শিখর হতে দেখা দিলা আসি ॥  
 মোন ব্রতধারী সেই সন্ন্যাসি-প্রবর ।  
 পূজা করি চলি গেলা পর্বতশিখর ॥



কিছু নাহি অঙ্গে তাঁর একলি সন্ন্যাসী ।  
 তাঁহারে হেরিলে হয় বিষয়ী উদাসী ॥  
 চেতনা পাইলে প্রভু সন্ন্যাসীর কথা ।  
 একে একে কহিলাম সব যথা যথা ॥  
 শুনিয়া সন্ন্যাসীর কথা মোর গোরা রায় ।  
 ধাইল পর্বতপানে দেখিতে তাঁহায় ॥  
 পেছনে পেছনে ধাই আশ্চর্য্য হইয়া ।  
 ক্রমে উপনীত মোরা সেইখানে গিয়া ॥  
 পর্বত উপরে উঠি দেখিবারে পাই ।  
 এক বৃক্ষতলে সেই সন্ন্যাসী গৌসাই ॥  
 বস্ত্র নাই পাত্র নাই কিছু নাহি কাছে ।  
 দাণ্ডাইয়া থাকিলাম চৈতন্যের পাছে ॥  
 ধ্যানে মগ্ন সন্ন্যাসিবর নাহি বাহ্য জ্ঞান ।  
 যে দেখে তাঁহারে সেই হয় পুণ্যবান ॥  
 বিনয় করিয়া কত কহে গোরা রায় ।  
 তবু নাহি সন্ন্যাসীর ধ্যান ভঙ্গ হয় ॥  
 যোড়হাতে প্রভু তবে স্তব আরম্ভিল ।  
 তাহাতে সন্ন্যাসিবর চাহিতে লাগিল ॥  
 প্রভুরে দেখিয়া সেই সন্ন্যাসী ঠাকুর ।  
 হাসিয়া উঠিল মনে আনন্দ প্রচুর ॥  
 কিজানি কিসের লাগি সন্ন্যাসী হাসিল ।  
 ক্রমে প্রভু সন্ন্যাসীর পাশেতে বসিল ॥

মিলিল তথায় দুই বিরক্ত সন্ন্যাসী ।  
 অতিথ্য লাগিয়া ন্যাসী হৈলা অভিলাষী ॥  
 পরটা নামেতে ফল আনি যোগাইল ।  
 তার দুই ফল প্রভু গ্রহণ করিল ॥  
 মোরে দিলা চারি ফল করিতে ভক্ষণ ।  
 প্রসাদ নহিলে মুঞি না করি গ্রহণ ॥  
 এত শুনি প্রভু মোর চৈতন্য গৌসাই ।  
 প্রসাদ করিয়া ফল দিলা মোর ঠাই ॥  
 বড় মিষ্ট সুধাসম পরটার ফল ।  
 ফল খেয়ে চিত্ত মোর হইল চঞ্চল ॥  
 লোভ করি কতবার এ পাপ নয়ন ।  
 প্রভুর ফলের পানে চাহে অন্তর্যন ॥  
 গৌরাজ্ঞ সুন্দর তাহে ঈষৎ হাসিয়া ।  
 নিজ ফল দুটি দিলা আমারে ধরিয়া ॥  
 কেমনে খাইব ফল ত্রাস হয় মনে ।  
 অগনি পড়িল মনে অঞ্জনা-নন্দনে ॥  
 সাত পাঁচ ভাবি মুঞি ফল নাহি খাই ॥  
 হাসিয়া বলিলা তবে চৈতন্য গৌসাই ॥  
 অস্তি নাহি বাধিবে গোবিন্দ তোর গলে ।  
 প্রসাদ পাইতে কিছু না করিছ ছলে ॥  
 ফল খাইবার ইচ্ছা হয়েছে প্রবল ।  
 অতি বাধিবার ভয়ে হইছ বিকল ॥

মনের কথাটী যবে কহিলা গোঁসাই ।  
 অমনি রাখিয়া ফল চরণে লোঠাই ॥  
 প্রভুর আদেশে শেষে থাইতে হইল ।  
 আর দুটা ফল আনি শ্রাসী যোগাইল ॥  
 ভোজনান্তে নিব্বারেতে আঁজলি পাতিয়া ।  
 জলপান করিলাম আনন্দিত হিয়া ॥  
 সুশীতল সুনির্মল নিব্বারের জল ।  
 পান করি সব অঙ্গ হইল শীতল ॥  
 হরিনামে মত্ত প্রভু প্রেম উপজিল ।  
 কদম্বের মত অঙ্গ শিহরি উঠিল ॥  
 প্রেমভরে খুলে গেল জটার বন্ধন ।  
 চরণে চরণ বাধি পড়িল তখন ॥  
 কপাল কাটিয়া গেল পাথরের ঘায় ।  
 রাধিরের ধারা কত পড়িল ধরায় ॥  
 মুখে লাল। বহে কত জল নাসিকায় ।  
 জড়ের সমান পড়ি রহে গোরা রায় ॥  
 ইহা দেখি সন্ন্যাসীর ভক্তি উপজিল ।  
 প্রভুর চরণে পড়ি কঁাদিতে লাগিল ॥  
 পোড়া কাষ্ঠ সম দেহ অঙ্গে নাহি বাস ।  
 খুলিল জটার ভার বহিল নিশ্বাস ॥  
 শ্মশ্রুবহি অশ্রুধারা বহিতে লাগিল ।  
 প্রেমে সেই পোড়া কাষ্ঠ ফুলিয়া উঠিল ॥

চেতনা পাইয়া তবে মোর প্রভুবর ।  
 উঠিয়া বসিল অঙ্গ ধূলায় ধূসর ॥  
 ছটফটি করিতে লাগিলা আসিবর ।  
 প্রভুরে নেহারি বলে তুমি সে ঈশ্বর ॥  
 সন্ন্যাসীর বাক্যে প্রভু কর্ণে দিয়া হাত ।  
 বার বার বলে আসী ছাড় ইহ বাত ॥  
 সন্ন্যাসী কহিলা তুমি কভু নহ নর ।  
 প্রভু কহে আসী তুমি আমার ঈশ্বর ॥  
 আশ্চর্য্য তোমার প্রেম ঈশ্বরের প্রতি ।  
 তোমাকে হেরিলে হয় পাশ্চাত্ত্য স্মৃতি ॥  
 বস্ত্র নাই পাত্র নাই স্পৃহা নাহি ধনে ।  
 কোটি কোটি নমস্কার তোমার চরণে ॥  
 পার্থিব সুখের বশীভূত নহ তুমি ।  
 তোমাকে দেখিলে তুচ্ছ হয় স্বর্গভূমি ॥  
 তার পরে ত্রিপদীনগরে প্রভু যায় ।  
 শ্রীরামের মূর্তি দেখি পড়িলা ধূলায় ॥  
 বহুতর রামাত বৈষ্ণব তথা থাকে ।  
 বিচার করিতে তারা ফেরে কত পাকে ॥  
 মথুরা নামেতে এক রামাত পণ্ডিত ।  
 বড়ই তার্কিক বলি নগরে বিদিত ॥  
 প্রভুর সম্মুখে আসি বিচার মাগয়ে ।  
 জোড়হাতে প্রভু কন জড় সড় হয়ে ॥

মধুরা ঠাকুর মুহি বিচার না জানি ।  
 তোমার নিকটে শতবার হারি মানি ॥  
 শ্রীরামের ভক্ত তুমি বৈষ্ণব গোঁসাই ।  
 তোমাতে ভজিলে কত তত্ত্ব কথা পাই ॥  
 বিরক্ত রামাত হয়ে জিগীষার বশী ।  
 শুক্লবস্ত্রে কেন দাও দুই হাতে মসী ॥  
 বল কিছু তত্ত্ব কথা শুনিয়া শ্রবণে ।  
 পবিত্র হৃদয় লোক তোমার বচনে ॥  
 শুনিতছি তর্কে তুমি বড়ই নিপুণ ।  
 শুদ্বতর্ক করিয়া নাহিক কোন গুণ ॥  
 ঈশ্বরের তত্ত্ব জীবতত্ত্ব মায়াবাদ ।  
 ব্যাখ্যা করি সুধারস করাও আশ্বাদ ॥  
 যেই তত্ত্ব জীবগণ চরিতার্থ হয় ।  
 সেই কথা ব্যাখ্যা করি বল মহাশয় ॥  
 নাহি প্রয়োজন বল বাদ বিতণ্ডায় ।  
 দয়া করি সূক্ষ্মতত্ত্ব বলহ আশ্রয় ॥  
 বলিতে বলিতে প্রভু হরিবোল বলি ।  
 মাতিয়া উঠিল নামে হয়ে কুতূহলী ॥  
 কোথায় বসন কোথা উদ্ভবীয় বাস ।  
 লোমাঙ্কিত কলেবর ঘন বহে শ্বাস ॥  
 আছাড় খাইয়া তবে পড়িল ধরায় ।  
 অচেতন হৈলা প্রভু যেন জড়প্রায় ॥

যতেক রামাতগণ ভাব নিরখিয়া ।  
 নাচিতে লাগিল সবে প্রভুরে বেড়িয়া ॥  
 কেহ বলে এ সন্ন্যাসী মানুষত নয় ।  
 চরণে পড়িয়া কেহ বিলুপ্তি হয় ॥  
 অতঃপর সেই স্থান ছাড়িয়া চলিলা ।  
 পিছে পিছে কতদূর মথুরা ধাইলা ॥  
 হাসিয়া মথুরানাথে করিয়া বিদায় ।  
 পানানরসিংহে প্রভু দেখিবারে ধায় ॥  
 নৃসিংহ দেবের ভোগ লাগে চিনিপানা ।  
 পানানরসিংহ বলি ডাকে সর্বজনা ॥  
 নৃসিংহের স্তব করে প্রভু দয়াময় ।  
 ইহা দেখি লোক সব মানিল বিস্ময় ॥  
 নৃসিংহের অধিকারী মাধবেন্দ্র ভূজা ।  
 নিত্য আসি নরসিংহ দেবে করে পূজা ॥  
 তুলসীর মালা আনি দিলা প্রভুর গলে ।  
 মালা পরি প্রভু মোর হরি হরি বলে ॥  
 পূজারি প্রসাদ কিছু আনিলা করিতে ।  
 কণামাত্র প্রসাদ লইলা প্রভু হাতে ॥  
 হাতে করি প্রসাদের বহু স্তব করে ।  
 প্রসাদ পাইতে দুই চক্ষু অশ্রু ঝরে ॥  
 শকরের পানা মোরে দিলা আনাইয়া ।  
 পিয়ে পিয়ে খাই পানা উদর পূরিয়া ॥

নৃসিংহের পানা হয় অমৃত সমান ।  
 হেরিলে নৃসিংহ দেবে ব্রহ্মপদ জ্ঞান ॥  
 অঁাখি মুদি বলে প্রভু মুখে হরিনাম ।  
 ক্রমে আসি উপনীত বিষ্ণুকাঞ্চীধাম ॥  
 ভবভূতি নামে শেঠী বিষ্ণুকাঞ্চী স্থানে ।  
 লক্ষ্মীনারায়ণ সেবা করয়ে যতনে ॥  
 বড় ভক্ত হয় শেঠী সাধুচুড়ামণি ।  
 লক্ষ্মীনারায়ণগত তাহার পরাণী ॥  
 নিত্য সেবা ভক্তি করে শেঠী মহাশয় ।  
 সেবার লাগিয়া করে বহু অর্থ ব্যয় ॥  
 মন্দির পাথালে নিত্য তাহার রমণী ।  
 সেবার লাগিয়া ব্যস্ত সাধুশিরোমণি ॥  
 নিত্য দুই মণ কীরে পায়সান্ন হয় ।  
 প্রসাদ পাইতে কত উদাসীন যায় ॥  
 লক্ষ্মীনারায়ণ দেখি গৌরাঙ্গ সুন্দর ।  
 প্রণাম করিয়া স্তব করিলা বিস্তর ॥  
 লক্ষ্মীনারায়ণ হতে ছয় ক্রোশ দূরে ।  
 ত্রিকাল ঈশ্বর শিব আছয়ে প্রাস্তরে ॥  
 চারি হস্ত পরিমিত গৌরীপটু তাঁর ।  
 শিব দেখি প্রভুর হইল চমৎকার ॥  
 সেই স্থান হতে পক্ষগিরি দেখা যায় ।  
 তার নিম্নে পক্ষ তীর্থ ভদ্রা নদী বয় ॥

গৌরাঙ্গ সুন্দর সেই স্থানে স্নান করি ।  
 চাম্পি ফল খায় বাহা পাই ভিক্ষা করি ॥  
 বৃক্ষতলে রহিলাম শয়ন করিয়া ।  
 রজনীতে আক্রমিল শার্দূল আসিয়া ॥  
 তর্জন গর্জন দেখি মোর গৌরাচাঁদ ।  
 হাসিয়া পাতিলা প্রভু হরিণাম ফাঁদ ॥  
 হরিশ্রবণ শুনি ব্যাঘ্র লেজ গুটাইয়া ।  
 পিছাইয়া গেল এক বনে লক্ষ দিয়া ॥  
 আশ্চর্য্য প্রভাব মুহি স্বচক্ষে হেরিয়া ।  
 সেই পদরজ মাথে লইলু তুলিরা ॥  
 ভদ্রানবীতার হৈতে পঞ্চক্লেশ দূরে ।  
 কালতীর্থ নামে তীর্থ যেখানে বিহরে ॥  
 বরাহ দেবের মূর্ত্তি আশ্চর্য্য গঠন ।  
 বাহা হেরি মুগ্ধ হয় মুনি ঋষিগণ ॥  
 দর্শন করিয়া প্রভু প্রণাম করিলা ।  
 এক পাণ্ডা প্রভুকণ্ঠে মালা আনি দিলা ॥  
 নিশ্কালা পাইয়া প্রভু পুলকিতমন ।  
 কাঁপিতে লাগিল অঙ্গ বারিলা নয়ন ॥  
 পিটকরি সম অশ্রু বহিতে লাগিলা ।  
 ফুলে ফুলে কান্দি প্রভু আকুল হইলা ॥  
 পঞ্চ ক্লেশ দক্ষিণেতে সন্নিবর্ত্তিত আছে ।  
 যাত্রা করিলেন প্রভু মুহি পাছে পাছে ॥



নন্দা ভদ্রা দুই নদী মিলেছে সেখানে ।  
 স্নান করিলেন গিয়া সেই সন্ধি স্থানে ॥  
 সেই তীর্থস্বামী সদানন্দপুরী হয় ।  
 বড়ই পণ্ডিত তেঁহ হৈল পরিচয় ॥  
 তুলিলা অদ্বৈতবাদ সদানন্দ পুরী ।  
 এক তর্কে পুরীর ভাঙ্গিল ভারিভূরি ॥  
 অবশেষে সদানন্দ আশ্চর্য্য হইয়া ।  
 ভক্তি ভরে প্রভুপদে পোলো লোটাওয়া ॥  
 তাঁরে ভক্তিতত্ত্ব দিয়া সন্ন্যাসী আমার ।  
 চাইপল্লীতীর্থে যান দেখিতে আচার ॥  
 বড় সদাচার হয় সেই তীর্থবাসী ।  
 তপি গিয়া উপনীত শচীর সন্ন্যাসী ॥  
 সিদ্ধেশ্বরী নামে এক ভৈরবী স্তন্দরী ।  
 তেজস্বিনী মহাতপা যেন মহেশ্বরী ॥  
 অস্থিচর্ম্ম অবশিষ্ট হইয়াছে তপে ।  
 বসিয়া আছেন এক বিলম্বল জপে ॥  
 স্থিরভাবে বসি তিনি করিছেন ধ্যান ।  
 তাঁহারে দেখিলে পাপী পায় বহু জ্ঞান ॥  
 শতবর্ষ বয়ঃক্রম হয়েছে তাঁহার ।  
 তথাপি না চিনা যায় হেরিলে আকার ॥  
 শৃগালী ভৈরবী নামে আর এক মূর্ত্তি ।  
 নদীর কূলেতে হয় তাঁহার বসতি ॥

ভক্তি সহকারে করি শৃগালী দর্শন ।  
 কাবেরীর কূলে গেলা শচীর নন্দন ॥  
 স্নান করি কাবেরীতে গৌরাজ্জ কিশোর ।  
 হরিনাম সুধাপানে হইলা বিভোর ॥  
 অপরাহ্নে মোরে বলে ভিক্ষা করিবারে ।  
 ভিক্ষা লাগি যাইলাম নগর মাঝারে ॥  
 খোড়া খোড়া চুণা আটা সংগ্রহ করিয়া ।  
 প্রভুর সম্মুখে আনি দিলাম ধরিয়া ॥  
 রুটি পাকাইয়া প্রভু লাগাইলা ভোগ ।  
 প্রসাদ পাইয়া মোর হোলো উপযোগ ॥  
 আমার দয়াল প্রভু নাগর নগরে ।  
 প্রাতে উঠি চলিলেন কৃষ্ণ প্রেমভরে ॥  
 ধূলা মাখা জটাবাঁধা অন্য কথা নাই ।  
 পথে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি চলিছে নিমাই ॥  
 নাগর নগরে আছে শ্রীরাম লক্ষ্মণ ।  
 সেই থানে গিয়া প্রভু করিলা বন্দন ॥  
 নাগরেতে বহুতর লোক করে বাস ।  
 সেই থানে হরিনাম করিলা প্রকাশ ॥  
 প্রভুর প্রেমের গতি হেরি পুরবাসী ।  
 আবাল বনিতা সবে হইলা উদাসী ॥  
 তিন দিন নৃত্যগীত সেই থানে করে ।  
 এই কথা প্রচারিল নগরে নগরে ॥

দশ ক্রোশ হতে লোক আসিয়া জুটিল ।  
 একে একে সবে প্রভু হরি নাম দিল ॥  
 এমন দয়াল প্রভু কভু দেখি নাই ।  
 ঘরে ঘরে নাম দেয় চৈতন্য গৌসাই ॥  
 এইখানে ছিল এক ছুরাত্মা ব্রাহ্মণ ।  
 প্রভুরে কপট বলি করিল তাড়ন ॥  
 দলবল লয়ে সেই ব্রাহ্মণ ঠাকুর ।  
 দয়াল প্রভুরে বলে দূর দূর দূর ॥  
 ব্রাহ্মণ ঠাকুর বলে অরে জুয়াচোর ।  
 কপট সন্ন্যাসী সেজে করিতেছ জোর ॥  
 গ্রামা লোকে মজাইছ ধর্ম্মশিক্ষা ছলে ।  
 এইদণ্ডে তাড়াইব প্রকাশিয়া বলে ॥  
 প্রভুর সম্মুখে আসি কত গালি দিলা ।  
 তার কটুবাক্য প্রভু হেঁসে উড়াইলা ॥  
 ব্রাহ্মণে ডাকিয়া শেষে চৈতন্য গৌসাই ।  
 বলে মোরে মেরে তুমি হরি বল ভাই ॥  
 আর যত লোক ছিল তাঁর চারি ভিতে ।  
 বিপ্রে'র আচার দেখি ধাইল মারিতে ॥  
 দয়াল চৈতন্যদেব মনে বিচারিয়া ।  
 কহিতে লাগিলা বাণী বিপ্রে সন্মোখিয়া ॥  
 শুন ওহে দয়ানয় ব্রাহ্মণ ঠাকুর ।  
 হরি হরি বল স্তম্ভ পাইবে প্রচুর ॥

অনিত্য দেহেতে আর কোন সুখ নাই ।  
 হরিনামে মজিয়া আনন্দ কর ভাই ॥  
 জড়পিণ্ড এই দেহ মরণসময় ।  
 কেহ নাহি সঙ্গে যাবে এই ত নিশ্চয় ॥  
 ভাই বন্ধু দারা স্নাত কেহ কার নয় ।  
 সব বস্ত্র অলঙ্কার অর্থদাস হয় ॥  
 শৃগাল কুকুরে খাবে অনিত্য শরীর ।  
 পচিয়া গলিয়া যাবে এই কর স্থির ॥  
 হরি বলি বাহু তুলি নাচ মোর সনে ।  
 যাইতে হবে না আর শমন-সদনে ॥  
 দারা বল পুত্র বল বেদিয়ার খেলা ।  
 দিন ছুই তরে করে সংসারেতে মেলা ॥  
 খাবার লাগিয়া ছল করে পরিবার ।  
 ভাব দেখি ভাই তুমি কে হয় তোমার ॥  
 গলে দিয়া প্রেম ফাঁশি নারী জোরে টানে ।  
 সেই টানে বোকা কর্তা মরেন পরাণে ॥  
 মুখেতে মধুর ভাষা অন্তরেতে বিষ ।  
 অর্থ না পাইলে হাতে করে খিশমিশ ॥  
 যেতে নাহি দেয় কদাচন তত্ত্বপথে ।  
 বন্ধনে ফেলিয়া ধ্বংস করে মনোরথে ॥  
 রমণীর প্রেম হয় গরল সমান ।  
 অমৃত বলিয়া তাহা মুখ করে পান ॥

ମୃତ୍ୟୁକାଳେ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ନିକଟେ ଆସିয়া ।  
 ବଳେ ବାବା ମୋର ଡରେ ଗେଲା କି କରିয়া ॥  
 ଏହି ସବ ମନେ କରି ସାଧୁ ବିପ୍ର ଭାହି ।  
 ଭକ୍ତିସହ ହରି ବଳ ଏହି ଭିକ୍ଷା ଚାହି ॥  
 ଆମାରେ ଆଘାତ କର ତାତେ ଦୁଃଖ ନାହି ।  
 ପ୍ରାଣଭୋରେ ହରି ବଳ ଏହି ଭିକ୍ଷା ଚାହି ॥  
 ଭକ୍ତିଭରେ ହରି ବଳ ନାମ ସଞ୍ଜେ ଯାବେ ।  
 ତାହାତେ ଅନନ୍ତକାଳ ନିତ୍ୟ ସୁଖ ପାବେ ॥  
 ଚାରିଦିକେ ଯତ ଲୋଭ ଥିଲ ଦାଣ୍ଡାହିୟା ।  
 ପ୍ରଭୁର କଥାୟ ସବେ ଉଠିଲ ମାତିୟା ॥  
 ହରିବୋଲ ବଳି ସବେ ନାଚିତେ ଲାଗିଲ ।  
 ପାଷଣ୍ଡ ବିପ୍ରେର ଚିନ୍ତ ବିଶୁଦ୍ଧ ହଇଲ ॥  
 ବିପ୍ର ମାତି ହରିନାମେ ପ୍ରଭୁର କୃପାୟ ।  
 ପ୍ରଭୁର ଚରଣତଳେ ପଡ଼ିଲା ଧରାୟ ॥  
 ଏହିରୂପେ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ କୃତାର୍ଥ କରିୟା ।  
 ଚଳିଲା ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ନାଗର ଛାଡ଼ିୟା ॥  
 ଯାତ୍ରା କରିବାର କାଳେ ସନ୍ନ୍ୟାସିପ୍ରବର ।  
 ଈମ୍ବିତ କରିଲା ମୋରେ ଉଠିତେ ସହର ॥  
 ଖଡ଼ମ ଦୁଧାନି ଲହି ମାଥାୟ ବାନ୍ଧିୟା ।  
 ଦୁଇ କାନ୍ଧେ ଲହିଲାମ ଦୁଇଟି ଖଡ଼ିୟା ॥  
 କୁଳବଧୁ ଧାୟ କତ ଦେଖିତେ ପ୍ରଭୁରେ ।  
 ତାଞ୍ଜୋର ନଗରେ ଚଳେ ସାତ କ୍ରୋଶ ଦୂରେ ॥

ধলেশ্বর নামে এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ ।  
 তাঞ্জোরে থাকেন করি কৃষ্ণের সেবন ॥  
 রাধাকৃষ্ণ মূর্তি আছে তাহার মন্দিরে ।  
 সেইখানে মোর গোরা গেলা ধীরে ধীরে ॥  
 ধলেশ্বর ব্রাহ্মণের আজ্ঞানার মাঝে ।  
 প্রকাণ্ড বকুল বৃক্ষ তথায় বিরাজে ॥  
 তথি রহে বহুতর বৈষ্ণব সন্ন্যাসী ।  
 যে স্থান দেখিলে হয় গৃহস্থ উদাসী ॥  
 গোসমাজ শিব রহে তার বাম ভাগে ।  
 শিব দরশন কৈলা প্রভু অমুরাগে ॥  
 তাহার নিয়ড়ে ছিল রম্য সরোবর ।  
 পথ দেখাইয়া দিলা বিপ্র ধলেশ্বর ॥  
 কুস্তকর্ণ-কর্ণরেতে সরোবর হয় ।  
 সরসী দেখিয়া প্রভু মানিলা বিস্ময় ॥  
 চণ্ডালু নামেতে গিরি তাহার নিকটে ।  
 দাঁড়াইয়া আছে যেন লেখা চিত্রপটে ।  
 বহুতর গোফা আছে তার চারি ভিঃ ।  
 অনেক সন্ন্যাসী থাকে তপস্যা করিতে ॥  
 ধ্যান-পরায়ণ কত সন্ন্যাসী গৌসাই ।  
 আছেন মুদিয়া আঁখি অঙ্গে মাখা ছাই ॥  
 সেইখানে ভট্টনামে এক বিপ্রবর ।  
 প্রভুরে লইয়া গেলা আপনার ঘর ॥

কৃষ্ণনাম শুনি বিপ্র পাগল হইল ।  
 দয়াল চৈতন্য কৃপা তাহারে করিল ॥  
 হরিনামে সদা মন্ত ভট্ট মহাশয় ।  
 লইতে কৃষ্ণের নাম অশ্রুপাত হয় ॥  
 তার প্রেমাবেশ দেখি সৌরাস্ত্র সুন্দর ।  
 বলে বিপ্র তুমি হও সাধুর প্রবর ॥  
 তোমারে দেখিলে নাহি রহে যমভয় ।  
 তোমারে দেখিলে মহা পাপ হয় ক্ষয় ॥  
 মাথার ঠাকুর তুমি বিপ্র মহাশয় ।  
 তোমারে দেখিলে শোক তাপ নাহি রয় ॥  
 প্রশংসাবাদেতে বিপ্র অতি লজ্জা পেয়ে ।  
 প্রভুর চরণ তলে পড়ে গিয়া ধেয়ে ॥  
 বলে কেন কর প্রভু এত বিড়ম্বনা ।  
 স্তববাক্যে অধমের বাড়িছে যাতনা ॥  
 নরকের কীট আমি পাপি-শিরোমণি ।  
 উদ্ধারিলা মোরে কৃপা করিয়া আপনি ॥  
 আমাকে যে স্পর্শ করে সে নরকে যায় ।  
 পাপক্ষয় হইল আজি তোমার কৃপায় ॥  
 ব্রাহ্মণের দৈন্য দেখি শচীর নন্দন ।  
 বলে বিপ্র তুমি ধন্য তুমি সাধুজন ॥  
 প্রেমাবেশে নাচে প্রভু ব্রাহ্মণের ঘরে ।  
 তাহা হেরি ব্রাহ্মণের পুলক অন্তরে ॥

প্রধান সন্ন্যাসী এক নাম সুরেশ্বর ।  
 তার মধ্যে হরি সেবা করে নিরন্তর ॥  
 আর ছয় জন হয় তাহার অধীন ।  
 ভজন করেন বনে সবে উদাসীন ॥  
 বড় বড় গাছ চারিদিকে শোভা পায় ।  
 আশ্চর্য্য বনের শোভা कहনে না যায় ॥  
 ক্ষুদ্র এক নদী সেই বনের মাঝারে ।  
 বড় মনোহর বহে কুলু কুলু স্বরে ॥  
 ঝরণার জল সব একত্র মিলিয়া ।  
 নদী হয়ে যায় সেই কানন ভেদিয়া ॥  
 সেই খানে থাকে সবে কোথা নাহি যায় ।  
 গ্রাম্যলোক ভিক্ষা আনি সেখানে যোগায় ॥  
 বড় পুণ্যভূমি হয় সেই রম্য স্থান ॥  
 সেই খানে মহাপ্রভু হৈল আগুয়ান্ ।  
 প্রভুরে দেখিয়া সেই বিরক্ত সন্ন্যাসী ।  
 পুলকে বিভোর হৈল আনন্দেতে ভাসি ॥  
 সেই স্থানে দিন কত থাকি গোরা র র ।  
 আনন্দে মাতিয়া প্রভু হরিগুণ গায় ॥  
 আশ্চর্য্য মানিয়া তবে সুরেশ্বর দাসী ।  
 প্রভুর সহিতে নাচে প্রেমনীরে ভাসি ॥  
 জয়সিংহ ভূপতির রাজ্য সেই খানে ।  
 কর নাহি লন রাজ্য সন্ন্যাসীর স্থানে ॥



বৈকুণ্ঠ ধামের তুল্য সেই স্থান হয় ।  
 প্রবেশিলে সেই স্থানে জুড়ায় হৃদয় ॥  
 সেই বন ছাড়ি তবে শচীর নন্দন ।  
 পদ্মকোট তীর্থে চলে করিতে দর্শন ॥  
 পদ্মকোট দেবী অষ্টভূজা ভগবতী ।  
 সেই খানে প্রভু গিয়া করিলা প্রণতি ॥  
 বহু স্তুতি কৈলা তবে মোর গোরা রায় ।  
 দেখিতে তাঁহারে শত শত লোক ধার ॥  
 সেই খানে বসি প্রভু উপদেশ দিলা ।  
 কত শত লোক তথি আসিয়া জুটিল ॥  
 প্রভু বলে সবে ভাই কর হরিনাম ॥  
 নাম বলে সবে ভাই পাবে নিত্য ধাম ॥  
 বল দেখি জড় দেহে কিবা প্রয়োজন ॥  
 এরিলে শৃগালে কাকে করিবে ভক্ষণ ॥  
 মায়াঙ্গলে পড়িয়াছ তোমরা সকলে ।  
 জাল ছিঁড়ে ফেল ভাই হরিনাম বলে ॥  
 কেবা কন্যা কেবা পুত্র সব মিছে ভাণ ।  
 আমার আমার করি সবে হতজ্ঞান ॥  
 তুমি কার কে তোমার কেবা আত্মপর ।  
 মায়াবিটি খেলিতেছে যেন বাজীকর ॥  
 যারা করে সংসারেতে বিষয়বাসনা ।  
 যাতায়াতে পায় তারা অনেক যাতনা ॥

গভের ভিতরে করে বিষ্ঠা মাঝে বাস ।  
 মল মূত্র খাইয়া পুরায় অভিলাষ ॥  
 জড়দেহে চিৎ বুদ্ধি যাহাদের হয় ।  
 কেমনে উত্তীর্ণ হবে তাহারা নিরয় ॥  
 যারা অবয়বে অবয়বী জ্ঞান করে ।  
 চিরবাস করে তারা নরক ভিতরে ॥  
 সংসার বিষম ফাঁদ না জানিয়া লোক ।  
 সেই ফাঁদে পড়ি সবে পায় বহু শোক ॥  
 আত্মার মরণ নাই মরে পাপ দেহ ।  
 ভ্রমে মায়ামুগ্ধ জীব দেহে করে স্নেহ ॥  
 এই উপদেশে সবে আশ্চর্য্য হইল ।  
 অমৃতভুজা দেবী যেন কাঁপিতে লাগিল ॥  
 চৈতন্য প্রভুর মুখে শুনি হরিশ্রবণি ।  
 চারিদিকে প্রতিধ্বনি হইল অমনি ॥  
 বালক বালিকা যুবা ক্ষেপিয়া উঠিল ।  
 অমৃতভুজা দেবী যেন ঢুলিতে লাগিল ॥  
 পদ্মগন্ধ চারিদিকে লাগিলা বহিতে ।  
 সেই খানে পুষ্পবৃষ্টি হৈলা আচম্বিতে ॥  
 যতেক রমণীজন ফুল দেয় ফেলি ।  
 ভক্তিতরে রমণীরা করে ফুল-কেলি ॥  
 সেইখানে ছিল এক অন্ধ সাধুজন ।  
 ভক্তিতরে ধরিলেক প্রভুর চরণ ॥

প্রভু বলে ছাড় মোরে অহে সাধুবর ।  
 অন্ধ বলে কৃপা কর জগৎ-ঈশ্বর ॥  
 প্রভু বলে এই খানে জগৎ-ঈশ্বরী ।  
 অন্ধ বলে দীন জনে দয়া কর হরি ॥  
 দয়া কর মোরে তুমি প্রভু দয়াময় ।  
 না দেখিয়া তব রূপ কাঁদিছে হৃদয় ॥  
 আমি অন্ধ দুরাচার দেখিতে না পাই ।  
 দেখাও আমারে রূপ চৈতন্য গোঁসাই ॥  
 প্রভু বলে চক্ষু চক্ষু নাহিক তোমার ।  
 জ্ঞান চক্ষু দেখ তুমি অন্তর সবার ॥  
 অস্ত্র লোক চক্ষু দিয়া করে দরশন ।  
 জ্ঞানবান্ দেখে সব মুদিয়া নয়ন ॥  
 সেই জ্ঞানবান্ তুমি অন্ধ মহাশয় ।  
 অন্তরে দেখিছ সব মোর জ্ঞান হয় ॥  
 অন্ধ বলে কেন ছল করুণানিধান ।  
 অন্ধ বলি দয়া কর তুমি ভগবান্ ॥  
 বহুকাল আছি আমি মন্দিরে পড়িয়া ।  
 স্বপ্নে ভগবতী মোরে দিয়েছে বুঝিয়া ॥  
 তুমি সেই ভগবান্ অগতির গতি ।  
 বলিলা একথা মোরে স্বপ্নে ভগবতী ॥  
 দয়াময় তোমারে জানিব তবে আমি ।  
 দেখাও যত্নপি রূপ আঁধালারে তুমি ॥

পর্বত উপাড় পিপীড়ার পদ দিয়া ।  
 পদু লজ্জে হিমালয় তোমারে স্মরিয়া ॥  
 অগস্ত্য শোধিলা সিন্ধু তোমার কৃপায় ।  
 বিষপানে প্রহ্লাদের মৃত্যু নাহি হয় ॥  
 বস্ত্র রূপে দ্রোপদীর রাখিলে সম্মান ॥  
 অন্ধ বিজ্ঞমঙ্গলের চক্ষু দিলা দান ॥  
 অন্ধের শুনিয়া বাণী চৈতন্য গোঁসাই ।  
 বলে অপরাধী মোরে কেন কর ভাই ॥  
 সকল হৃদয়ে হরি করেন বসতি ।  
 জিজ্ঞাসিয়া দেখহ বলিবে ভগবতী ॥  
 উচ্চারিলে যে কথা শুনিতে তাহা নাই ।  
 মিছে কেন অপরাধী কর মোরে ভাই ॥  
 সামান্য মনুষ্য আমি অধম পামর ।  
 ভ্রান্তি-কূপে পড়িয়াছে তোমার অন্তর ॥  
 অন্ধ বলে কথায় অধিক কাজ নাই ।  
 দেখাও তোমার রূপ এই ভিক্ষা চাই ॥  
 কান্দিয়া আকুল অন্ধ প্রভুর লাগিয়া ।  
 অন্ধের নিয়ড়ে প্রভু গেলেন চলিয়া ॥  
 অন্ধের ভকতি দেখি গৌরাঙ্গ সুন্দর ।  
 ধীরে ধীরে প্রভু তার ধরিলেন কর ॥  
 বাহু পশারিয়া গোরা অন্ধে আলিঙ্গিল ।  
 প্রভুর পবশে অন্ধ শিহরি উঠিল ॥

বিদ্বাতের স্থায় শীঘ্র নয়ন মেলিয়া ।  
 ক্তার্থ হইল অন্ধ প্রভুরে দেখিয়া ॥  
 যেই দণ্ডে হেরিলেক মোর ধর্মবীর ।  
 অমনি পড়িয়া অন্ধ ত্যজিল শরীর ॥  
 হরিবোল বলি প্রভু অন্ধকে বেড়িয়া ।  
 নাচিতে লাগিল প্রেমে উন্মত্ত হইয়া ॥  
 অন্ধের সমাধি সেই আজ্ঞিনাতে দিয়া ।  
 চলিলা গৌরাজ পদ্মকোট তেয়াগিয়া ॥  
 পদ্মকোট ছাড়ি প্রভু ত্রিপাত্র নগরে ।  
 গিয়া চণ্ডেশ্বর শিব দরশন করে ॥  
 করিলে ববোম্ শব্দ তাঁহার মন্দিরে ।  
 প্রতিপন্নি করি শব্দ দণ্ড কাল ফিরে ॥  
 প্রকাণ্ড এক বিল্ববৃক্ষ আছে সে অঙ্গনে ।  
 সিদ্ধ বিল্ববৃক্ষ তারে বলে সর্ববজনে ॥  
 সেস্থানে অনেক শৈব করেন বসতি ।  
 সুপণ্ডিত ভগদেব সেই দলপতি ॥  
 বড়ই পণ্ডিত ভগদেব দর্শনেতে ।  
 করেন হরের পূজা নিত্য আনন্দেতে ॥  
 সেই খানে মোর প্রভু শচীর নন্দন ।  
 ভক্তিভরে স্তব করে মুদিয়া নয়ন ॥  
 বৃদ্ধ ভগদেব শচীতনয়ে দেখিয়া ।  
 সব উদাসীন জনে বলে ডাক দিয়া ॥

শুনেছ সকলে এক আশ্চর্য্য সন্ন্যাসী ।  
 এই দেশে ঘুরিতেছে তীর্থ অভিলাষী ॥  
 অদ্ভুত মহিমা তাঁর সর্বলোকে কর ।  
 এই ত সন্ন্যাসী সেই শচীর তনয় ॥  
 সর্বদা শাস্ত্রবী মুদ্রা নয়ন মাঝারে ।  
 না রহিল পাপী তাপী হেরিয়া ইহারে ॥  
 হরিনাম সুধাদানে দেশ ভাসাইল ।  
 আবালবনিতাবৃন্দে নামে মাতাইল ॥  
 শুনেছি পাষণ্ডগণে হরিনাম দিয়া ।  
 উদ্ধারিতে আসিয়াছে স্বদেশ ছাড়িয়া ॥  
 এই সেই নবীন সন্ন্যাসী দেখ ভাই ।  
 ইহাকেই বলে সবে চৈতন্য গোসাই ॥  
 যেমন শুনেছি আজি দেখিলাম তাই ।  
 আহা মরি কিবা রূপ কভু দেখি নাই ॥  
 মানুষ না হয় এই সন্ন্যাসিপ্রবর ।  
 ইহারে দেখিয়া কেন গলিল অস্তর ॥  
 ঈশ্বরের অবতার হয় এই জন ।  
 প্রণাম করহ সবে ধরিয়া চরণ ॥  
 এই কথা বলি ভগ্ন প্রণাম করিল ।  
 দশনে রসনা কাটি প্রভু পিছাইল ॥  
 প্রভু বলে ছি ছি ভগ্ন কি বলিলে তুমি ।  
 নদীয়ানগরে হয় মোর জন্মভূমি ॥

সামান্য মানুষ আমি এইত নিশ্চয় ।  
 অবতার বলি কেন কর মিছে ভয় ॥  
 ঈশ্বরের অবতার বলি বারে বারে ।  
 অপরাধী কর কেন তোমরা আমারে ॥  
 তীর্থ করিবারে আসিয়াছি তব ঠাই ।  
 হরি বলি বাহু তুলে নাচ সবে ভাই ॥  
 অবতার বলি কেন কর গণ্ডগোল ।  
 এস সবে মিলে বলি হরি হরি বোল ॥  
 ঈশ্বরের অবতার না বলিও কভু ।  
 সাক্ষাৎ শঙ্কর তুমি জগতের প্রভু ॥  
 প্রতি নমস্কার করে প্রভু করপুটে ।  
 ত্রাস পেয়ে ভগদেব চমকিয়া উঠে ॥  
 চরণতলেতে ভর্গ গড়াগড়ি যায় ।  
 ধূলায় ধূসর অঙ্গ পড়িয়া ধরায় ॥  
 ভর্গ বলে শুন শুন চৈতন্য গোসাই ।  
 বুদ্ধ বলি কৃপা কর এই ভিক্ষা চাই ॥  
 ভজন সাধন মুহি কিছু নাহি জানি ।  
 বিরক্ত সন্ন্যাসী বলি সদা অভিমানী ॥  
 তার কাছে গিয়া প্রভু কর ভারিভুরি ।  
 যে জন না বুঝিয়াছে লীলার চাতুরী ॥  
 যে তোমারে না চিনেছে তার কাছে গিয়া ।  
 রাখহ কৌশলে নিজ রূপ লুকাইয়া ॥

বুদ্ধ বলি চক্ষু দোষে দৃষ্টি মোর ঘোর ।  
 সেই লাগি দেখিতেছি শ্যামল কিশোর ॥  
 সোণার মতন বর্ণ তব লোকে বলে ।  
 অভাগা হেরিছে কাল অদৃষ্টির ফলে ॥  
 একবার দয়া করি চৈতন্য গোসাই ।  
 দেখাও যত্নপি রূপ দেখিবারে পাই ॥  
 কৃপা করি দেহ প্রভু মোরে চক্ষুদান ।  
 দয়া করি কর তুমি মোরে ভাগ্যবান ॥  
 কৃপা করি দেখা যদি দিলে অধমেরে ।  
 চরণ তুলিয়া দেহ মাথার উপরে ॥  
 বৃদ্ধের বচন শুনি শর্টার কুমার ।  
 বলে কেন অপরাধী কর বার বার ॥  
 এথায় এলেম সাধুদরশন লাগি ।  
 আছুক পুণ্যের কথা কলুষের ভাগী ॥  
 এই বাক্য শুনি ভগ্ন করি বোড় পাণি ।  
 এথা ভিক্ষা কর আজি এই মোর বাণী ॥  
 ত্রিপাত নগরে প্রভু সপ্তাহ রহিল ।  
 বহুতর লোক তথা আসিয়া জুটিল ॥  
 সাত দিন করে প্রভু হরিসঙ্কীৰ্ত্তন ।  
 হরিনামে মাতিয়া উঠিল সর্বজন ॥  
 সেই স্থানে বহু লোক বৈষ্ণব হইল ।  
 বঁধে সবে তুলসীর মালা ঢুলাইল ॥



আমার প্রভুর কথা কি কহিব আর ।  
 আশ্চর্য্য প্রভাব তাঁর বিচিত্র আকার ॥  
 দিনান্তে সামান্য ভোজ্য খায় গোরারায় ।  
 না খাইয়া দেহ তাঁর ক্ষীণ যত্নি প্রায় ॥  
 অস্থিচর্ম্ম অবশিষ্ট হইয়াছে তাঁর ।  
 তথাপি দেহের জ্যোতিঃ অগ্নির আকার ॥  
 মোহিত হয়েছে সবে অঙ্গের শোভায় ।  
 বিনা যত্নে পদ্মগন্ধ সদাকাল গায় ॥  
 ঘেজন তাঁহার প্রতি আঁখি মেলি চায় ।  
 তেজের প্রভাবে চক্ষু কল্‌সিয়া যায় ॥  
 সাত দিন পরে ভর্গে কৃপা বিতরিয়া ।  
 চলিল সন্ন্যাসী মোর ত্রিপাত্র ছাড়িয়া ॥  
 সহচর হয়ে ভর্গ পেছু পেছু ধায় ।  
 হাত ধরি ভর্গদেবে করিলা বিদায় ॥  
 লক্ষ লক্ষ লোক আসে প্রভুকে দেখিতে ।  
 কাতর না হন প্রভু কৃষ্ণনাম দিতে ॥  
 হরিনাম বিনা কেহ নাহি কহে আন ।  
 বহু কৃষ্ণতন্তু দেখি সকলে অজ্ঞান ॥  
 ক্লেপা হরিবোলা বলে প্রভুরে সকলে ।  
 ক্লেপাইতে কতলোক হরিবোল বলে ॥  
 হরি বুলি কতলোক পেছু পেছু ধায় ।  
 নাম শুনি প্রভু মোর ধূলা মাখে গায় ॥

হরিনামে গোরাচাঁদ উন্নত হইয়া ।  
 গড়াগড়ি দেন কভু ধূলায় পড়িয়া ॥  
 যবে প্রভু ভগদেবে বিদায় করিলা ।  
 সেই কালে বহুশিশু সে স্থানে আইলা ॥  
 কেহ বলে ওরে ভাই সেই ক্ষেপা যায় ।  
 হরি হরি বলি সবে ক্ষেপাও ইহায় ॥  
 আরস্তিল ক্ষেপাইতে যত শিশুগণ ।  
 সেই সঙ্গে নাচে প্রভু শচীর নন্দন ॥  
 কখন হাসেন কভু করেন ক্রন্দন ।  
 আছাড় খাইয়া কভু ধরায় পতন ॥  
 ক্রমে সব লোকজন কোথা গেল চলি ।  
 পথ মধ্যে পড়িল প্রকাণ্ড বনস্থলী ॥  
 নায় তার ঝারিবন পঞ্চাশ যোজন ।  
 তার মধ্যে প্রবেশিল শচীর নন্দন ॥  
 ভয় নাহি মনে স্ফুড়ি পথে চলে যাই ।  
 আগে আগে চলে মোর চৈতন্য গৌসাই ॥  
 বৃক্ষতলে থাকি সেথা নাহি লোকজন ।  
 বৃক্ষফল খেয়ে করি ক্ষুধা নিবারণ ॥  
 কত যে আশ্চর্য্য ফল কহিব কেমনে ।  
 অমৃত নিছিয়া খাই সে ফল যতনে ॥  
 তিন দিন পরে এক সন্ন্যাসীর দল ।  
 পাইয়া বাড়িল বড় মোর কুতূহল ॥

সেই সঙ্গে মিলি মোরা যাই ধীরে ধীরে ।  
 একপক্ষ পরে আসি বনের বাহিরে ॥  
 বনের বাহিরে হয় শুদ্ধ রঙ্গধাম ।  
 সেই স্থানে গিয়া প্রভু দেন হরিনাম ॥  
 রঙ্গধামে নরসিংহ দেবের মূরতি ।  
 হেরিলে পাষণ্ডচিত্তে উপজে ভকতি ॥  
 প্রহ্লাদ অঞ্জলি বান্ধি সম্মুখে তাঁহার ।  
 করিছেন প্রভু দৈত্যরাজের সংহার ॥  
 এমন মূরতি আমি কভু দেখি নাই ।  
 পাগল হইল হেরি চৈতন্য গোঁসাই ॥  
 কভু পড়ে কভু উঠে শচীর নন্দন ।  
 কভু ধ্যানে মগ্ন প্রভু মুদিয়া নয়ন ॥  
 নৃসিংহ দেখিয়া প্রেমসাগর উথলে ।  
 আছাড় খাইয়া কভু পড়ে ভূমিতলে ॥  
 কখন পাগল প্রভু এলোমেলো বকে ।  
 মুখদিয়া ফেনা উঠে ঝলকে ঝলকে ॥  
 কভু ঘন্থজলে উত্তরীয় ভিজি যায় ।  
 কাঁপিয়া কাঁপিয়া কভু পতিত ধরায় ॥  
 কোথাকার পাগল এসেছে কেহ বলে ।  
 কেহ পড়ে আসিয়া প্রভুর পদতলে ॥  
 সুধিষ্ঠির নামে এক সাধক ব্রাহ্মণ ।  
 বৈষ্ণবের চূড়ামণি সাধু আচরণ ॥

বিপ্র করে এই ক্ষেত্রে বন্দন পূজন ।  
 নিত্য গীতা পড়ি করে অশ্রু বিমোচন ॥  
 মূর্থ বিপ্র গীতা পড়ে সবে উপহাসে ।  
 গ্রাহ নাহি করে বিপ্র তাই ভালবাসে ॥  
 কার কথা নাহি মানে গীতা অধ্যয়নে ।  
 হৃদয় নিবেশ করি পড়ে নিরঞ্জে ॥  
 যতক্ষণ পড়ে গীতা কান্দয়ে ব্রাহ্মণ ।  
 অশ্রু দেখি প্রভুর গলিয়া গেল মন ॥  
 প্রভু বলে কেন কাঁদ ব্রাহ্মণ ঠাকুর ।  
 বিপ্র বলে গীতা পড়ি আনন্দ প্রচুর ॥  
 অর্জুনের রথে কৃষ্ণ দেখিবারে পাই ।  
 সেই লোভে গীতা পড়ি সন্ন্যাসি-গৌসাই ॥  
 প্রভু বলে কৃষ্ণে তুমি পাও দরশন ।  
 তবে মোরে দয়া করি দেহ আলিঙ্গন ॥  
 তোমার সমান সাধু কভু দেখি নাই ।  
 তোমাতে ভজিলে কৃষ্ণ দেখিবারে পাই ॥  
 ব্রাহ্মণ প্রভুর প্রতি একদৃষ্টে চায় ।  
 প্রভুর চরণতলে লোটাইলা কায় ॥  
 প্রভু কহে শুন শুন বিপ্র মহাশয় ।  
 এই কথা নাহি কবে মথায় তথায় ॥  
 বড় ভাগ্যবান তুমি সাধুশিরোমণি ।  
 নিত্য দেখা দেন কৃষ্ণ তোমাতে আপনি ॥

বিপ্র বলে তুমি কৃষ্ণ কৃতার্থ করিলা ।  
 এত বলি পদযুগ সাপটি ধরিলা ॥  
 বিদায় হইতে প্রভু ব্রাহ্মণে বলিলা ।  
 সব ছাড়ি প্রভু সঙ্গে ব্রাহ্মণ ধাইলা ॥  
 ব্রাহ্মণে বিদায় করি শচীর নন্দন ।  
 ঋষভ পর্বতে তবে করিলা গমন ॥  
 ঋষভ পর্বতে থাকে পরানন্দ পুরী ।  
 তাহারে দেখিতে প্রভু হৈল আগ্রাসারী ॥  
 পুরীসহ কৃষ্ণকথা বহুত করিলা ।  
 অতঃপর রামনাথ নগরে আইলা ॥  
 রামনাথ নগরেতে রামের চরণ ।  
 হেরিয়া করিলা প্রভু অশ্রু বরষণ ॥  
 পুলকে পূরিল দেহ কাঁপিতে লাগিল ।  
 অজ্ঞান হইয়া প্রভু ভূমিতে পড়িল ॥  
 পাদপদ্ম পরশিয়া মোর দয়াময় ।  
 শিহরি শিহরি উঠে ঘনশ্বাস বয় ॥  
 পাদপদ্ম নিরখিয়া শচীর নন্দন ।  
 আর আর তীর্থে চলে করিতে দর্শন ॥  
 রামেশ্বর তীর্থে গিয়া তথি স্নান করি ।  
 শিব দরশন করে মোর গৌরহরি ॥  
 রামেশ্বর নামে শিব আশ্চর্য্য গঠন ।  
 শিব দেখি মহাপ্রভু করিলা বন্দন ॥

বহুতর সাধু সেথা থাকে সর্বক্ষণ ।  
 একে একে সব সাধু আইলা তখন ॥  
 প্রভুরে দেখিয়া এক পণ্ডিত উদাসী ।  
 বিচার করিতে বড় হৈলা অভিলাষী ॥  
 প্রভু বলে বিচার না করিবারে চাই ।  
 হইলাম বিচারে পরাস্ত তব চাই ॥  
 আশ্চর্য্য বিনয় তাঁর হেরিয়া নয়নে ।  
 অজ্ঞান হইয়া ন্যাসী ভাবে মনে মনে ॥  
 প্রভু বলে কি ভাবিছ সন্ন্যাসি-ঠাকুর ।  
 আতাল পাতাল কথা সব কর দূর ॥  
 আতাল পাতাল দূর করি ভক্তি ভরে ।  
 কৃষ্ণগুণ গাও ভাই বিশুদ্ধ অন্তরে ॥  
 ভজ কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ লহ কৃষ্ণ নাম ।  
 করিয়া কৃষ্ণের নাম যাও নিত্য ধাম ॥  
 কৃষ্ণ বিনা গতি নাই এই ত মন্ত্রণা ।  
 বারংবার যাজয়াতে পাইবে বদ্বণা ॥  
 অহঙ্কারে কিবা কাজ ওহে সাধু জন ।  
 বিচারে পণ্ডিত হয়ে কিবা প্রয়োজন ॥  
 নরকেতে ঘর বান্ধে পাপাত্মা পণ্ডিত ।  
 এই কথা সব বলে শাস্ত্রের লিখিত ॥  
 বহু শাস্ত্র জানিয়া যে হয় কামাচার ।  
 কি করিবে সেই মূর্থ করিয়া বিচার ॥

অর্থ লাগি প্রবঞ্চনা করে যেই জন ।  
 নাহি বুঝে সে পাষণ্ড শাস্ত্রের বচন ॥  
 কামিনী কণক লাগি যার ব্যস্ত মন ।  
 বিড়ম্বনা হয় তার বেদ অধ্যয়ন ॥  
 মৎসর যাহার চিন্তে সদা খেলা করে ।  
 পিতৃপতি নিজ হস্তে তার দণ্ড করে ॥  
 হরিনামে গলে যায় যাহার হৃদয় ।  
 সেই ত পণ্ডিত বড় আমার নিশ্চয় ॥  
 হরিনাম করিতে আনন্দধারা বহে ।  
 যাহার নয়নে তারে সুপণ্ডিত কহে ॥  
 পড়িয়া শুনিয়া যার কৃষ্ণে নাই রুচি ।  
 সেই মূর্থ হয় ভাই সর্বদা অশুচি ॥  
 শুনিয়া প্রভুর মুখে এতেক বচন ।  
 নিঃশব্দ হইয়া যোগী রহে কতক্ষণ ॥  
 বিরক্ত সন্ন্যাসী সব প্রভুরে বেড়িয়া ।  
 শুনিতে লাগিল বাণী অজ্ঞান হইয়া ॥  
 অবশেষে গোরাচাঁদ দুই বাহু তুলি ।  
 হরিনামে মগ্ন হয়ে পড়িলেন ঢুলি ॥  
 পড়িলা চৈতন্য প্রভু আছাড় খাইয়া ।  
 পাথরের ঘায় গেল খুঁতনি কাটিয়া ॥  
 দর দর রক্তধারা পড়িতে লাগিল ।  
 যতনে পণ্ডিতবর তাহা মুছাইল ॥

তিন দিন সেতুবন্ধে করিয়া কীর্তন ।  
 বামে চলে মাধ্বীবন করিতে দর্শন ॥  
 মাধ্বীবনে থাকে এক মৌন ব্রতধারী ।  
 তাঁহারে দেখিতে যায় আমার ভিখারী ॥  
 আশ্চর্য্য রূপের ছটা সন্ন্যাসীর হয় ।  
 শ্বেতশ্মশ্রু ঢাকিয়াছে তাঁহার হৃদয় ॥  
 বড় বড় নখ পড়িয়াছে উলটিয়া ।  
 বসিয়া আছেন মৌনে উল্লাস হইয়া ॥  
 বস্ত্র দণ্ডকমণ্ডলু কিছু কাছে নাই ।  
 স্থির ভাবে হেরিলেন চৈতন্য গৌসাই ॥  
 অতি শান্তভাব তাঁর মুদ্রিত নয়ন ।  
 বৃক্ষ তল গৃহ হয়, আকাশ বসন ॥  
 কোন বাঞ্ছা নাই তাঁর মগ্ন তপস্যায় ।  
 জোড় হস্তে প্রভু মোর সম্মুখে দাঁড়ায় ॥  
 অনেক বিনয় স্তুতি চৈতন্য করিল ।  
 তথাপি সন্ন্যাসিবর ফিরে না চাহিল ॥  
 তিন দিন পরে ভিক্ষা আনি ফল মূল ।  
 যোগাইয়া যান যত উদাসীনকুল ॥  
 তিন দিন পরে সেই যোগিমহাজন ।  
 করেন আহার করি জীবন ধারণ ॥  
 ধ্যান ভাঙ্গি যোগিবর ফিরে তাকাইলা ।  
 সেই কালে প্রভু কথা কহিতে লাগিলা ॥



কিছু নাহি বুঝে যোগী প্রভুর বচন ।  
 সংস্কৃত ভাষায় তবে করে আলাপন ॥  
 স্থিরভাবে শুনি বাণী যোগিমহাশয় ।  
 প্রভুর সহিতে দুই চারি কথা কয় ॥  
 দুই চারি কথা কহি যোগিমহাজন ।  
 চাম্বনি শিঙড়ি বলি হাসিলা তখন ॥  
 চাম্বনি শিঙড়ি বলি অতি শুদ্ধ মনে ।  
 হাসিয়া প্রণাম করে প্রভুর চরণে ॥  
 প্রতি নমস্কার করি মোর গোরারায় ।  
 আনন্দে ভাসিয়া তবে কৃষ্ণ গায় ॥  
 প্রণাম করিতে দেখি সেই যোগিবরে ।  
 সকল সন্ন্যাসী তবে প্রভুপদ ধরে ॥  
 সেই খানে ইচ্ছা গোষ্ঠী করি গোরারায় ।  
 তথা হতে সাত দিন পরে বাহিরায় ॥  
 তত্ত্বকুণ্ডী নামে তীর্থ আছে সেই স্থানে ।  
 স্নান করিবারে প্রভু চলিলা সেখানে ॥  
 তার পরে তাত্রপণী নদী দেখা দিল ।  
 স্নান করিবারে প্রভু সেখানে চলিল ॥  
 মাঘী পূর্ণিমার দিনে তাত্রপণীধারে ।  
 বহুত অতিথি আসে স্নান করিবারে ॥  
 সেই স্থানে একপক্ষ অপেক্ষা করিয়া ।  
 মাঘী পূর্ণিমার দিন স্নান করি গিয়া ॥

তাম্রপর্ণী পার হয়ে সমুদ্রের ধারে ।  
 প্রভু কন্যাকুমারী চলিল দেখিবারে ॥  
 পর্বত কানন দেশ নাহি সেই ঠাই ।  
 কেবল সিঙ্গুর শব্দ শুনিবারে পাই ॥  
 বড় বড় তরঙ্গ আসিয়া সেই খানে ।  
 ঈশ্বরের গুণগান করিছে সজ্ঞানে ॥  
 সে ভাব দেখিলে চিত্ত হয় আনন্দিত ।  
 ভাবের উদয়ে দেহ হৈল পুলকিত ॥  
 পর্বত সমান বালি হয়ে স্তূপাকার ।  
 ঈশ্বরের গুণ যেন করিছে বিস্তার ॥  
 হুঁ হুঁ শব্দে সমুদ্র ডাকিছে নিরন্তর ।  
 কিকব অধিক সেথা সকলি সুন্দর ॥  
 দেখিবার কিছু নাই তথাপি শোভন ।  
 সেখানে সৌন্দর্য্য দেখে যার শুদ্ধ মনঃ ॥  
 গোবিন্দ বলিয়া প্রভু মোরে ডাক দিয়া ।  
 স্নান করিবারে বলে ঈষৎ হাসিয়া ॥  
 বেগে আসিতেছে ঢেউ পর্বত সমান ।  
 ভক্তিভাবে সেই খানে করিলা স্নান ॥  
 স্নান করি প্রভু মোর কান্দে হরি বলি ।  
 হৃদয়ের প্রেম যেন পড়িল উথলি ॥  
 লোমাঙ্কিত কলেবর কপাল ঘামিল ।  
 সেই শীর্ণ দেহ তাঁর পুলকে পুরিল ॥

স্নান করি গোরারায় মনে মনে ভাবে ।  
 আমারে ডাকিয়া বলে কোন দিকে যাবে ॥  
 কহিলাম যেই দিকে প্রভুর গমন ।  
 সেই দিকে যাবে দাস করিতে সেবন ॥  
 স্নান করি বড় এক সন্ন্যাসীর দল ।  
 ফিরিয়া চলিল তারা পর্বত সাঁতল ॥  
 তাহাদের সঙ্গে মিশি চলিলা নিমাই ।  
 ছায়ার সমান আমি পেছু পেছু যাই ॥  
 পঞ্চদশ ক্রোশ গিয়া মিলিল সাঁতল ।  
 সেই খানে স্থিতি করে সন্ন্যাসীর দল ॥  
 এক বৃক্ষতলে গিয়া চৈতন্য গোঁসাই ।  
 কি ভিক্ষা করিব কোথা ভাবিয়া না পাই ॥  
 অন্তরের ভাব বুঝি ঈশ্বর হাসিয়া ।  
 বলে প্রভু ভাব তুমি কিসের লাগিয়া ॥  
 হরিনাম স্মরণে রজনী কাটাব ।  
 প্রভাতে উঠিয়া যথা ইচ্ছা চলি যাব ॥  
 ইহা বলি গোরাচাঁদ নয়ন মুদ্রিয়া ।  
 স্থির ভাবে বসিলেন বৃক্ষে ঠেস দিয়া ॥  
 ঋগ্বেদী বাজায়ে যত সন্ন্যাসী ঠাকুর ।  
 গান আরম্ভিলা বড় শুনিতে মধুর ॥  
 হেন কালে এক শ্রেষ্ঠী সেখানে আসিয়া ।  
 সকলেরে ভিক্ষা দিয়া গেলেন চলিয়া ॥

গোটা গোটা ফল মূল দুধ আর চিনি ।  
 ভক্তি করি সকলেরে ভিক্ষা দেন তিনি ॥  
 ভিক্ষা পেয়ে মন মোর পুলকে পূরিল ।  
 দুধ চিনি লয়ে প্রভু ভোগ লাগাইল ॥  
 সন্ন্যাসি-ঠাকুর সব প্রভাতে উঠিয়া ।  
 চলিল ত্রিবন্ধু দেশে পর্বত ভেদিয়া ॥  
 ত্রিবন্ধু দেশের রাজা বড় পুণ্যবান্ ।  
 পালন করেন প্রজা পুত্রের সমান ॥  
 নগরের লোক সব অতিথি কুশল ।  
 অতিথি লইয়া সবে করে কোলাহল ॥  
 অতিথি লইয়া সবে টানাটানি করে ।  
 অতিথির সেবা করে বড়ই আদরে ॥  
 এথাকার রাজা তার নাম রুদ্রপতি ।  
 কাঙালের মাতা পিতা অগতির গতি ॥  
 এ রাজার রাজ্যে প্রজা বড় সুখী হয় ।  
 রাজার লাগিয়া সবে ব্যাকুল হৃদয় ॥  
 কত হাতী ঘোড়া বাঁধা রাজার দুয়ারে ।  
 অন্নের অভাব নাই তাঁহার ভাণ্ডারে ॥  
 নগরের তিন স্থানে অন্নছত্র হয় ।  
 অতিথি পথিক আসি সেই ছত্রে বয় ॥  
 যার যত দিন ইচ্ছা রহে সেই খানে ।  
 ধন্য ধন্য রাজা বলি সকলে বাখানে ॥

সন্ধ্যাকালে আসিলাম ত্রিবন্ধু নগরে ।  
 বৃক্ষতলে বসে প্রভু প্রকুল অন্তরে ॥  
 একজন গ্রাম্য লোক চূণা আনি দিলা ।  
 বৃক্ষতলে থাকি প্রভু রজনী যাপিলা ॥  
 পরদিন এই কথা রটিয়া পড়িল ।  
 নগরের লোক ক্রমে আসিয়া জুটিল ॥  
 গোরার আশ্চর্য্য ভাব দেখিয়া সকলে ।  
 জোড় হস্তে আসিয়া দাঁড়ায় সেই স্থলে ॥  
 হরিনাম করে গোরা মুদ্রিত নয়নে ।  
 দাঁড়াইয়া স্তব করে সবে শুদ্ধ মনে ॥  
 বসিয়া আছেন প্রভু অঙ্গ নাহি নড়ে ।  
 নয়নের কোণ বাহি অশ্রুধারা পড়ে ॥  
 লোমাক্ষিত কলেবর পুলক অন্তরে ।  
 ভাব দেখি গ্রাম্যলোক কত স্তব করে ॥  
 কেহ বলে মোর গৃহে চলহ সন্ন্যাসী ।  
 কেহ বলে তোমারে দেখিতে ভালবাসি ॥  
 কেহ কেহ কল মূল আনিয়া যোগায় ।  
 নয়ন খুলিয়া মোর প্রভু নাহি চায় ॥  
 কেহ বলে এ সন্ন্যাসী মানুষ ত নয় ।  
 ইহারে দেখিয়া কেন এত ভক্তি হয় ॥  
 উচ্ছা হয় এরে দেখি নিময় ছাড়িতে ।  
 মন নাহি যায় আর সংসার করিতে ॥

কেহ বলে আজি স্মৃতে রজনী পোহালো ।  
 সন্ন্যাসী দেখিয়া মোর চিত্ত শুদ্ধ হলো ॥  
 একজন বুড়া আসি বলে ভক্তি ভরে ।  
 কোথায় সন্ন্যাসী আছে দেখাও আমারে ॥  
 তাহার আগ্রহ দেখি মোর গোরা রায় ।  
 তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহার কাছে যায় ॥  
 প্রভুর সন্মুখে বৃদ্ধ প্রণাম করিয়া ।  
 ফল মূল চূণা আনি দেয় যোগাইয়া ॥  
 এই কথা লয়ে সবে করে কাণাকাণি ।  
 দর্শন মানসে আসে কত শত জ্ঞানী ॥  
 একজন ব্রহ্মবাদী নিকটে আসিয়া ।  
 তুলিলা অদ্বৈতবাদ চৈতন্য হাসিয়া ॥  
 বেদ বেদান্তের কথা শাস্ত্রের প্রমাণ ।  
 বলিয়া বৃন্দান তারে শুনিয়া অজ্ঞান ॥  
 প্রভু বলে শুন শুন জ্ঞানী মহাশয় ।  
 সর্ব সাধনের সিদ্ধি রাধাপ্রেম হয় ॥  
 রাধিকার সূক্ষ্ম প্রেম পর্বত সমান ।  
 ভক্তি বিনা কেহ তার না পায় সন্ধান ॥  
 আনন্দস্থ তেয়াগিয়া রাধিকা সুন্দরী ।  
 কৃষ্ণ স্মৃতে পাগলিনী সব পরি হরি ।  
 শ্রীরাধার গাঢ় প্রেম বুঝে যেই জন ।  
 পুনঃ পুনঃ সেজনার না হয় মরণ ॥

যেই জন মায়াবাদে ভাসে অনুকণ ।  
 তার কাছে ভক্তিতত্ত্ব না পায় স্ফুরণ ॥  
 প্রেমের বাছনি সার মহা ভাব হয় ।  
 সেই মহাভাবময়ী শ্রীরাধা নিশ্চয় ॥  
 এই তত্ত্ব যেই বুকে বৃদ্ধ মহাশয় ।  
 জন্ম মৃত্যু পুনঃ পুনঃ তার নাহি হয় ॥  
 প্রভুর মহিমা পরে দেশে প্রচারিল ।  
 নানা লোক আসি ক্রমে জুটিতে লাগিল ॥  
 এ দেশের রাজা কত আগ্রহ করিয়া ।  
 প্রভুকে লইতে দিলা লোক পাঠাইয়া ॥  
 প্রভু বলে সেথা মোর নাহি প্রয়োজন ।  
 বিষয়ীর কাছে আমি না করি গমন ॥  
 রাজদূত বলে শুন সন্ন্যাসিঠাকুর ।  
 কেন নাহি যাবে পাবে সম্পত্তি প্রচুর ॥  
 বস্ত্র অলঙ্কার আদি যাহা তুমি চাবে ।  
 তথা তুমি অনায়াসে সেই ধন পাবে ॥  
 দূতমুখে অভিপ্রায় ভাবেতে বুঝিয়া ।  
 কহিতে লাগিলা তবে তারে বুঝাইয়া ॥  
 ঈশৎ হাসিয়া প্রভু বলিলা বচন ।  
 শুন রাজদূত ধনে নাহি প্রয়োজন ॥  
 বিষয়ের কীট যারা তাদের সংস্রবে ।  
 কভু নাহি যাই মুহি কি হবে বিভবে ॥

বিষয়ের কীট করে ধনে অভিলাষ ।  
 অনর্থের মূল ধন এই ত বিশ্বাস ॥  
 ধনমদে মত্ত যারা ভুলি তত্ত্ব কথা ।  
 বিষয় নরকে তারা থাকয়ে সর্বথা ॥  
 অনিত্য শরীর ধনী ইহা নাহি জানে ।  
 জীবনের সার্থক বলিয়া ধনে মানে ॥  
 এই কথা শুনি তবে দূত করি ক্রোধ ।  
 রাজদ্বারে চলি গেলা দিতে প্রতিশোধ ॥  
 দূতমুখে বার্তা শুনি রাজা রুদ্রপতি ।  
 কিছু নাহি ক্রোধ করে সন্ন্যাসীর প্রতি ॥  
 গোটা গোটা বাত শুনি দূতের কদনে ।  
 সন্ন্যাসী দেখিতে ইচ্ছা করিলা আপনে ॥  
 সন্ন্যাসী হেরিতে চলে রাজা রুদ্রপতি ।  
 ভক্তিভরে বাহিরিয়া আসে শীঘ্রগতি ॥  
 হস্তী অশ্ব তেয়াগিয়া অতি দূর দেশে ।  
 সন্ন্যাসীর কাছে আসে অতি দীন বেশে ॥  
 দুই চারি মন্ত্রী সহ রাজা মহাশয় ।  
 প্রভুর নিয়ড়ে আসি ভক্তিভরে কয় ॥  
 জোড় হস্তে রুদ্রপতি কহে বার বার ।  
 দয়া করি অপরাধ ক্ষমহ আমার ॥  
 না বুঝিয়া ডাকিয়াছিলাম আপনারে ।  
 সেই অপরাধ মোর ক্ষম এই বারে ॥



জ্ঞান শিক্ষা দেহ মোরে অধমতারণ ।  
 শোক দুঃখ পায় জীব কিসের কারণ ॥  
 বড়ই পণ্ডিত রাজা নানা শাস্ত্রে হয় ।  
 ভাগবতে বড় জ্ঞানী সর্ব লোকে কয় ॥  
 দুই চারি পণ্ডিত গৌসাই তাঁর সনে ।  
 উপনীত হইয়াছে শিক্ষার কারণে ॥  
 প্রভু কহে রাজা তুমি বড় ভাগ্যবান ।  
 ভাগবত জান তুমি কি কহিব জান ॥  
 নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত তুমি বড় জ্ঞানী ।  
 রাখাক্ষর বিনা আমি কিছু নাহি জানি ॥  
 লইতে কৃষ্ণের নাম প্রেম উপজিল ।  
 দর দর অশ্রু ধারা পড়িতে লাগিল ॥  
 কৃষ্ণ প্রেমে মত্ত প্রভু অমনি উঠিয়া ।  
 নাচিতে লাগিল দুই বাজ পশারিয়া ॥  
 গোরা বলে হরিবোল অজ্ঞান হইয়া ।  
 নাচিতে নাচিতে পড়ে আছাড় খাইয়া ॥  
 পাছাড়িয়া রাজা তবে প্রভুরে তুলিলা ।  
 সেই সঙ্গে মহারাজ মাতিয়া উঠিলা ॥  
 হরি বলি মহারাজ নাচিতে লাগিল ।  
 নয়নের জলে তাঁর হৃদয় ভাসিল ॥  
 লোমাঞ্চিত কলেবর পুলকে পুরিল ।  
 ধূলায় পড়িয়া অঙ্গ ধূসর হইল ॥

দেখিয়া রাজার ভক্তি আমার নিমাই ।  
 কোল দিয়া রাজারে বলেন এস ভাই ॥  
 হরি নামে যার চক্ষে বহে অশ্রুধারা ।  
 সেইজন হয় মোর নয়নের তারা ॥  
 দেখিয়া তোমার ভক্তি রাজা মহাশয় ।  
 জুড়াল আমার প্রাণ জানিহ নিশ্চয় ॥  
 এত বলি মহারাজে বিদায় করিয়া ।  
 স্নান করিবারে প্রভু গেলেন চলিয়া ॥  
 বহুতর ফল মূল রাজা পাঠাইল ।  
 আফ্রিক করিয়া প্রভু ভোগ লাগাইল ॥  
 লোক জন রাখি রাজা প্রভুর সেবায় ।  
 প্রফুল্ল অন্তরে রাজধানী চলি যায় ॥  
 কেহ ফল মূল আনে কেহ আনে আটা ।  
 কেহ চুণা আনি দেয় অতিথির বাটা ॥  
 বিশ্বস্তর লাগি লোক করে হানা পানা ।  
 মাঝে মাঝে বহু লোক আসি দেয় থানা ॥  
 যার যাহা ইচ্ছা হয় আনিয়া যোগায় ।  
 ভাল মন্দ কিছু নাহি কহে গোরা রায় ॥  
 পর্বতে বেষ্টিত দেশ দেখিতে সুন্দর ।  
 বরণার জল চলে অতি মনোহর ॥  
 বড় বড় নিম্ববৃক্ষ চারিদিকে হয় ।  
 আশ্চর্য্য তাহার শোভা कहনে না যায় ॥

রামগিরি নামে গিরি আছে সেই স্থানে ।  
 আশ্চর্য্য মহিমা তার সকলে বাখানে ॥  
 সবে বলে রামচন্দ্র ইহার উপরে ।  
 সীতা সহ তিন দিন আসি বাস করে ॥  
 লঙ্কার সমর জিনি রাম গুণধাম ।  
 এই গিরিকূটে উঠি করেন বিশ্রাম ॥  
 সীতাসহ রামচন্দ্র ঠাকুর লক্ষ্মণ ।  
 এই স্থানে বিরাম করেন তিন জন ॥  
 শুনিয়া প্রভুর মনে লালসা বাড়িল ।  
 সেই স্থান দেখিবারে পর্বতে উঠিল ॥  
 যেই স্থানে রাম সীতা বিশ্রাম করিলা ।  
 সেই স্থানে মোর গোরা গিয়া প্রণমিলা ॥  
 ভক্তিসহ সেই রামগিরি নিরখিতে ।  
 কতশত লোক উঠে প্রভুর সহিতে ॥  
 আড়ে দীঘে এই দেশ বড়ই বিস্তর ।  
 এক পক্ষকাল গেল তাহার ভিতর ॥  
 তার পর পয়োনিঃ নগরে প্রবেশিলা ।  
 শিব নারায়ণ দেখি প্রফুল্ল হইলা ॥  
 শিঙারির মঠে থাকে শঙ্করের চেলা ।  
 সেই স্থানে গিয়া প্রভু করিলেন মেলা ॥  
 শঙ্করের শিষ্য যত একত্র হইয়া ।  
 বিচার করিতে বসে তত্ত্ব বিচারিয়া ॥

দেশশুদ্ধ হরিবোলা করিয়াছ তুমি ।  
 তোমার কিঞ্চিত গুণ নাহি দেখি আমি ॥  
 শুনেছি শাস্ত্রজ্ঞ কিন্তু মুখে নাহি কথা ।  
 ভ্রমিয়া বেড়াও ভিক্ষা করি যথাতথা ॥  
 বিদ্যা নাই জ্ঞান নাই বিচার করিতে ।  
 তবে কেন মূর্থলোক ভোলে আচন্দিতে ॥  
 কি জানি কেমন ছলে কৌশল করিয়া ।  
 সূক্ষ্ম তব্ব সর্বলোকে দেহ দেখাইয়া ॥  
 এদেশের মূর্থলোকে হরিবোলা করি ।  
 কেমনে যাইবে তুমি বুঝিব চাতুরী ॥  
 শক্তি যদি থাকে তবে করহ বিচার ।  
 এইবারে বুদ্ধি শুদ্ধি বুঝিব তোমার ॥  
 এত বলি ভারতী গৌসাই দৌড় দিল ।  
 তিন সঙ্গিসহ পুনঃ আসিয়া বসিল ॥  
 চারিজনে বসিলা প্রভুর চারি ভিতে ।  
 এই রঙ্গ দেখি প্রভু লাগিলা হাসিতে ॥  
 ভারতী বলিলা তুমি উড়াও হাসিয়া ।  
 মুহি যাহা বলি তাহা দেখ আলোচিয়া ॥  
 কে হয় উপাস্ত দেব বলহ আমারে ।  
 প্রভু বলে কৃষ্ণ ভিন্ন কি আছে সংসারে ॥  
 ভারতী বলেন শুন শাস্ত্রের প্রমাণ ।  
 এক ব্রহ্ম সর্বেশ্বর বেদের বাঞ্ছন ॥

যেদিকে তাকাই দেখি সব ব্রহ্মময় ।  
 এ বাদের নিরাস বলহ কিসে হয় ॥  
 প্রভু বলে বিচার না করিবারে জানি ।  
 মানিলাম সর্বতত্ত্ব তুমি হও জ্ঞানী ॥  
 বিচারে বড়ই তুমি পণ্ডিত গৌসাই ।  
 তোমার নিকটে হলো পরাস্ত নিমাই ॥  
 চাহ যদি জয়পত্র লিখে দিতে পারি ।  
 তোমার বিচারে আজি মানিলাম হারি ॥  
 এত শুনি যোগী করে খুটুর খাটুর ।  
 প্রভু বলে ভক্তি কর তর্ক বহুদূর ॥  
 ভক্তিতে মিলায় কৃষ্ণ এইত বিচার ।  
 বেদ বেদান্তের মত কর ছার খার ॥  
 বহুশাস্ত্র আলোচিয়া বল কিবা ফল ।  
 কৃষ্ণ বিনা নাহি আছে দাঁড়াবার স্থল ॥  
 এত বলি প্রভু মোর নয়ন মুদিল ।  
 লোমাক্ষিত কলেবর ভক্তি উছলিল ॥  
 পড়িতে লাগিল অশ্রু হৃদয় বাহিয়া ।  
 কোপীনের গ্রন্থি ক্রমে গাইল থসিয়া ॥  
 থর থরি স্নেহকম্প শরীর ঘামিল ।  
 কৃষ্ণবলি ডাক দিয়া ঢুলিতে লাগিল ॥  
 কৃষ্ণহে কোথায় আছ প্রভু দয়াময় ।  
 ভক্তি বিতরিয়া কর বিপুল হৃদয় ॥

এই কথা বলি প্রভু কান্দিতে লাগিল ।  
 মনের আবেগ যেন দ্বিগুণ বাড়িল ॥  
 ভাল মন্দ নাহি শুনে প্রভু বিশ্বস্তর ।  
 ফুলে ফুলে কান্দিতে লাগিল নিরন্তর ॥  
 তমালের বৃক্ষ এক সম্মুখে দেখিয়া ।  
 কৃষ্ণ বলি ধেয়ে গিয়া ধরে জড়াইয়া ॥  
 এই ভাব দেখি যোগী আপন নয়নে ।  
 জড়াইয়া ধরে তবে প্রভুর চরণে ॥  
 যোগী বলে বিচার না করিবারে মাগি ।  
 উৎকণ্ঠা বাড়িছে মোর এবে কৃষ্ণ লাগি ॥  
 দেখিয়া তোমার ভাব নবীন সন্ন্যাসী ।  
 বিচার করিতে মুহি নাহি অভিলষী ॥  
 অপূর্ব রতন ভক্তি দেহ মোর মনে ।  
 এই নিবেদন করি তোমার চরণে ॥  
 যোগীর এতেক বাণী শুনিতে না পায় ।  
 অঙ্গ জলে প্রভু মোর পৃথিবী ভিজায় ॥  
 মহা ভাবাবেশে অঙ্গ স্তম্ভিত হইল ।  
 সোণার দোসর দেহ ধূলায় পড়িল ।  
 কৃষ্ণ বলি পৃথিবীতে প্রভু গড়ি যায় ।  
 ধূলায় ধূসর অঙ্গ বিক্ষিপ্ত কাঁটায় ॥  
 সম্মুখে বসিয়া যোগী কান্দিতে লাগিল ।  
 অমনি তাহার প্রতি দয়া উপজিল ॥

ভারতীর ভক্তি দেখি পৃষ্ঠে দিলা হাত ।  
 পৃষ্ঠে হাত দিয়া বলে দুই চারি বাত ॥  
 যোগীর হইল ভক্তি প্রভুর পরশে ।  
 মজিল তাঁহার মন কৃষ্ণ ভক্তিরসে ॥  
 কেমন প্রভুর কৃপা कहনে না যায় ।  
 প্রেম মত্ত হয়ে যোগী ধূলায় লুটায় ॥  
 যোগী বলে তুমিই আমার কৃষ্ণ হবে ।  
 পুনঃ আসি প্রভু মোরে দেখা দিবে কবে ॥  
 প্রভু বলে এহ বাণী না कहিও আর ।  
 বৃন্দাবনপতি কৃষ্ণ এই ত বিচার ॥  
 ভক্তি বিনা কৃষ্ণ তব না হয় উদয় ।  
 ভক্তিডোরে বাঁধা কৃষ্ণ জানিত নিশ্চয় ॥  
 যোগী বলে বুঝেছি তোমার ভারি ভূরি ।  
 চক্ষু ধূলা দাও কেন করিয়া চাতুরী ॥  
 ভক্তিডোরে আজি আমি তোমারে বাঁধিব ।  
 খড়ম দুখানি আজি কাড়িয়া লইব ॥  
 ঈশ্বর ভারতী তবে এতেক বলিয়া ।  
 জোরে টানাটানি করে খড়ম ধরিয়া ॥  
 প্রভু বলে কৃষ্ণ তুমি করহ বিশ্বাস ।  
 আজি হৈতে তব নাম হইল কৃষ্ণদাস ॥  
 এত বলি চলে প্রভু ছাড়ি চণ্ডপুর ।  
 যোগিবর সঙ্গে সঙ্গে আসে বহুদূর ॥

হাসিয়া যোগীয়ে প্রভু করিলা বিদায় ।  
 প্রণাম করিয়া তবে যোগিবর যায় ॥  
 দুই দিবা রাত্রি যায় পর্বত ভেদিয়া ।  
 এর মধ্যে গ্রাম পুরী না পাই খুজিয়া ॥  
 বড়ই দুর্গম পথ চলিতে না পারি ।  
 কেবল কদম্ববৃক্ষ দেখি সারি সারি ॥  
 কদম্বের গাজ দেখি প্রভু মোরে বলে ।  
 মোর কৃষ্ণ কেলি করে এই বৃক্ষ তলে ॥  
 এত বলি কান্দিয়া আকুল প্রভু মোর ।  
 চলিতে চলিতে চলে কৃষ্ণ প্রেমে ভোর ॥  
 চলিতে চলিতে দেখি ক্ষুদ্র জলাশয় ।  
 সেইখানে এক ব্যাঘ্র দেখে হয় ভয় ॥  
 হীনত করিয়া ব্যাঘ্র প্রভুরে দেখাই ।  
 ভালমন্দ প্রভু মুখে শুনিতে না পাই ॥  
 জলপান করিতেছে ব্যাঘ্র সেই স্থানে ।  
 প্রভুপাশে গুড়ি গুড়ি যাই সাবধানে ॥  
 চলিল ডাইনে গোরা ব্যাঘ্র রাখি বামে ।  
 আবেশ অবশ অঙ্গ মত্ত করিনামে ॥  
 ফিরে না চাহিল ব্যাঘ্র মোদিগের প্রতি ।  
 পিছুনে তাকাই আর চলি দ্রুতগতি ॥  
 মোর ভাবগতি দেখে ঈষৎ হাসিয়া ।  
 বলে প্রভু ভয় কর কিসের লাগিয়া ॥



হরিনাম বলে নাহি রহে যমভয় ।  
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাক না কর সংশয় ॥  
 এই কথা শুনি মোর শক্তি সঞ্চারিল ।  
 শরীরের বল যেন দিগুণ বাড়িল ॥  
 চলিতে চলিতে এক ক্ষুদ্র পল্লীপাশে ।  
 উপনীত হইলাম আশ্রয়ের আশে ॥  
 অতি ক্ষুদ্র পল্লী সব দুঃখী অধিবাসী ।  
 সেইখানে গিয়া বাসে নিমাই সন্ন্যাসী ॥  
 পর্বতে বেষ্টিত পল্লী দেখিতে সুন্দর ।  
 ভিক্ষা লাগি যাই আমি গ্রামের ভিতর ॥  
 বড়ই দরিদ্র হয় একই ব্রাহ্মণ ।  
 ভিক্ষা করি কোনরূপে কাটায় জীবন ॥  
 ভিক্ষা করিবারে আমি তার গৃহে যাই ।  
 বিপ্র বলে ক্ষণেক অপেক্ষা কর ভাই ॥  
 কিছুক্ষণ বৈস এথা ফিরে না যাইবে ।  
 অতিথি ফিরিলে মোর নরক হইবে ॥  
 ভিক্ষা মাগি এনে দিব ভিক্ষা তব ঠাই ।  
 কিছুকাল এখানে অপেক্ষা কর ভাই ॥  
 এত বলি সেই বিপ্র ভিক্ষায় চলিল ।  
 দুটী নারিকেল আনি নোরে ভিক্ষা দিা ॥  
 ভিক্ষা আনি প্রভুরে যোগাই বৃক্ষতলে ।  
 ফলভোগ লাগাইলা প্রভু কুতূহলে ॥

ব্রাহ্মণের কথা শুনি মোর গোরা রায় ।  
 সন্ধ্যার সময়ে বিপ্রে দেখিবারে যায় ॥  
 ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী দুটী থাকে সেই স্থানে ।  
 গোপালের সেবা লাগি ভিক্ষা মেগে আনে ॥  
 আপনার ঘরে বিপ্র প্রভুরে দেখিয়া ।  
 জোড়হস্তে দাঁড়াইলা সম্মুখে আসিয়া ॥  
 বিপ্র বলে কি দিয়া পূজিব অতিথিরে ।  
 কেমনে বলিব প্রভু যাহ তুমি ফিরে ॥  
 গোপালের সেবা লাগি আছি এইখানে ।  
 ভিক্ষা করে সেবা করি আমরা দুজনে ॥  
 আসন নাহিক মোর কি দিব বসিতে ।  
 ব্রাহ্মণী বলিলা বিপ্র মাথা দাও পেতে ॥  
 বিদ্যুত খেলিছে দেখ অতিথির গায় ।  
 তুলসী আনিয়া দেহ অতিথির পায় ॥  
 তাড়াতাড়ি বিপ্র তবে তুলসী আনিয়া ।  
 প্রভুর চরণে দিতে গেলেন ধাইয়া ॥  
 হাত ধরি বিপ্রে তবে চৈতন্য বুঝায় ,  
 তুলসী অর্পণ কর গোপালের পায় ॥  
 এই কথা শুনি বিপ্র কান্দিতে লাগিল ।  
 অমনি দয়াল প্রভু তারে আলিঙ্গিল ॥  
 প্রভু বলে তুমি বিপ্র বড় ভাগ্যবান ।  
 তব গৃহে বিরাজেন নিজে ভগবান ॥

কি কব ভাগ্যের কথা ঠাকুর তোমার ।  
 গোপাল তোমার গৃহে করেন বিহার ॥  
 সাক্ষাৎ কমলা হন তোমার ঘরণী ।  
 মনে বিচারিয়া তুমি দেখহ আপনি ॥  
 বিপ্র বলে ভাগ্য মানি তোমার কৃপায় ।  
 সামান্য মানুষ তুমি নহ দয়াময় ॥  
 তব অঙ্গে সৌদামিনী খেলা করে কেন ।  
 তব দেহে পদ্মগন্ধ অনুমানি হেন ॥  
 তুমি যদি ভগবান্ নহ দয়াময় ।  
 তবে কেন তব অঙ্গে পদ্মগন্ধ বয় ॥  
 মোর মাথে তুলে দেহ তোমার চরণ ।  
 এত বলি মাপা পাতি দিলেন ব্রাহ্মণ ॥  
 এই বাক্যে দশনোতে রমনা কাটিয়া ।  
 দয়াল চৈতন্যদেব গেলেন পিছিয়া ॥  
 ব্যাকুল হইয়া বিপ্র ব্রাহ্মণীর সাথে ।  
 ধৈর্যে গিয়া পদতলে নোরাইলা মাথে ॥  
 বাহু পশারিয়া প্রভু ব্রাহ্মণে তুলিলা ।  
 তারপরে ভক্তিভরে গান আরম্ভিলা ॥  
 ব্রাহ্মণের গৃহ যেন হৈল বৃন্দাবন ।  
 হরিনাম শুনিবারে আসে গ্রামাজন ॥  
 হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।  
 হরেরাম হরেরাম রাম রাম হরে হরে ॥

দয়াল চৈতন্য এই গান আরম্ভিল ।  
 সেই সঙ্গে শ্রোতা সব মাতিয়া উঠিল ॥  
 নাম শুনি গ্রাম্যলোক প্রভুর বদনে ।  
 গড়াগড়ি দেয় সবে প্রভুর চরণে ॥  
 গাইতে গাইতে গান রাত্রি পোহাইল ।  
 প্রাতঃকালে মোর প্রভু বিদায় লইল ॥  
 বিদায় লইয়া যবে প্রভু বাহিরায় ।  
 তাকাইয়া রহে লোক পুতুলের প্রায় ॥  
 ইঙ্গিত করিলা মোরে গোবিন্দ বলিয়া ।  
 কাঁধে তুলি লইলাম তখনি খড়িয়া ॥  
 কাণ্ডার দেশের কাছে শোভে নীলগিরি ।  
 অপরাজে সেইখানে যাই ধীরি ধীরি ॥  
 কিবা শোভা পায় আহা নীলগিরিরাজে ।  
 ধ্যানে মগ্ন যেন মহাপুরুষ বিরাজে ॥  
 কত শত গুহা তার নিম্নে শোভা পায় ।  
 আশ্চর্য্য তাহার ভাব শোভিছে চূড়ায় ॥  
 বড় বড় বৃক্ষ তার শিরে আরোহিয়া ।  
 চামর বাজন করে বাতাসে ছুলিয়া ॥  
 ঝরঝর শব্দে পড়ে ঝরণার জল ।  
 তাহা দেখি বাড়িল মনের কুতূহল ॥  
 পর্ব্বতের নিয়ড়েতে ঘুরিয়া বেড়াই ।  
 নবীন নবীন শোভা দেখিবারে পাই ॥

কতশত লতা বৃক্ষে করিয়া বেঁটন ।  
 আদরেতে দেখাইছে দম্পতী-বন্ধন ॥  
 ময়ূর বসিয়া ডালে কেঁকারব করে ।  
 নানাজাতি পক্ষী গায় সুমধুর স্বরে ॥  
 নানাবিধ ফুল ফুটে করিয়াছে আলা ।  
 প্রকৃতির গলে যেন ঢুলিতেছে মালা ॥  
 রজনীতে কত লতা ধগধগি জ্বলে ।  
 গাছে গাছে জোনাকী জ্বলিছে দলে দলে ॥  
 ক্ষুদ্র এক নদী বহে বুরুবুরু স্বরে ।  
 তার ধারে বসি প্রভু সন্ধ্যাপূজা করে ॥  
 রজনীতে বসি গিয়া এক বৃক্ষতলে ।  
 আজি রাত্রি যাপ ইহ প্রভু মোরে বলে ॥  
 এইমাত্র বলি গোরা মুদিয়া নয়ন ।  
 হরিনামে করিলেন রজনী যাপন ॥  
 ক্ষুধাতৃষ্ণা নাহি লাগে প্রভুর কৃপায় ।  
 সেই লাগি পড়ে থাকি যথায় তথায় ॥  
 যেই দিন বলে প্রভু ভিক্ষা করিবারে ।  
 সেইদিন যাই মুহি গৃহস্থের দ্বারে ॥  
 প্রাতে উঠি যাই মোরা গুর্জরী নগরে ।  
 বহুতর লোক এথা সুখে বাস করে ॥  
 এইখানে বহু অট্টালিকা শোভা পায় ।  
 নগরের ধারে গিয়া বৈসে গোরারায় ॥

এখানে অগস্ত্যকুণ্ড নামে কুণ্ড হয় ।  
 কুণ্ডে স্নান করি হৈলা আনন্দ উদয় ॥  
 গোরারায় অগস্ত্য কুণ্ডেতে করি স্নান ।  
 কুণ্ডতীরে বসি করে হরিগুণ গান ॥  
 ক্রমে দুই চারি জন লোক দেখা দিল ।  
 এক বিপ্র দুগ্ধ চিনি আনি কাছে দিল ॥  
 কেহ বলে অতিথি হে মোর গৃহে চল ।  
 কেহ বলে পুনঃ তুমি কৃষ্ণনাম বল ॥  
 তব মুখে হরিনাম বড়ই মধুর ।  
 নাম শুনি শোক তাপ সব হৈল দূর ॥  
 তব মুখে কৃষ্ণনাম অমৃত সমান ।  
 কহ কহ কৃষ্ণকথা জুড়াক পরাণ ॥  
 কার কথা কেবা শোনে না কহিলা বাণী ।  
 দেখিতে প্রভুরে আসে কত কত জ্ঞানী ॥  
 চক্ষু মুদি গোরারায় তুলিতে লাগিল ।  
 নয়ন ফাটিয়া অশ্রু আসি দেখা দিল ॥  
 লোকজন নাহি দেখে মোর গোরারায় ।  
 কৃষ্ণ হে বলিয়া কান্দি মূড়িকা ভিজায় ॥  
 কোঁপারি কোঁপারি প্রভু কান্দিতে লাগিল ।  
 বাঁদন খুলিয়া পৃষ্ঠে জটা এলাইল ॥  
 লোমাক্ষিত কলেবর কান্দিয়া আকুল ।  
 আলুথালু বেশে প্রভু কহে নানা ভুল ॥

কভু প্রভু মত্ত হয়ে গড়াগড়ি যায় ।  
 আছাড়ি বিছাড়ি কভু পড়য়ে ধরায় ॥  
 ঐ মোর প্রিয়সখা মুকুন্দ মুরারি ।  
 এই বলি ধেয়ে যান চৈতন্য ভিখারী ॥  
 কখন বলেন এস প্রাণ নরহরি ।  
 কৃষ্ণনাম শুনি তোরে আলিঙ্গন করি ॥  
 এই ভাবে নানাকথা কহে গোরারায় ।  
 ভাবে মত্ত হয়ে প্রভু ছুটিয়া বেড়ায় ॥  
 আশ্চর্য্য প্রভাব শুনি যত মহাজন ।  
 প্রভুর সমীপে সব করে আগমন ॥  
 অর্জুন নামেতে এক পণ্ডিত মহান্ ।  
 বুঝায় প্রভুরে বলি শাস্ত্রের প্রমাণ ॥  
 অর্জুন বলিলা জীবতত্ত্ব নাহি মানি ।  
 আত্মতত্ত্ব জীবতত্ত্ব দুই এক জানি ॥  
 প্রভু কহে আপনি পণ্ডিত মহাশয় ।  
 শাস্ত্রের প্রমাণ শুনি করহ নিশ্চয় ॥  
 দ্বাস্ত্রপর্ণা এ শ্রুতির মর্ম্ম যদি জান ।  
 তবে কেন দুই তত্ত্ব এক বলি মান ॥  
 বেদান্তের সূক্ষ্ম কথা তুলি গোরারায় ।  
 তন্ন তন্ন করি সব অর্জুনে বুঝায় ॥  
 জীব আত্মা পরমাত্মা এই ভাবে রয় ।  
 আত্মা মহাবৃক্ষ জীব তার পত্র হয় ॥

কি পাঠ পড়িলে তুমি পণ্ডিত ঠাকুর ।  
 আতাল পাতাল কথা সব কর দূর ॥  
 ঈশ্বরের ছায়া মায়া তাতে লিপ্ত নয় ।  
 তাঁহার ইচ্ছায় জীব হয় মায়াময় ॥  
 নাম বলে যেই মায়া ছাড়িবারে পারে ।  
 সেই ত মহান্ মুনি হয় এ সংসারে ॥  
 মায়া যবনিকা মধ্যে আছে এক জন ।  
 যবনিকা তুলে তাঁরে কর দরশন ॥  
 এত বলি কৃষ্ণহে বলিয়া ডাক দিল ।  
 সেস্থান অমনি যেন নিশব্দ হইল ॥  
 প্রভুর মুখেতে নাম শুনিয়াছি কত ।  
 আজি কিন্তু দেহ মোর হৈল পল্কিত ॥  
 রাম রাম বলি প্রভু ডাকিতে লাগিল ।  
 সেস্থান তখন যেন বৈকুণ্ঠ হইল ॥  
 অনুকূল বায়ু তবে বহিতে লাগিল ।  
 দলে দলে গ্রামালোক আসি দেখা দিল ॥  
 শত শত লোক চারিদিকে দাঁড়াইয়া ।  
 হরিনাম শুনিতেছে নিশব্দ হইয়া ॥  
 নাম শ্রুতিবার যেন স্বর্গে দেবগণ ।  
 মাথার উপরি আসি করিছে শ্রবণ ॥  
 ছুটিল পদ্মের গন্ধ বিমোহিত করি ।  
 অজ্ঞান হইয়া নাম করে গৌর হরি ॥



প্রভুর মুখের পানে সবার নয়ন ।  
 বর বর করি অশ্রু পড়ে অনুক্ষণ ॥  
 বড় বড় মহারাষ্ট্রী আসি দলে দলে ।  
 শুনিতে লাগিল নাম মিলিয়া সকলে ॥  
 পশ্চাৎ ভাগেতে মুহি দেখি তাকাইয়া ।  
 শত শত কুলবধু আছে দাঁড়াইয়া ॥  
 ভক্তিভরে হরিনাম শুনিছে সকলে ।  
 নারীগণ অশ্রুজল মুছিতে আঁচলে ॥  
 অসংখ্য বৈষ্ণব শৈব সন্ন্যাসী জুটিয়া ।  
 হরিনাম শুনিতেছে নয়ন মুদিয়া ॥  
 উপদেশে এই দেশ মাতাইলা প্রভু ।  
 এমন প্রভাব মুহি দেখি নাই কভু ॥  
 কখন তামিল বলি বলে গোরারায় ।  
 কভু বা সংস্কৃত বলি শ্রোতারে মাতায় ॥  
 এইরূপে হরিনাম করিতে করিতে ।  
 অজ্ঞান চইয়া প্রভু লাগিল নাচিতে ॥  
 এলাইল জটাজুট খসিল কোপান ।  
 ধূলায় ধূসর অঙ্গ যেন অতি দীন ॥  
 নাচিতে নাচিতে প্রভু অজ্ঞান হইয়া ।  
 ভূমির উপরে তবে পড়ে আছাড়িয়া ॥  
 পড়িয়া রহিল প্রভু জড়ের সমান ।  
 ইহা দেখি লোক সব হৈল আশ্চর্যান ॥

কেহ জল আনি দেয় প্রভুর বদনে ।  
 কেহবা ধরিয়া তোলে অতি সাবধানে ॥  
 দুই দণ্ড পরে প্রভু উঠিল বসিয়া ।  
 হরিশ্রবনি করে সবে আশ্চর্য্য হইয়া ॥  
 অপরাহ্নে এক বিপ্র ভিক্ষা আনি দিল ।  
 বৃক্ষতলে প্রভু মোর ভোগ লাগাইল ॥  
 গুজরী নগর ছাড়ি মোর গোরারায় ।  
 পূর্ণ নগরে প্রভু যাইবারে চায় ॥  
 সাতদিন ইষ্টগোষ্ঠী কভু না করিলা ।  
 একেবারে বিজাপুরে পর্বতে উঠিলা ॥  
 পথের সম্বল মাত্র আছে হরিনাম ।  
 পর্বতে উঠিয়া প্রভু করিলা বিশ্রাম ॥  
 এইস্থানে পর্বতের শিখরে উঠিয়া ।  
 আনন্দ পাইল হরগৌরী নিরখিয়া ॥  
 পর্বত হইতে নামি চৈতন্য গোসাঁই ।  
 চলিলা উত্তরে মুহি পিছে পিছে যাই ॥  
 একেবারে দেখা গেল সহ্য কুলাচল ।  
 কুলাচল দেখি প্রভু আনন্দে বিহ্বল ॥  
 মহেন্দ্র মলয় গিরি দেখেচি নয়নে ।  
 সহ্যগিরি শোভা আহা না যায় কথনে ॥  
 দূর হৈতে নীলবর্ণ রেখা দেখা যায় ।  
 সেই স্থানে দেখিবারে মোর প্রভু ধায় ॥

গম্ভীর ভাবেতে গিরি আছে দাঁড়াইয়া ।  
 গিরি দেখি চিত্ত যেন উঠিল নাচিয়া ॥  
 প্রভু বলে এই গিরি আনন্দের ধাম ।  
 আনন্দের ধাম বলি করিলা প্রণাম ॥  
 সহকুলাচল দেখি হয় অগ্রসর ।  
 পূলকে পূরিল যেন প্রভু বিশ্বস্তর ॥  
 চলিলা উত্তরে সহ গিরি ত্যাগ করি ।  
 অপার আনন্দ মুখে বলে হরি হরি ॥  
 কোন অভিলাষ নাই অতি দীনবেশ ।  
 ভক্তিরসে ভাসাইলা প্রভু নানা দেশ ॥  
 কোপীন পরণে ধূলা মাখা সর্বগায় ।  
 দেখিলে পাগল বটে এই মনে হয় ॥  
 ক্রমে গোরাচাঁদ পূর্ণনগরে আইলা ।  
 বহুত পণ্ডিত তথা আসি বাঁকি দিলা ॥  
 বহু লোক করে হেথা শাস্ত্র অধ্যয়ন ।  
 ক্রমে ক্রমে বহু লোক দিলা দরশন ॥  
 অচ্ছসর নামে এক জলাশয় আছে ।  
 বসিলা নিমাইমোর গিয়া তার কাছে ॥  
 বিস্তৃত বকুল বৃক্ষ শোভে তরুপরি ।  
 মোর প্রভু বৈসে তার তলে আড্ডাকরি ॥  
 শত শত পণ্ডিত বিরাজে এই খানে ।  
 রাত্রিদিন নানা শাস্ত্র পণ্ডিতে বাখানে ॥

শত শত পড়ুয়া আসিয়া এই খানে ।  
 নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করে গুরুস্থানে ॥  
 এই স্থানে বহু লোক নিপুণ বিদ্যায় ।  
 শত শত চতুষ্পাঠী মধ্যে শোভা পায় ॥  
 ভাগবত যেই জন করে অধ্যয়ন ।  
 তাহারে পণ্ডিত বলি মানে সর্বজন ॥  
 গীতা আর ভাগবত যেই নাহি জানে ।  
 তাহারে পণ্ডিত বলি কেহ নাহি মানেন ॥  
 একই পণ্ডিত ভাগবত ব্যাখ্যা করে ।  
 তাহা শুনি প্রভুর নয়নে অশ্রু ঝরে ॥  
 এক জন ব্রহ্মবাদী পণ্ডিত আইল ।  
 তার সব তর্ক বাদ প্রভু খণ্ডাইল ॥  
 অনেক বৈষ্ণব সাধু একত্র হইয়া ।  
 প্রভুর ভক্তি দেখি উঠিল জাগিয়া ॥  
 নয়ন মুদ্রিয়া প্রভু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে ।  
 নয়ন বহিয়া অশ্রু পড়ে বক্ষঃস্থলে ॥  
 প্রভু বলে মোর প্রাণ মুকুন্দ মুরারি ।  
 আসিয়া উদ্ভিত হও হৃদয়ে আমারি ॥  
 রাধাকৃষ্ণ সর্বদাশক্তিময় বিশ্বাধার ।  
 কৃষ্ণ বিনা এ বিশ্বের কেবা লয় ভার ॥  
 কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড যার লোমকূপে ।  
 সেই প্রাণকৃষ্ণে মুহি হেরিব কিরূপে ॥

মাটি খেয়ে মার কোলে মুখ বিস্তারিল ।  
 অমনি জননী মুখে ব্রহ্মাণ্ড দেখিল ॥  
 সেই কৃষ্ণ লাগি মোর ব্যাকুল অন্তর ।  
 কৃষ্ণ বিনা প্রাণ মোর হয়েছে কাতর ॥  
 একজন পশুিত বলিলা আসি কাছে ॥  
 এই সরোবর মধ্যে তব কৃষ্ণ আছে ॥  
 এই বাণী শুনি প্রভু চমকি উঠিলা ।  
 লোমাক্ষিত কলেবরে উঠে দাণ্ডাইলা ॥  
 এমন অশ্রুর বেগ কভু দেখি নাই ।  
 কৃষ্ণের বিরহে কেঁদে আকুল নিমাই ॥  
 কৃষ্ণ বলি ফুলে ফুলে কান্দিতে লাগিল ।  
 বলে কৃষ্ণ বিনা প্রাণ বিফল হইল ॥  
 অশ্রুজলে ভিজাইলা পৃথিবীর কোল ।  
 কান্দিতে কান্দিতে মুখে বলে হরিবোল ॥  
 একবার বলে মোরে একি বিড়ম্বনা ।  
 কৃষ্ণ বিনা আর প্রাণে সহেনা যাতনা ॥  
 পুনরপি সেইজন বলে তপাসিয়া ।  
 সন্ন্যাসী তোমার কৃষ্ণ জলে লুকাইয়া ॥  
 এইবারে মহাপ্রভু শুনি তার বাণী ।  
 প্রেমাবেশে জলে ঝাঁপ দিলেন অমনি ॥  
 সরোবর মধ্যে পড়ি বহুতর লোক ।  
 ডাঙ্গায় প্রভুরে তুলি করে নানা শোক ॥

যেইজন ব'লেছিল কৃষ্ণ আছে জলে ।  
 সমস্ত পণ্ডিত তারে মন্দ কথা বলে ॥  
 প্রভু বলে কেন বৃথা ভৎস মহারাজে ।  
 জলে স্থলে শূন্যে কৃষ্ণ নিয়ত বিরাজে ॥  
 আশে কৃষ্ণ পাশে কৃষ্ণ কৃষ্ণ জগময় ।  
 সেই দেখিবারে পায় যেই তত্ত্ব হয় ॥  
 ভক্তিই পরম তত্ত্ব সংসার ভিতরে ।  
 ভক্তিমান মুক্তি শিরে পদাঘাত করে ॥  
 যেজন মায়ার চক্র বুঝিতে না পারে ।  
 বড়ই দুর্ভাগ্য সে হয় এ সংসারে ॥  
 মিছা হিটো মিছা ভিটো মিছা বাড়ী ঘর ।  
 খাবার লাগিয়া মূর্থ বিকল অন্তর ॥  
 কেবা আত্মপর হয় কেবা পিতা মাতা ।  
 কার গলে হাত দিয়া বল তুমি ভ্রাতা ॥  
 স্ত্রীপুরুষে ভেদ নাই চন্দ্রগত ভেদ ॥  
 এই কথা পুনঃ পুনঃ বলিতেছে বেদ ॥  
 মোহ অন্ধকারে জীব আপনা পাশরি ।  
 বদনেতে একবার নাহি বলে হরি ॥  
 ঐশ্বর্যের মিছা গর্ব না করিও ভাই ॥  
 হরেকৃষ্ণ বলি কাল কাটাও সদাই ॥  
 এই বিশ্ব চাকিয়াছে পাপ অন্ধকারে ।  
 হরি ভিন্ন কিছু সত্য নাহিক সংসারে ॥

পাখী দুটী দেহবৃক্ষ যেদিন ছাড়িবে ।  
 সেইদিন জড় দেহ পড়িয়া রহিবে ॥  
 জাগিয়া স্বপন আর কেন দেখ ভাই ।  
 কেহ না বাঁচিবে চির মরিবে সবাই ॥  
 এস ভাই সবে মিলে হরিশ্বনি করি ।  
 নাম শুনে কৃতান্ত কাঁপিবে থর হরি ॥  
 বড়ই প্রভাবী রাজাধিরাজ সম্রাট ।  
 একদিন অবশ্য ভাঙ্গিবে রাজ্যহাট ॥  
 রাজ্য করে মহারাজ আপনার দাপে ।  
 তবে কেন তাঁর চিত্ত দহে তিন তাপে ॥  
 বলনুল্য মণিমুক্তা সঙ্গে নাহি যাবে ।  
 অসার অনিত্য ধন বুঝ অনুভাবে ॥  
 ভক্তিসহ হরে কৃষ্ণ বল ভাই মুখে ।  
 সকলে থাকিবে তবে সদানন্দ স্থখে ॥  
 মায়ায় মোহিত হয়ে ভুলিয়াছ সব ।  
 কিসের লাগিয়া সবে করহ গৌরব ॥  
 সপ্ত কুলাচল কালে ঘুচিয়া যাইবে ।  
 জড় জগতের মধ্যে কিছুনা রহিবে ॥  
 ভক্তিসহ ভাব সেই সত্য সনাতন ।  
 আঁটিয়া ধরহ সবে তাঁহার চরণ ॥  
 সর্বরূপ হরিবেন প্রভু গদাধর ।  
 বৈকুণ্ঠ সমান হবে এই চরাচর ॥

বিবয় বিভবে লিপ্ত হয় যেই জন ।  
 কাটিতে না পারে সেই বিষম বন্ধন ॥  
 ইচ্ছাকরি যেই জন পড়য়ে বন্ধনে ।  
 তাহারে বিষম মূৰ্খ কহে সর্বজনে ॥  
 হরিনাম অস্ত্রে কাট মায়ার বন্ধন ।  
 অনায়াসে নিত্যধামে করিবে গমন ॥  
 জন্ম মৃত্যু জরা নাহি হবে বার বার ।  
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাক ঘুচিবে আঁধার ॥  
 প্রারদ্ধ কাটাও সবে অতি দীন ভাবে ।  
 তবে শোক তাপ দুঃখ দূরে চলি যাবে ॥  
 কাঁকিল বহুত লোক প্রভুরে দেখিতে ।  
 অসংখ্য পণ্ডিত আসে বিচার করিতে ॥  
 কেহ বলে এ সন্ন্যাসী মানুষ ত নয় ।  
 কেহ বলে এই জন মহাজন হয় ॥  
 কাহারো কথায় প্রভু বাক্য নাহি কহে ।  
 হরিনামে ছনয়নে প্রেমধারা বহে ॥  
 দুই চক্ষু মুদি প্রভু হরিনাম করে ।  
 উলটি পালটি পড়ে ভূমির উপরে ॥  
 প্রভু বলে কোন তীর্থে যাব অতঃপর ।  
 পথ বাতালিয়া দেহ কোথা ভোলেশ্বর ॥  
 পাটস গ্রামের কাছে আছে গোর ঘাট ।  
 সেইখানে ভোলেশ্বর নামে মহাপাট ॥



ভোলেশ্বরে মহাদেব করেন বিরাজ ।  
 এই উপদেশ দিলা তুমু মহারাজ ॥  
 তুমু নামে বিপ্রবর বড়ই পণ্ডিত ।  
 তাহার কথায় প্রভু হইলা বিদিত ॥  
 তুমু বলে ভোলেশ্বর আছে সেই থানে ।  
 শুনিয়া চলিলা প্রভু শিব বিছমানে ॥  
 ভোলেশ্বরে মেলা হয় বৎসর বৎসর ।  
 শুনিয়া প্রভুর তবে নাটিল অন্তর ॥  
 নোর পানে চেয়ে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া ।  
 বলে চল ভোলেশ্বর যাই পিছাইয়া ॥  
 পর্বতে পর্বতে তবে বহু পথ হাটি ।  
 ভোলেশ্বরে গিয়া দেখি তীর্থ পরিপাটি ॥  
 প্রকাণ্ড মন্দির আছে পর্বত উপরে ।  
 তার মধ্যে দেখিলাম প্রভু ভোলেশ্বরে ॥  
 এইখানে সিদ্ধকূপ আছে বিদ্যমান ।  
 তার জল তুলি তবে প্রভু করে স্নান ॥  
 ভোলেশ্বর দেখি প্রভুর প্রেম উপজিল ।  
 জোড় হস্তে স্তব স্তুতি বহুত করিল ॥  
 অঙ্গান হইয়া গোরা পড়িয়া ধরায় ।  
 উলটি পালটি কত গড়াগড়ি যায় ॥  
 ভোলেশ্বর দরশন করি গোরা রায় ।  
 নিকটে দেবলেশ্বর দেখিবারে ধায় ॥

দেখিয়া দেবলেশ্বর প্রভু গুণমণি ।  
 প্রণাম করিয়া তবে লুঠায় ধরনি ॥  
 প্রেমে গদ গদ হয়ে বহুস্তব করে ।  
 প্রভুরে দেখিতে লোক আসে ভক্তিভরে ॥  
 বিরাজে দেবলেশ্বর পর্বত উপরি ।  
 তার বহুদূরে শোভে জিজুরী নগরী ॥  
 খাণ্ডবা নামেতে দেব আছে জিজুরীতে ।  
 প্রভুর সহিতে যাই খাণ্ডবা দেখিতে ॥  
 যে নারীর বিবাহ না হয় নানা বাদে ।  
 তার পরিণয় হয় খাণ্ডবা প্রসাদে ॥  
 খাণ্ডবার কাছে কত পিতামাতা আনি ।  
 খাণ্ডবারে কত দেয় বহু ভক্তি মানি ॥  
 দরিদ্র পিতার কত এখানে থাকিয়া ।  
 খাণ্ডবার সেবা করে আদর করিয়া ॥  
 খাণ্ডবারে পতি ভাবি কত শত নারী ।  
 ক্রমে ক্রমে হইয়াছে পথের ভিকারী ॥  
 প্রতারিত হয়ে সবে খাণ্ডবার স্থানে '   
 বেশাবৃত্তি কত নারী করিছে এখানে ॥  
 খাণ্ডবার পত্নী বলি পাপ কৰ্ম্ম করে ।  
 তাহাদের বড়ই দুর্গতি হয় পরে ॥  
 তীর্থ করিবারে এথা আসে বহুজন ।  
 কৌশলে তাদের করে নরকে পাতন ॥

এইস্থানে আসে যত দরিদ্র কুমারী ।  
 বিয়ে করে বলে মোরা খাণ্ডবার নারী ॥  
 ইহা শুনি দেখিবারে প্রভু নারীগণে ।  
 উপস্থিত হৈলা তথা অতি সঙ্গোপনে ॥  
 ইহাদের ডাকে লোকে মুরারি বলিয়া ।  
 প্রভুর হইল দয়া মুরারি দেখিয়া ॥  
 মুরারি গণের দুঃখ শুনিলে শ্রবণে ।  
 দয়া উপজয়ে অতি নিষ্ঠুরের মনে ॥  
 কেমন নিষ্ঠুর পিতা বলিতে না পারি ।  
 কেমনে মুরারি করে আপন কুমারী ॥  
 এই বাক্য শুনি প্রভু যত নারীগণে ।  
 উদ্ধার করিতে যায় মুখনি প্রাঙ্গণে ॥  
 মুহি বলি সে স্থানেতে গিয়া কাজ নাই ।  
 না শুনিল মোর বাণী চৈতন্য গোঁসাই ।  
 মুরারিপত্নীর মধ্যে মোর প্রভু গিয়া ।  
 পবিত্র করিল সবে হরিনাম দিয়া ॥  
 রমণীগণের দুঃখ সহিতে না পারি ।  
 উদ্ধার করিতে চাহে যতেক মুরারি ॥  
 আশ্চর্য্য প্রভুর ভাব শুনি নিজ কাণে ।  
 ক্রমে ক্রমে বলুনারী আসে এই স্থানে ॥  
 নারীগণে বলে প্রভু কর হরিনাম ।  
 নাম বলে অবশ্য পাইবে নিত্যধাম ॥

বড়ই দয়াল হরি অগতির গতি ।  
 তাঁহাকে ভাবহ সবে নিজ নিজ পতি ॥  
 কৃষ্ণকে পাইতে পতি যত গোপীগণ ।  
 কাতায়নী ত্রত করে হয়ে শুদ্ধমন ॥  
 কৃষ্ণ পতি হইলে না রবে ভবভয় ।  
 কৃষ্ণ সকলের পতি জানিহ নিশ্চয় ॥  
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি সদা ডাক ভক্তি ভরে ।  
 সর্বদা বলহ মুখে হরে কৃষ্ণ হরে ॥  
 এত বলি প্রভু মোর নাম আরম্ভিল ।  
 অমনি তাঁহার দেহ পুলকে পূরিল ॥  
 দেখিয়া প্রভুর ভাব যত নারীগণ ।  
 পূজিতে লাগিল। সবে প্রভুর চরণ ॥  
 প্রভুবলে ভিক্ষা করি গৃহস্থের দ্বারে ।  
 নিতান্ত অস্পৃশ্য মুহি ছুঁওনা আমারে ॥  
 ভক্তি করি হরি বল যুচিবেক তাপ ।  
 নামবলে ভঙ্গ হবে সকলের পাপ ॥  
 না বুঝিয়া যেই জন পাপে মগ্ন হয় ।  
 হরি নাম বলে তার পাপ হয় ক্ষয় ॥  
 উপদেশ শুনি যত খাণ্ডবার নারী ।  
 প্রভুর নিকটে দাঁড়াইলা সারি সারি ॥  
 আসিয়া ইন্দিরা বাই কর জোড়ে কয় ।  
 দয়া কর আমরে সম্যাসী মহাশয় ॥

বৃদ্ধ হইয়াছি মুহি কুকৰ্ম করিয়া ।  
 উদ্ধার করহ মোরে পদধূলি দিয়া ॥  
 এত বলি ইন্দিরা ধূলায় লুটি যায় ।  
 নামদিয়া প্রভু উদ্ধারিল ইন্দিরায় ॥  
 হরিণাম পেয়ে তবে ইন্দিরা স্তন্দরী ।  
 গৃহ থেকে বাহিরিল সব তাগ করি ॥  
 সেই দিন হৈতে যত খাণ্ডবার নারী ।  
 মন্ত হৈলা হরিণামে চক্ষে বহে বারি ॥  
 এমন দয়াল প্রভু কভু দেখি নাই ।  
 কত পাপী উদ্ধারিলা লেখা জোখা নাই ॥  
 মুরারিগণের ভক্তি দেখিয়া নয়নে ।  
 প্রভাতে বাইতে চাহে চোরানন্দী বনে ॥  
 গ্রাম্যলোক বলে সেথা কিবা প্রয়োজন ।  
 পাপের আকর হয় চোরানন্দী বন ॥  
 চোরানন্দী বনে বহু ডাকাতির বাস ।  
 সেখানে বাইতে কেন কর অভিলাষ ॥  
 প্রভুবলে যাব মুহি চোরানন্দী বন ।  
 চোরানন্দী দেখে সিদ্ধ হবে প্রয়োজন ॥  
 গ্রাম্যলোক বলে সেথা না যাও সন্ন্যাসী ।  
 সাধুর গমন সেথা নাহি ভালবাসি ॥  
 বহুচোর বহু দস্যু থাকে সেই স্থানে ।  
 জীবন সংশয় হবে যাইলে সেখানে ॥

প্রভু বলে কিবা মোর লবে দম্ভ্যগণ ।  
 এখনি সেখানে মুহি করিব গমন ॥  
 রাম স্বামী বলে প্রভু চোরানন্দী বন ।  
 কোন তীর্থ নহে তথা কিবা প্রয়োজন ॥  
 যদি কোন অমঙ্গল করে দম্ভ্যগণ ।  
 তোমার বিরহে লোক ত্যজিবে জীবন ॥  
 প্রভু বলে ভয় নাহি কর রাম স্বামী ।  
 হরিনামে দম্ভ্যগণে মাতাইব আমি ॥  
 এত বলি প্রভু চোরানন্দীতে চলিল ।  
 চোরানন্দী গিয়া বৃক্ষতলায় বসিল ॥  
 এই স্থানে আড্ডা করি বহু দুষ্কৃৎজন ।  
 ডাকাতি করিয়া করে জীবনযাপন ॥  
 একজন লোক আসি কাঁই মাই করি ।  
 কি কহিল আমি সব বুঝিতে না পারি ॥  
 তার বাকা বুলি সব প্রভু সমজিয়া ।  
 কাঁই মাই করি তারে দিলেন বুঝিয়া ॥  
 সেই লোক ক্ষণকাল চাহিয়া রহিল ।  
 ইতি উতি তাকাইয়া বনে প্রবেশিল ॥  
 নারোজী নামেতে এক মহাবলবান্ ।  
 অস্ত্র শস্ত্র সঙ্গে করি হৈল আগুয়ান ॥  
 দুই চারিজন ক্রমে আসি দেখা দিলা ।  
 সম্মানী দেখিয়া সবে প্রণাম করিলা ॥

নারোজী বলিল। তুমি চল মোর স্থানে ।  
 আজিকার রজনীতে থাকিবে সেখানে ॥  
 নারোজীর কথা শুনি প্রভু তবে বলে ।  
 রাত্রি কাটাইব আজি থাকি বৃক্ষতলে ॥  
 শুনিয়া প্রভুর বাক্য নারোজী শ্রবণে ।  
 ভিক্ষা আনি দিতে বলে দুই চারি জনে ॥  
 নারোজীর কথা শুনি ছুটিল সবাই ।  
 যোগাসনে হরিনামে বসিল নিমাই ॥  
 কেহ কাষ্ঠ চিনি আনে কেহ বা তণ্ডুল ।  
 কেহ দুগ্ধ কেহ যত কেহ ফল মূল ॥  
 রাশি রাশি খাদ্য আনি তারা যোগাইল ।  
 বহু খাচ্চ দেখে মোর লালসা বাড়িল ॥  
 বহু দেশ ভ্রমিলাম প্রভুর সহিতে ।  
 এত খাদ্য কোন স্থানে না পাই দেখিতে ॥  
 নানা দ্রব্য যোগাইয়া চারিদিক ঘেরি ।  
 দাঁড়াইলা নারোজীর লোক সারি সারি ॥  
 হরিনাম করিতে করিতে প্রভু মোর ।  
 সেইকালে কৃষ্ণ প্রেমে হইলা বিভোর ॥  
 কোথা রহে দুগ্ধ চিনি কোথায় তণ্ডুল ।  
 পদস্পর্শে চিন্ন ভিন্ন হৈলা ফল মূল ॥  
 দুই চারি জন বলে কেমন সন্ন্যাসী ।  
 ইচ্ছা করি নষ্ট করে খাচ্চদ্রব্য রাশি ॥

নারোজী বলিল কভু দেখি নাই হেন ।  
 সন্ন্যাসী দেখিয়া মোর প্রাণ কাঁদে কেন ॥  
 কত পাপ করিয়াছি কে পারে বলিতে ।  
 আজি কেন ইচ্ছা হয় কৌপীন পরিতে ॥  
 কিসের লাগিয়া আজি প্রাণ মোর কাঁদে ।  
 আমি কি দিলাম পদ সন্ন্যাসীর কাঁদে ॥  
 নষ্ট হৈল সব দ্রব্য নাহি কর ভয় ।  
 পুনঃ যোগাইব আনি এই দ্রব্য চয় ॥  
 এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া নারোজী আপনি ।  
 এক দৃষ্টে চেয়ে দেখে গোরা গুণমণি ॥  
 প্রভুর নয়ন বাহি অশ্রুধারা বহে ।  
 পুতুলের প্রায় সবে দাঁড়াইয়া রহে ॥  
 এই কথা শুনি ক্রমে ডাকাতির দল ।  
 একে একে দেখা দিল ছাড়ি বনস্তল ॥  
 অপরাহ্ন কালে মোর গোরা গুণমণি ।  
 প্রোমে মূরছিত হয়ে পড়িলা ধরনি ॥  
 প্রোমে গদগদ তনু ধূলায় ধূসর ।  
 অশ্রুধারা হৃদয়েতে পড়ে দর দর ॥  
 কান্দিয়া নারোজী বলে শুনহ সন্ন্যাসী ।  
 কি মন্ত্র পড়িলে তুমি বলহ প্রকাশি ॥  
 দেখিয়া তোমার ভাব হয় মোর মনে ।  
 আর না করিব পাপ থাকি এই বনে ॥



ষাটি বর্ষ বয়ঃক্রম হয়েছে আমার ।  
 পাপ কার্য্য না করিব ছাড়িব সংসার ॥  
 অতি দুরাচার আমি ব্রাহ্মণতনয় ।  
 মোরে পদধূলি দিতে না কর সংশয় ॥  
 ছেলে পিলে নাহি মোর নাহিক সংসার ।  
 তবে কেন পাপ কর্ম্ম করি আমি আর ।  
 উদর পোষণ হয় লোকে ভিক্ষা দিলে ।  
 তবে কেন থাকি মুহি দম্ভ্যসহ মিলে ॥  
 বড় ঘৃণা হইয়াছে কুকর্ম্মের প্রতি ।  
 আর না রহিব মুহি দম্ভ্যদলপতি ॥  
 এত বলি নারোজী দলের প্রতি চায় ।  
 অস্ত্র শস্ত্র সেই দণ্ডে টানিয়া ফেলায় ॥  
 প্রভু কহে নারোজী আমার কথা শুন ।  
 আর কত কহিব তোমাতে পুনঃ পুনঃ ॥  
 কোপীন পরিয়া কর লজ্জা নিবারণ ।  
 মার্জিয়া যাচিয়া কর উদর পোষণ ॥  
 কাহার লাগিয়া অর্থ করহ সঞ্চয় ।  
 পিতা মাতা ভাই বন্ধু কেহ কার নয় ॥  
 এক মুষ্টি অল্পে যদি দেহরক্ষা হয় ।  
 তবে কেন পাপে কর অর্থের সঞ্চয় ॥  
 অঞ্জলি পাত্রেরে পিয় ঝরণার জল ।  
 বহু পাত্র সংগ্রহ করিয়া কিবা ফল ॥

কুবের সমান যত আছে ধনিগণ ।  
 একদিন প্রেতপুরে করিবে গমন ॥  
 যে পথে দরিদ্র যাবে এ দেহ ত্যজিয়া ।  
 অবশ্য সম্রাট যাবে সেই পথ দিয়া ॥  
 আমার আমার করি বুঝা কেন মর ।  
 প্রেম ভক্তি সহ ভাই হরি নাম কর ॥  
 এই উপদেশ শুনি নারোজী ব্রাহ্মণ ।  
 আমাদের সঙ্গে চাহে করিতে গমন ॥  
 নারোজী কহিল সব তীর্থ দেখাইব ।  
 তীর্থে তীর্থে আপনার পেছনে যাইব ॥  
 এত দিন চক্ষু অন্ধ! ছিল ভ্রান্তি ধূমে ।  
 আজি হৈতে অস্ত্র শস্ত ফেলিলাম ভূমে ॥  
 এই হস্তে কত নরহত্যা করিয়াছি ।  
 এই মুখে কত জনে কটু বলিয়াছি ॥  
 আর না রহিব মুহি ডাকাতির পতি ।  
 কি পথ দেখালে মোরে অগতির গতি ॥  
 জঙ্গলের মধ্যে থাকি সদা লুকাইয়া ।  
 পাপে দেহ জর জর না দেখি ভাবিয়া ॥  
 এত বলি দস্যুপতি সব ত্যাগিয়া ।  
 চলিল প্রভুর সঙ্গে কোপীন পরিয়া ॥  
 কে কোথা চলিয়া গেল তবে দস্যুগণ ।  
 নারোজী মোদের সঙ্গে করে আগমন ॥

তার পরে চোরানন্দী কানন হইতে ।  
 যাত্রা করি চলে প্রভু খণ্ডলা দেখিতে ॥  
 মলানদী বহে এথা অতি বেগবতী ।  
 খণ্ডলায় গিয়া প্রভু কহে মোর প্রতি ॥  
 প্রভু বলে এই নদী পুণ্যতীর্থ হয় ।  
 এখানে করিলে স্নান পাপ হবে ক্ষয় ॥  
 প্রভুর আজ্ঞায় মুহি সিনান করিয়া ।  
 নগরের মধ্যে যাই ভিক্ষার লাগিয়া ॥  
 নারোজী ঠাকুর মোর পিছে পিছে যায় ।  
 ভিক্ষা করি ফিরিলাম অধিক বেলায় ॥  
 ক্রমে দুই চারিজন খণ্ডলা নিবাসী ।  
 প্রভুর নিয়ড়ে সব দেখাদিল আসি ॥  
 শুদ্ধমনে চারি ধারে বসিলা সকলে ।  
 কেহ বলে চল প্রভু আমার মহলে ॥  
 বড় আতিথেয় হয় বত খণ্ডলিয়া ।  
 টানাটানি করে সবে প্রভুরে লইয়া ॥  
 অবশেষে সকলে বিবাদ বাধাইল ।  
 খুনাখুনি করিবারে প্রস্তুত হইল ॥  
 এক জন বলে মুহি আগে দেখিয়াছি ।  
 আর জন বলে আমি ভিক্ষা আনিয়াছি ॥  
 এইরূপে বিবাদ করয়ে পরস্পরে ।  
 ভাব দেখি প্রভু মোর হাসিলা অন্তরে ॥

এক জন ধনী বলে আমার বাগানে ।  
 ভিক্ষা দিব আজি গিয়া রহ সেই খানে ॥  
 পরিধানে বস্ত্র নাই একি বিড়ম্বনা ।  
 একখানি বস্ত্র দিতে করেছি বাসনা ॥  
 যদি কিছু অর্থ চাহ পথের লাগিয়া ।  
 যা চাহিবে তাই দিব তখনি আনিয়া ॥  
 হাসিয়া কহেন প্রভু শুন মহারাজ ।  
 বিলাস বিভবে মোর নাহি কোন কাজ ॥  
 পরিধানে ছিন্ন বস্ত্র বস্ত্র করে মানি ।  
 কোন প্রয়োজন অর্থে নাহি এই জানি ॥  
 বিভবের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে অহঙ্কার ।  
 সেই অহঙ্কারে বাড়ে কলুষের ভার ॥  
 এই যে ব্রহ্মাণ্ড তুমি দেখিছ নয়নে ।  
 কোথায় চণ্ডিয়া যাবে ভেবে দেখে মনে ॥  
 বিলাস বিভব সব বিলুপ্ত হইবে ।  
 কেবল ব্রহ্মাণ্ড পাত্তি বিরাজ করিবে ॥  
 ভিক্ষা আনিয়াছে মোর সঙ্গী দুইজন ।  
 অধিক ভিক্ষার আর কিবা প্রয়োজন ॥  
 কোনরূপে দেহ রক্ষা না করিলে নয় ।  
 তাই কোন দিন কিছু ভিক্ষা নিতে হয় ॥  
 তবে বহু খাচ্ছ লয়ে বল কি হইবে ।  
 দরিদ্র দুঃখীরা দেহ অভাব পূরিবে ॥

প্রেমসহ হরি বল বসি বৃক্ষ তলে ।  
 বন্ধন কাটিতে তবে পারিবে সকলে ॥  
 মায়ার বন্ধনে থাকি কোন সুখ নাই ।  
 প্রেম ভক্তি সহ মুখে হরি বল ভাই ॥  
 ঈশ্বরের প্রেম ভক্তি রসেতে গঠন ।  
 ভক্তে জানে বিধামতে একত্র মিলন ॥  
 কালসূত্রে স্বর্গ ভোগ সেই কৃষ্ণ ভজে ।  
 বৈকুণ্ঠ নরক তার সেই কৃষ্ণ ভাজে ॥  
 এত বলি প্রভু মোর বাক্য না করিল ।  
 নয়ন মুদ্রিয়া হরি বলিতে লাগিল ॥  
 পুলাকের ভরে জটা খসিয়া পড়িল ।  
 খুলে গেল বতিবাস নাচিতে লাগিল ॥  
 প্রেমেতে বিভোর অঙ্গ ধলায় ধমর ।  
 কি কব প্রেমের কথা কহিতে বিস্তর ॥  
 হরিনাম করি রাত্রি বসিয়া বাটায় ।  
 কাছে বসি দেববারি নারোজী মুচায় ॥  
 প্রভাতে উঠিয়া প্রভু নাসিক নগরে ।  
 চলিলা করিতে তীর্থ বিশুদ্ধ অন্তরে ॥  
 শূর্ণগথা রাক্ষসীর নাসিকা ছেদন ।  
 এই স্থানে করেছিল ঠাকুর লক্ষণ ॥  
 ইহার উদ্ভব ভাগে ত্রিমূলের কাছে ।  
 রামের কুটার ক্ষেত্র বিজ্ঞমান আছে ॥

সেই খানে মহাপ্রভু করিয়া গমন ।  
 স্তব স্তুতি করি শেষে করিলা কীর্তন ॥  
 রামের চরণচিহ্ন আছে এই খানে ।  
 ইহা শুনি ধাইয়া চলিল বন পানে ॥  
 নিবিড় মনের মধ্যে অরণ্যের ধারে ।  
 চরণ দুখানি শোভে প্রসূত উপরে ॥  
 চরণের চিহ্ন প্রভু করিয়া পরশ ।  
 গাঢ়তর প্রেমভরে হইলা অবশ ॥  
 পুলকে মাথায় জটা নাচিয়া উঠিল ।  
 সেই ক্ষীণ দেহ যেন ফুলিতে লাগিল ॥  
 প্রভু বলে কোথা রাম প্রাণের ঈশ্বর ।  
 হৃদয়ে দেখা দিয়া জুড়াই অন্তর ॥  
 অবশেষে মোর কণ্ঠ আঁকড়ি ধরিয়া ।  
 কোথা মোর রাম বলি উঠিল কান্দিয়া ॥  
 পদ্মগন্ধ বাহিরিছে প্রভুর শরীরে ।  
 সমীরণ বহিতে লাগিল ধীরে ধীরে ॥  
 কি কব প্রেমের কথা কহিতে উরাই ।  
 এমন আশ্চর্য্য ভাব কভু দেখি নাই ॥  
 কৃষ্ণ হে বলিয়া ডাকে কথায় কথায় ।  
 পাগলের আয় কভু ইতি উতি চায় ॥  
 কি জানি কাহারে ডাকে আকাশে চাহিয়া ।  
 কখন চমকি উঠে কি যেন দেখিয়া ॥

উপবাসে কেটে যায় দুই এক দিন ।  
 অন্ন না খাইয়া দেহ হইয়াছে ক্ষীণ ॥  
 তার পরে পঞ্চবটী করিয়া প্রবেশ ।  
 লক্ষ্মণের প্রতিষ্ঠিত দেখিলা গণেশ ॥  
 একদিন গুহামধ্যে পঞ্চবটী বনে ।  
 ভিক্ষা হাতে এসে মুহি দেখি সজ্জোপনে ॥  
 নিথর নিঃশব্দ সেই জনশূন্য বন ।  
 মাঝে মাঝে বাস করে দুই চারি জন ॥  
 কিম্ব কিম্ব করিতেছে বনের ভিতর ।  
 চক্ষু মুদি কি ভাবিছে গৌরঙ্গ সুন্দর ॥  
 অঙ্গ হৈতে বাহির হয়েছ তেজোরশি ।  
 ধ্যান করিতেছে মোর নবীন সন্ন্যাসী ॥  
 এই ভাব হেরে মোর ধাঁধিল নয়ন ।  
 গুড়ি গুড়ি কাছে যাই করিতে দর্শন ॥  
 নারোজী গিয়াছে কোথা ফল আনিবারে ।  
 দাণ্ডাইয়া রহিলাম মুহি এক ধারে ॥  
 পদশব্দ পেয়ে প্রভু বেন আচম্বিতে ।  
 সব ভাব সংবরিল দেখিতে দেখিতে ॥  
 কোথা হতে ফল মূল নারোজী আভরি ।  
 দাঁড়াইলা সম্মুখেতে জোড় হাত করি ॥  
 ভোগদিয়া কিঞ্চিৎ খাইয়া গোরা রায় ।  
 বসিয়া বসিয়া সব রজনী কাটায় ॥

পঞ্চবটী তেয়াগিয়া মোর গৌর হরি ।  
 প্রভাতে চলিয়া যায় দমন নগরী ॥  
 একদিন দমন নগরে না রহিল ।  
 দমন ছাড়িয়া প্রভু উত্তরে চলিল ॥  
 তার পর পক্ষকালে ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া ।  
 পথে পথে কাটাইলা গোরা বিনোদিয়া ॥  
 ক্রমে ক্রমে সুরথের রাজ্যে চলি যায় ।  
 অষ্টভুজা দেখি প্রভু ধরণি লুটায় ॥  
 অষ্টভুজা ভগবতী দেখিয়া নয়নে ।  
 তিন দিন বাস করে প্রভু সেই খানে ॥  
 অষ্টভুজা প্রতিষ্ঠিত সুরথ রাজার ।  
 ভগবতী দেখে হৈল আনন্দ অপার ॥  
 দেবীর মন্দিরে ছিল একই সন্ন্যাসী ।  
 প্রভুরে পুজিতে কিছু হৈলা অভিলাষী ॥  
 ন্যাসী বলে এস এস সন্ন্যাসী গোঁসাই ।  
 তোমায় সমান সাধু কভু দেখি নাই ॥  
 তোমারে দেখিয়া ভক্তি উপজিছে মনে ।  
 সংসার সাগর বল তরিব কেমনে ॥  
 কিক্রমে ভজিতে হয় পরম ঈশ্বর ।  
 ইহা বলি ব্যাকুলতা ঘুচাও আমার ॥  
 প্রভু বলে সার তব্ব কিছু নাহি জানি ।  
 মনের আঁধার সব ঘুচাবে ভবানী ॥



সুন্দর নায়ক দেখি সামান্য নায়িকা ।  
 যেই ভাবে দেখে তারে হয়ে রাগান্বিতা ॥  
 সেই ভাবে কৃষ্ণকে ডাকহ বার বার ।  
 আপনি ঘুচিয়া যাবে মনের আঁধার ॥  
 কহিতে কহিতে কথা একই ব্রাহ্মণ ।  
 ছাগ বলি দিতে আসে দেবীর সদন ॥  
 প্রভু বলে বলি দাও ভক্ষণের তরে ।  
 নাহি জান কোথায় হইবে গতি পরে ॥  
 পবিত্র মুরতি দেবী শাস্ত্রের বচন ।  
 কেমনে করেন তিনি অভক্ষ্য ভক্ষণ ॥  
 লক্ষ বলি দিয়াছিল সুরথ ভূপতি ।  
 প্রেত পুরে লক্ষ অসি পাড়ে তার প্রতি ॥  
 আলোচনা নাহি কর শাস্ত্রের বচন ।  
 পশু হিংসা করি কর ধর্ম্ম আচরণ ॥  
 মাংসাশী রাক্ষসগণ খাইবার তরে ।  
 ব্যবস্থা দিয়াছে পশু হিংসা করিবারে ॥  
 অহিংসা পরম ধর্ম্ম সর্ব শাস্ত্রে কয় ।  
 জীবে দয়া কর হবে আনন্দ উদয় ॥  
 আঁটি সাঁটি করি মায়া করেছে বন্ধন ।  
 বিনা অস্ত্রে কুরুপেতে করিবে ছেদন ॥  
 তামস আহারে রতি তাই মেষ ছাগ ।  
 কাটিতে দেবীর কাছে কর অনুরাগ ॥

পশু হিংসা করিয়া পাইবে পরিত্রাণ ।  
 সেই লাগি এসেছ করিতে বলিদান ॥  
 আত্মারে বাহির কর শরীর হইতে ।  
 মৃত দেহ মধ্যে আত্মা পার কি পূরিতে ॥  
 দেবীর সম্মুখে যদি কেহ ভক্তি ভরে ।  
 নরবলি রূপে তব শিরশ্ছেদ করে ॥  
 কেমন তোমার চিত্ত করে বল ভাই ।  
 পশু ছাড়ি দেহ মুহি ঢঞ্চে দেখে যাই ॥  
 অষ্টভুজা ভগবতী মদমাংস খাবে ।  
 একথা শুনিলে সাধু হাসিয়া উড়াবে ॥  
 সনাতন ধর্ম্মে দেহ নিজ নিজ মনঃ ।  
 শাস্ত্র অনুসারে ছাড় মন্দ আচরণ ॥  
 পরম বৈষ্ণবী দেবী মাংস নাহি খায় ।  
 তবে কেন বলিদানে ভুলাও তাঁহায় ॥  
 করিলে জীবের হিংসা যদি ধর্ম্ম হয় ।  
 তবে কেন দস্তাগণে সাধু নাহি কয় ॥  
 প্রতিদিন মৎস্যজীবী বহু মৎস্য মাঝে ।  
 তবে কেন ধান্নিক না কহিব তাহারে ?  
 নরহত্যা পশুহত্যা হয় মহা পাপ ।  
 এই পাপ আচরিলে বাড়িবে ত্রিতাপ ॥  
 অষ্টভুজা ভগবতী দেখিবারে গিয়া ।  
 এই উপদেশ দিলা শাস্ত্র বিচারিয়া ॥

দুর্গারে পূজিতে এসেছিল যেই জন ।  
 ভক্তি করি প্রভু বাক্য করিলা শ্রবণ ॥  
 শুনিয়া প্রভুর বাক্য বৈরাগ্য হইল ।  
 বলির ছাগল তবে ব্রাহ্মণ ছাড়িল ॥  
 পুষ্প আর বিল্বদলে পূজি বিপ্রবর ।  
 অনন্দে কিরিয়া গেল আপনার ঘর ॥  
 দেবার সম্মুখে প্রভু আঁটিয়া বসিল ।  
 জোড় হস্তে ভবানীর স্তব আরম্ভিল ॥  
 স্তুতি নতি ভবানীরে করি গোরা রায় ।  
 মহাতীর্থে তাপতী নদীর দিকে ধায় ॥  
 তিন সন্ধ্যা স্নান করি তাপতীর জলে ।  
 বামন দেবের মূর্তি দেখিবারে চলে ॥  
 একই প্রান্তর ভূমে তাপতীর কাছে ।  
 বামন দেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে ॥  
 বলি রাজা এই মূর্তি করিলা স্থাপন ।  
 তাপতী হইল তীর্থ ইহার কারণ ॥  
 বামন করিলা স্নান তাপতীর জলে ।  
 সেই লাগি তাপতীরে মহাতীর্থ বলে ॥  
 বামন দেবের পদে নমস্কার করি ।  
 যজ্ঞ কুণ্ড দেখিবারে যায় গোর হরি ॥  
 ভৈরোচ নগরে যজ্ঞ কুণ্ড দেখিবারে ।  
 তাপতী ছাড়িয়া যায় নন্দদার ধারে ॥

ভঁরোচেতে যজ্ঞ কুণ্ড বলিরাজা করে ।  
 কুণ্ড দেখিবারে যায় প্রকুল অন্তরে ॥  
 প্রকাণ্ড কুণ্ডের খাত দেখিয়া নয়নে ।  
 অপার আনন্দ হইল চৈতন্যের মনে ॥  
 মহাতীর্থ নর্গদায় সিনান করিয়া ।  
 বরোদা নগরে যায় গোরা বিনোদিয়া ॥  
 বরোদার পূর্বভাগে ডাঁকোরজী ঠাকুর ।  
 ডাঁকোরজী দেখিতে ইচ্ছা হইল প্রভুর ॥  
 ডাঁকোরজীর আঙ্গিনায় প্রকাণ্ড নমাল ।  
 তার নিম্নে দাণ্ডাইলা শর্টার ঢুলাল ॥  
 ডাঁকোরজী দেখিয়া প্রভু নতি স্তুতি করি ।  
 ফিরিয়া আইলা পুনঃ বরোদা নগরী ॥  
 বরোদার রাজা বড় গুণ্যবান্ হয় ।  
 গোবিন্দ সেবায় রত রাজা মহাশয় ॥  
 গোবিন্দের মন্দির স্বহস্তে মুক্ত করে ।  
 অশ্বরীষ সম রাজা ঘোষে পরস্পরে "   
 সদা ব্যস্ত মহারাজ গোবিন্দের লাগ ।  
 গোবিন্দ সেবায় রাজা সদা অনুরাগী ॥  
 স্বহস্তে তুলিয়া রাজা তুলসীনগরী ।  
 গোবিন্দের পাদপদ্মে দেন ভক্তি করি ॥  
 সন্ধ্যাকালে গোবিন্দের বাড়ী গোরা যায় ।  
 গোবিন্দ দেখিয়া প্রেমে লুপ্তিত ধরায় ॥

ছিন্ন এক বহির্বাস পাগলের বেশ ।  
 সদা উন্মত্ত প্রভু কৃষ্ণেতে আবেশ ॥  
 সব অঙ্গে ধূলা মাখা মুদ্রিত নয়ন ।  
 গোবিন্দ দেখিয়া অশ্রু করে বরষণ ॥  
 তিন দিন পরে এথা বিপদ ঘটিল ।  
 জ্বর রোগে নারোজীর মরণ ঘটিল ॥  
 মৃত্যু কালে সম্মুখে বসিয়া গোরা রায় ।  
 পদ্ম হস্ত বুলাইলা নারোজীর গায় ॥  
 যেই কালে নারোজীর নয়ন মুদিল ।  
 আপনি শ্রীমুখে কর্ণে কৃষ্ণনাম দিল ।  
 নারোজী ঠাকুর হয় বড় ভাগ্যবান্ ।  
 তার কানে কৃষ্ণনাম দিলা ভগবান্ ॥  
 নারোজী মরণকালে জোড় হাত করি ।  
 তাকারে প্রভুর দিকে বলে হরি হরি ॥  
 নারোজীরে কোলে করি প্রভু বিশ্বস্তর ।  
 তমালের তল হৈতে করে স্থানান্তর ॥  
 ভিক্ষা করি নারোজীর সমাধি হইল ।  
 সমাধি বেড়িয়া প্রভু কীর্তন করিল ॥  
 এই কথা মহারাজ শুনি কাণা কাণি ।  
 সন্ন্যাসীরে বাঁকি দিতে আইলা আপনি ॥  
 প্রভুরে দেখিয়া রাজা প্রণাম করিল ।  
 ভাল মন্দ কোন কথা প্রভু না কহিল ॥

আদরেতে রাজা বলে ভিক্ষা করিবারে ।  
 প্রভু বলে ভিক্ষা পাই গৃহস্থের দ্বারে ॥  
 বিলাসের ভিক্ষায় নাহিক প্রয়োজন ।  
 তব দ্বারে ভিক্ষা নাহি চাহি একারণ ॥  
 হাত জোড়ি রাজা কহে ভিক্ষা লইবারে ।  
 অগত্যা লইতে ভিক্ষা কহিলা আমারে ॥  
 প্রভুর ইঙ্গিতে তবে ভূপতির ঠাই ।  
 সামান্য লোকের ছায় মুষ্টি ভিক্ষা চাই ॥  
 ভিক্ষা দিয়া মহারাজ করিলা গমন ।  
 নিত্য ক্রিয়া গোরা চাঁদ করে সমাপণ ॥  
 পশ্চিমেতে প্রভাতে উঠিয়া চলে যাই ।  
 কিছু দূর গিয়া মোরা মহানদী পাই ॥  
 বড় বেগবতী নদী দেখিতে সুন্দর ।  
 তার মধ্যে বেগে চলে বিস্তর পাথর ॥  
 নদী পার হয়ে মোর গোরা বিনোদিয়া ।  
 আমেদাবাদের কাছে পৌছছিল গিয়া ॥  
 আশ্চর্য্য আমেদাবাদ জাঁকের সহর ।  
 কতই উচ্চান কত গৃহ মনোহর ॥  
 বড় বড় অট্টালিকা মধ্যে শোভা পায় ।  
 নিরন্ত দেশের লোক অতিথি সেবায় ॥  
 গ্রাম্য লোক অতিথিরে দেবতুল্য মানে ।  
 অতিথির সেবা তারা করে প্রাণপণে ॥

প্রভুর রূপেতে লোক মোহিত হইয়া ।  
 ভক্তি ভাবে চারিদিকে দাঁড়ায় আসিয়া ॥  
 কেহ বলে শুন শুন নবীন সন্ন্যাসী ।  
 ভিক্ষা দেই সেবা কর মোর গৃহে আসি ॥  
 প্রভু বলে না যাইব গৃহীর আগারে ।  
 আজি রাত্রি কাটাইব নন্দনীর ধারে ॥  
 নন্দনী নামেতে এক বাগিচা সুন্দর ।  
 তার ধারে আড্ডা করে প্রভু বিশ্বস্তর ॥  
 ইহা দেখি গ্রাম্য লোক ভিক্ষা আনি দিল ।  
 রজনীতে গোরা চাঁদ ভোগ লাগাইল ॥  
 বড় লোক জন আসি প্রভুরে বেষ্টিয়া ।  
 ভক্তি ভরে কথা কহে সন্ন্যাসী দেখিয়া ॥  
 এক জন পণ্ডিত আসিয়া দেখা দিল ।  
 শ্রীভাগবতের শ্লোক পড়িতে লাগিল ॥  
 প্রভু বলে কৃষ্ণগুণ গাহ ভাল করি ।  
 ইচ্ছা হয় শ্লোক শুনি সমস্ত পাশরি ॥  
 ভাগবত নিত্য তুমি কর আলোচনা ।  
 তোমাতে দেখিলে ঘুচে সংসার বাতনা ॥  
 প্রতিদিন কর তুমি কৃষ্ণগুণগান ।  
 ধন্য ধন্য বিপ্র তুমি বড় ভাগ্যবান ॥  
 প্রভুর সহিত বিপ্র করি আলাপন ।  
 সমস্ত লোকেরে ডাকি कहিলা তখন ॥

ভাল করি কর সবে সন্ন্যাসীর সেবা ।  
 সন্ন্যাসী সামান্য নহে হবে কোন দেবা ॥  
 ইহারে দেখিলে হয় বৈরাগ্য উদয় ।  
 সামান্য মানুষ নহে জানিহ নিশ্চয় ॥  
 না পারি লোকের বুলি সমস্ত বুঝিতে ।  
 যাহা পারি তাহা লিখি আকার ইঙ্গিতে ॥  
 এই দেশে তীর্থ পর্যাটিয়া দীর্ঘকাল ।  
 সকলের বুলি বুঝে শচীর ছলাল ॥  
 দুই চারি বাত কভু প্রভুরে পুছিয়া ।  
 করচা করিয়া রাখি মনে বিচারিয়া ॥  
 যেই লীলা দেখিলাম আপন নয়নে ।  
 করচা করিয়া রাখি অতি সঙ্গোপনে ॥  
 সদা উন্মত্ত প্রভু কৃষ্ণপ্রেমাবেশে ।  
 তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়ায় দেশে দেশে ॥  
 আমেদাবাদের মধ্যে বহু লোক জুটি  
 প্রভুরে দেখিতে সব আসে গুটি ॥  
 বহু লোক চারি পাশে দেখি গোরা রায় ।  
 আনন্দে মাতিয়া নাম সকলে বিলায় ॥  
 প্রভু বলে ভক্তি ভরে নাম কর সবে ।  
 সব তাপ দূরে যাবে দুঃখ নাহি রবে ॥  
 কাহাকেও না করিবে ঘৃণা গর্ব ভরে ।  
 গর্ব শূন্য হয়ে বল হরে কৃষ্ণ হরে ॥



বিচার গৌরবে নহে পণ্ডিত সে জন ।  
 ভক্তি রসে যে জনের শুদ্ধ নাহি মনঃ ॥  
 কোটি বিশ্ব যেই জন তৃণ সম গণি ।  
 প্রেমে মত্ত হয় তারে ভক্ত বলি মানি ॥  
 প্রেম ভক্তি সার তত্ত্ব শ্রুতি ইহা কহে ।  
 প্রেমে মত্ত হরিভক্ত মুক্তি নাহি চাহে ॥  
 প্রেম ভক্তি হয় যার কণ্ঠের ভূষণ ।  
 নিত্য পারিকর হয় কৃষ্ণের সে জন ॥  
 কৃষ্ণপ্রেম শিখরিণী যে করে আশ্বাদ ।  
 সেবিত্তে তাহার পদ না করি বিবাদ ॥  
 এই দেহে যেই জন কাটিয়া বন্ধন ।  
 কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হয় ঠাকুর সেজন ।  
 মহামায়া জ্ঞানচক্ষে ধূলি প্রক্ষেপিয়া  
 দিয়াছে চৈতন্যে জড়ে গ্রন্থি লাগাইয়া ॥  
 সে কারণ মূৰ্খ লোক এই চরাচরে ।  
 মুগ্ধ হয়ে জড় দেহে আত্মবুদ্ধি করে ॥  
 জড় দেহে অভিমান ছাড়ে যেই জন ।  
 মাথার ঠাকুর সেই বেদের কথন ॥  
 কৃষ্ণ প্রেমে নিমগন পরম বৈষ্ণব ।  
 বহু গুণগোল করি না করে কৈতব ॥  
 বেদান্তের মুখ্য অর্থ যেই নাহি জানে ।  
 সেই জন জীব ব্রহ্মে এক করি মানেন ॥

এত বলি পর দিন গোরা বিনোদিয়া ।  
 চলিলা পশ্চিম ভাগে নগর ছাড়িয়া ॥  
 কিছু দূর গিয়া দেখি নদী শুভ্রামতী ।  
 কুলু কুলু স্বরে গান করে রসবতী ॥  
 নদী পারে গিয়া দেখি দুই চারি জন ।  
 দ্বারকায় যাইতেছে তীর্থের কারণ ॥  
 দেখিলাম তার মধ্যে বাঙ্গালি দুজনে ।  
 মহাভক্ত রামানন্দ গোবিন্দ চরণে ॥  
 বহু কাল পরে গোড়বাসীয়ে দেখিয়া ।  
 আনন্দে মানস যেন উঠিল নাচিয়া ॥  
 পুছিলাম রামানন্দে কোথা তব ঘর ।  
 রামানন্দ বলে ভাউ কুলীন নগর ॥  
 শুভ্রামতী নদী মধ্যে প্রভু করে স্নান ।  
 হেন কালে রামানন্দ করে আলাপন ॥  
 রামানন্দ বলে তুমি চলেছ কোথায় ।  
 মুহি বলি প্রভু সঙ্গে যাই দ্বারকায় ॥  
 চৈতন্য দেবের নাম রামানন্দ শুনি ।  
 প্রকুল বদন যেন হইল অমনি ॥  
 ধেয়ে গিয়া রামানন্দ প্রণাম করিল ।  
 দুই চারি বাত তারে চৈতন্য পুছিল ॥  
 পরম বৈষ্ণব হয় রামানন্দ দাস ।  
 রামানন্দ দাসে প্রভু দিলেন আশ্বাস ॥

প্রভু বলে রামানন্দ তোমারে দেখিয়া ।  
 গোড়ের ভাব মনে উঠিল জাগিয়া ॥  
 কত দিন গৃহত্যাগ করিয়াছ তুমি ।  
 কত দিন আসিয়াছ এই পুণ্যভূমি ॥  
 চল তবে এক সঙ্গে দ্বারকা যাইব ।  
 আনন্দে দ্বারকাপীণে সকলে হেরিব ॥  
 এত শুনি প্রভুমুখে রামানন্দ দাস ।  
 থাকিতে প্রভুর সঙ্গে পাইল উল্লাস ॥  
 সিনান করিয়া প্রভু ধীরে ধীরে যায় ।  
 বোগা নামে গড়গ্রামে আসিয়া পৌঁছায় ॥  
 বারমুখী নামে বেশ্যা থাকে এই টাঁই ।  
 তাহার ধনের কথা কহিবারে নাই ॥  
 বেশ্যাবৃত্তি করি সাধিয়াছে বহু ধন ।  
 বহু মূল্য হয় তার বসন ভূষণ ॥  
 প্রকাণ্ড বাড়ীর মধ্যে বারমুখী থাকে ।  
 হরিতে ধর্মীর ধন ফিরে পাকে পাকে ॥  
 পেশয়াজি পরিধানে উগমগি চায় ।  
 কত শত কামাচার তার গৃহে যায় ॥  
 বহু দাস দাসী লয়ে থাকে এই গানে ।  
 জাঁক পশারের কথা সর্ব লোকে জানে ॥  
 প্রকাণ্ড বাগিচা নাম পিয়ার কানন ।  
 কাননের ধারে প্রভু করিলা গমন ॥

অতি বড় নিম্ব বৃক্ষ আছে এই স্থানে ।  
 কি ভাবিয়া প্রভু গিয়া বসিলা সেখানে ॥  
 আজ্ঞা পেয়ে মুহি যাই গৃহস্থের দ্বারে ।  
 ফল মূল আদি কিছু ভিক্ষা করিবারে ॥  
 ভিক্ষা করি আইলাম দিবা দ্বিপ্রহরে ।  
 ভোগ লাগাইলা প্রভু প্রফুল্ল অন্তরে ॥  
 প্রসাদ পাইলু তবে মোরা তিন জনে ।  
 মুহি রামানন্দ আর গোবিন্দ চরণে ॥  
 হাসিয়া গোবিন্দ মুহি মিতে বলি ডাকি ।  
 প্রভু বলে রামানন্দে কেন দেহ কঁাকি ॥  
 গোবিন্দ যত্নপি মিতে হইল তোমার ।  
 তবে রামানন্দ মিতে হইল আমার ॥  
 হাসিতে হাসিতে রামানন্দে মিতে বলি ।  
 নাম আরস্তিলা প্রভু দিয়া করতালি ॥  
 প্রভু মুখে রামানন্দ একথা শুনিয়া ।  
 এক পার্শ্বে দাণ্ডাইলা হাত কঢ়ালি ॥  
 বহুতর লোক জুটে নাম শুনিবারে ।  
 অশ্রুবহে প্রভুর নয়নে শত ধারে ॥  
 পিচকিরি সম অশ্রু বহিতে লাগিল ।  
 তাহা দেখি যোগাবাসী আশ্চর্য্য হইল ॥  
 দেখিয়া প্রভুর সেই হরিসঙ্কীৰ্ত্তন ।  
 মাতিয়া উঠিল প্রেমে দুই চারি জন ॥

গ্রাম্য লোক জনের নয়নে বহে বারি ।  
 বহু লোক আসি দাড়াইলা সারি সারি ॥  
 কেমন ভক্তির ভাব कहনে না যায় ।  
 অনিমিষে প্রভুর বদন পানে চায় ॥  
 কখন হাসিছে প্রভু কখন কাঁদিছে ।  
 কখন বা বাহু তুলি নাচিছে গাইছে ॥  
 থর থর কাঁপে কভু ঘর্ম্ম বারি বহে ।  
 কখন বা প্রেমা বেশে চুপ করি রহে ॥  
 কখন টলিছে রোগাশিশু কলেবরে ।  
 প্রাণ কৃষ্ণ বলি কভু ডাকে উচ্চস্বরে ॥  
 ঈশ্বরের প্রেমে মত্ত নবীন সন্ন্যাসী ।  
 এই কথা কাণা কাণি করে নোগাবাসী ॥  
 হরি হরি বলিতে আনন্দ ধারাবহে ।  
 পুতুলের প্রায় সবে দাণ্ডাইয়া রহে ॥  
 আধ নিম্নালিত চক্ষু জটা এলায়েছে ।  
 ধূলা মাটি মেখে অঙ্গ মলিন হয়েছে ॥  
 কোথায় প্রাণের কৃষ্ণ এই বলি ডাকে ।  
 কখন বা হাত তুলি উদ্ধ মুখে থাকে ॥  
 গোবিন্দ রে কাঁহা কৃষ্ণ মিলাও আনিয়া ।  
 কোথায় প্রাণের কৃষ্ণ দেহ দেখাইয়া ॥  
 এক বার ঐ বলি ধাইয়া যাইল ।  
 বাহু পশারিয়া নিশ্বে জড়ায়ে ধরিল ॥

ঈশ্বরের প্রেমে মত্ত হইল নিমাই ।  
 এমন উন্মাদ মুহি কভু দেখি নাই ॥  
 বহু দিন সঙ্গে থাকি ফিরি নানা দেশ ।  
 দেখি নাই কোন দিন এমন আবেশ ॥  
 রামানন্দ গোবিন্দ চরণ দুই ধারে ।  
 তালি দিয়া হরি ধ্বনি করে বারে বারে ।  
 প্রকাণ্ড এক গুড় ছিল সড়কের ধারে ।  
 আবেশে গড়ায়ে পড়ে তাহার ভিতরে ॥  
 এক জন দুইট আসি করি হানা পানা ।  
 প্রভুরে বলিলা কেন কর প্রবঞ্চনা ॥  
 গ্রামা লোকে ভুলাইয়া অর্থ লবে হরি ।  
 তাই বেড়াইছ তুমি হরিন্বনি করি ॥  
 সন্ন্যাসীর পরীক্ষা লইতে আসিয়াছি ।  
 কত শত কপট সন্ন্যাসী দেখিয়াছি ॥  
 সে পাষাণ্ড এই কথা कहিলা যখন ।  
 প্রণাম করিতে তারে চাহে গ্রাম্য জন ॥  
 প্রভু বলে ভাই সব মারিবে কাহারে ।  
 হরিনাম সুখা পান করাও উহারে ॥  
 পিপাসায় শুষ্ক কণ্ঠ হয়েছে উহার ।  
 উহার বদনে সুখা দেহ এক ধার ॥  
 ভক্তি বিনা শুকায়েছে উহার হৃদয় ।  
 নাম দিয়া নাশহ উহার যমভয় ॥

মরুভূমি সম হয় পাষাণের মনঃ ।  
 উৎপাদিকা শক্তি তাহে করহ অর্পণ ॥  
 এস সাধু মোর কাছে হরিনাম দিব ।  
 তোমার পাপের ভার উত্তারিয়া নিব ॥  
 সব তাপ দূর হবে এই মন্ত্র বলে ।  
 হরিনাম মন্ত্র পাঠে সত্ত ফল ফলে ॥  
 এই মহামন্ত্র পাঠ করে যেই জন ।  
 সে পাপী নরকে কভু না করে গমন ॥  
 এমন সুলভ মন্ত্র থাকিতে জগতে ।  
 পাপী কেন অনর্থক ফিরে মন্দ পথে ॥  
 এত বলি মহাপ্রভু তার কাছে গিয়া ।  
 হরিনাম সুধা কর্ণে দিলেন ঢালিয়া ॥  
 দয়াল চৈতন্য জীবে করিতে নিস্তার ।  
 ভ্রমিছেন ইতি উতি হয়ে নির্বিদ্যকার ॥  
 জানালা হইতে দেখি এসব ব্যাপার ।  
 বারমুখী মনে মনে করয়ে বিচার ॥  
 আশ্চর্য্য প্রভুর দয়া দেখিয়া নয়নে ।  
 আপনারে ধিক দেয় বসিয়া নির্জনে ॥  
 বারমুখী বলে ছি ছি অর্থের লাগিয়া ।  
 দিনে শত বার দেহ ফেলাই বেচিয়া ॥  
 পাপমূর্ত্তি পরপুরুষের সঙ্গে মেলি ।  
 ছি ছি নিত্য নিত্য আমি করি কাম-কেলি ॥

এই যে সন্ন্যাসী দেখি ঈশ্বর সমান ।  
 সব ছাড়ি যাই মুহি এর বিচ্যমান ॥  
 সন্ন্যাসীর টাকা কড়ি সঙ্গে কিছু নাই ।  
 তবে কেন উহারে দেখিয়া সুখ পাই ॥  
 কেন বা নরক ভোগ ঘরে বসে করি ।  
 আমার প্রতি কি দয়া না করিবে হরি ॥  
 বালাজী দুষ্কের কাণে কি মন্ত্র পড়িয়া ।  
 এইত সন্ন্যাসী দিলা উদ্ধার করিয়া ॥  
 ইহার নিকটে গিয়া পাপ ক্ষয় করি ।  
 কাছে গিয়া জড়াইয়া পদ চাপি ধরি ॥  
 জানালা হইতে ইহা বারমুখী বলে ।  
 তার কথা শুনে সুখী হইলা সকলে ॥  
 লোক জন চারি ধারে একথা তুলিয়া ।  
 মহা কোলাহল করে হাসিয়া হাসিয়া ॥  
 ক্রণকাল পরে বেশ্যা নামিয়া আসিল ।  
 মিরানামে তার দাসী পেছনে চলিল ॥  
 বারমুখী বলে তবে বিনয়ে মিরারে ।  
 আজি হৈতে সর্ব্ব ধন দিলাম তোমারে ॥  
 বহু অর্থ আছে মোর সব তুচ্ছ করি ।  
 আজি হৈতে হইলাম পথের ভিকারী ॥  
 এলাইয়া দিলা কেশ বারমুখী দাসী ।  
 স্থির বিদ্যুতের পাশে যেন মেঘরাশি ॥



নিতম্ব ছাড়ায়ে পড়ে দীর্ঘ কেশ জাল ।

নয়ন মুদিয়া রহে শচীর তুলাল ॥

আশ্চর্য্য রূপের ছটা সকলে দেখিয়া ।

তাহার বদন পানে রহে তাকাইয়া ॥

বারমুখী হাত জোড়ি কহে বার বার ।

বন্ধন কাটিয়া দেহ সন্ন্যাসী আমার ॥

বড়ই পাপিষ্ঠ মুহি নরকের কীট ।

যদি দয়া নাহি কর যাব পিট পিট ॥

দাসীরে বলিয়া দেহ কিসে ত্রাণ পাব ।

মরণান্তে যমভয় কিরূপে এড়াব ॥

এই পাপ দেহে আর কিবা প্রয়োজন ।

এত বলি দীর্ঘ কেশ করিল ছেদন ॥

সামান্য বসন পরি লজ্জা নিবারিল ।

জোড় হস্তে প্রভুর সম্মুখে দাঁড়াইল ॥

প্রভু বলে বারমুখী দুই চারি কথা ।

তোমারে কহিয়া দেই করহ সর্ববথা ॥

এই স্থানে করি তুমি তুলসী কানন ।

তার মাঝে থাকি কর কৃষ্ণের সাধন ॥

তুমি কৃষ্ণ তুমি হরি বারমুখী বলে ।

এই মাত্র বলি পড়ে প্রভু-পদতলে ॥

বারমুখী পদতলে যখন পড়িল ।

তিন চারি পদ প্রভু অমনি হটিল ॥

আর যত লোক ছিল কাছে দাঁড়াইয়া ।  
 ধন্য ধন্য করে সবে বেশ্যারে দেখিয়া ॥  
 মিরাবাই দাসী বল কান্দিতে লাগিল ।  
 হাসিমুখে বারমুখী তাহারে কহিল ॥  
 কাণ দিয়া শুন মির। আমার বচন ।  
 তোমাতে দিলাম মোর যত আছে ধন ॥  
 ভাল রূপে সেবা কোরো অতিথি আইলে ।  
 হরিনামে মন দিও বসিয়া বিরলে ।  
 না করিবে পাপ কন্ম মোর দিব্য লাগে ॥  
 ভজিবে শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রেম অনুরাগে ॥  
 প্রেম করা ভাল বটে ধৃষ্ট সহ নয় ।  
 কৃষ্ণের সহিত মির। করিও প্রণয় ॥  
 দেহ মনঃ প্রাণ সব কৃষ্ণে সমর্পিবে ।  
 তাহা হৈলে নিত্য ধন কৃষ্ণেরে পাইবে ॥  
 শুনহ আমার কথা মির। মন দিয়া ।  
 কারো সঙ্গ না করিবে কৃষ্ণেরে ছাড়িয়া ॥  
 অবশ্য কৃষ্ণের কৃপা তোমাতে হইবে ।  
 প্রাণ পণে কৃষ্ণ ধনে কভু না ছাড়িবে ॥  
 প্রভুর কৃপায় মোর কেটেছে বন্ধন ।  
 আজি হৈতে বাসস্থান তুলসী কানন ॥  
 এত বলি বারমুখী লয়ে জপ মালা ।  
 তুলসী কানন করে ভুলি সব জ্বালা ॥

বারমুখী কুলটারে প্রভু ভক্তি দিয়া ।  
 সোমনাথ দেখিবারে চলিল ধাইয়া ॥  
 জ্ঞানেন্দ্রাবাদেন দিকে প্রভু চলি যায় ।  
 বহু কষ্টে তিন দিনে পৌঁছায় তথায় ॥  
 জ্ঞানেন্দ্রাবাদেন লোক বড় দুঃখী হয় ।  
 কিন্তু অতিথির বহু সম্মান করয় ॥  
 গ্রামবাসী বহু লোক ভিক্ষা আনি দিল ।  
 রুটি করি প্রভু মোর ভোগ লাগাইল ॥  
 প্রবেশিয়া একজন মালীর বাগানে ।  
 যাপিলাম রাত্রি মোরা আনন্দিত মনে ॥  
 প্রভাতে উঠিয়া মোরা সোমনাথে বাই ।  
 ছয় দিন পরে গিয়া সেখানে পৌঁছাই ॥  
 নাহিক পূর্বের শোভা নাহি সে মন্দির ।  
 দুঃখের অবস্থা দেখি চক্ষে বহে নীর ॥  
 চিনি ঢাবা ভাঙ্গা চিহ্ন আছে সেই খানে ।  
 দেখিয়া আঘাত বড় লাগিল পরাণে ॥  
 মন্দির বাড়ীর শোভা গিয়াছে চলিয়া ।  
 ইহা দেখি প্রভু মোর আবুল কাঁদিয়া ॥  
 কান্দিয়া আমার প্রভু বলিতে লাগিল ।  
 ছুরাক্সা যবন আসি কি দশা করিল ॥  
 কোথা লুকাইলে প্রভো যবনের ভয়ে ।  
 একবার দেখাদিয়া জুড়াও হৃদয়ে ॥

হায় হায় ইহ দুঃখ कहने না যায় ।  
 সোমনাথে উদ্দেশিয়া কান্দে গোরা রায় ॥  
 প্রভু বলে এত শোভা কেবা হরে নিল ।  
 অর্ণের লাগিয়া দুষ্ট এদশা করিল ॥  
 অহে প্রভো সোমনাথ তোমারে দেখিতে ।  
 আকু বাকু করে প্রাণ না পারি সহিতে ॥  
 তোমার বিরহ আর সহ্য নাহি হয় ।  
 তোমারে উদ্দেশ করি ফাটিছে হৃদয় ॥  
 হায় হায় ভক্তগণ কি পাপ করিল ।  
 কি পাপে তোমারে দেব আর না হেরিল ॥  
 তোমার বিরহে শত শত পাণ্ডাগণ ।  
 দুঃখের সাগরে আচ্ছ হয়ে নিমগন ॥  
 তুমি কি যবন ভয়ে কৈলাসে যাইয়া ।  
 প্রিয় ভক্তগণে এবে রহিলে ভুলিয়া ॥  
 এ সকল দেখি মোর হৃদয় ফাটিছে ।  
 বুকের মাঝারে অশ্রু বাহিয়া পড়িছে ॥  
 আহা মরি ভগশেষ রয়েছে পড়িয়া ।  
 পাপ চক্ষুঃ সহ্য করে কেমন করিয়া ॥  
 এস প্রভু সোমনাথ অন্তরে আমার ।  
 হৃদয়ের মধ্যে হেরি মূর্তি তোমার ॥  
 কোথায় লুকালে প্রভু না দেখি তোমারে ।  
 কেমন করিছে প্রাণ কহিব কাহারে ॥

হায় হায় গঙ্গাধর তোমারে দেখিতে ।  
 আর না আসিবে লোক বিদেশ হইতে ॥  
 দেখিতে আসিত যাত্রী গৌরব করিয়া ।  
 এবে কিন্তু সে গৌরব গিয়াছে মুছিয়া ॥  
 দ্বেষ ভরে যবনেরা অত্যাচার করি ।  
 মনি মুক্তা আদি ধন লইয়াছে হরি ॥  
 হায় প্রভু স্মরহর কোথায় রহিলে ।  
 কৃপা করি ভক্ত জনে দেখা নাহি দিলে ॥  
 এই রূপে প্রভু মোর পরিতাপ করে ।  
 হেন কালে ঝড় উঠে আকাশ উপরে ॥  
 ধূলা উড়ে চারিদিক কৈলা অন্ধকার ।  
 পাণ্ডাগণ বন্ধ করে কুটীরের দ্বার ॥  
 বাহিরের দ্বারে বসি আমরা সকলে ।  
 হরিবোলা প্রভু আসি বসে মধ্যস্থলে ॥  
 হেন কালে অবধৌত সন্ন্যাসী আসিয়া ।  
 বার বার গোরা চাঁদে দেখে তাকাইয়া ॥  
 সব গায় ভস্ম মাথা নাহিক বসন ।  
 উভ করি জটা বাঁধা আশ্চর্য্য গঠন ॥  
 লোহিত বরণ তাঁর হয় চক্ষুদ্বয় ।  
 মুখে হর হর শব্দ পবিত্র হৃদয় ॥  
 ঢুলু ঢুলু দুটি আঁখি দেখিতে স্তম্ভর ।  
 আশীর্ব্বাদ করে আসি উর্দ্ধ করি কর ॥

উঠিলা আমার প্রভু তাঁহারে দেখিয়া ।  
 অন্তর্হিত হৈলা তবে কি যেন বলিয়া ॥  
 ধূলি উড়ে চারিদিক করেছে আঁধার ।  
 অবধৌত কোথা গেল নাহি দেখি আর ॥  
 ঈষৎ হাসিয়া তবে চৈতন্য আমার ।  
 সোমনাথ পরিক্রম করে তিন বার ॥  
 মুহি রামানন্দ আর গোবিন্দ চরণ ।  
 প্রভুর সহিত করি হরি সঙ্কীর্তন ॥  
 সোমনাথ ঠাকুরের প্রীতির লাগিয়া ।  
 কীর্তন করেন প্রভু প্রেমেতে গলিয়া ॥  
 দুই চারি জন পাণ্ডা আসিয়া মিলিল ।  
 আমাদের কাছে কিছু মাগিতে লাগিল ॥  
 হাসিয়া বলিলা প্রভু সন্ন্যাসীর ঠাই ।  
 টাকা কড়ি অন্নবস্ত্র কিছু দিতে নাই ॥  
 এই বাত শুনি কাণে গোবিন্দ চরণ ।  
 দুই মুদ্রা পাণ্ডা হস্তে করিলা অর্পণ ।  
 পবিত্র কুণ্ডের ধারে পাণ্ডা লয়ে যায় ।  
 জল লয়ে প্রভু মোর দিলেন মাথায় ॥  
 সোমনাথ ছাড়ি মোরা জুনাগড়ে যাই ।  
 বড় গ্রাম বটে কিন্তু কোন তীর্থ নাই ॥  
 চারি দিকে বহু অটালিকা শোভা পায় ।  
 জুনাগড়ে দুদিন কাটায় গোরা রায় ॥

রণছোড় জীর সেবা আছে এক ঠাই ।  
 সন্ধ্যাকালে দর্শন করিতে তথা যাই ॥  
 মিরাজী নামেতে বিপ্রবর সেবা করে ।  
 মোরা গিয়া উপস্থিত হই তার ঘরে ॥  
 ভক্তি সহ মিরাজিউ আদর করিল ।  
 তাহার বাড়িতে প্রভু রজনী যাপিল ॥  
 দুগ্ধ চিনি আটা আনি ব্রাহ্মণ যোগায় ।  
 আনন্দ করিয়া প্রভু রজনী কাটায় ॥  
 নিকটে গৃণার গিরি অতি মনোহর ।  
 তাহার নিকটে যায় প্রভু বিশ্বস্তর ॥  
 মিরাজী নিকটে আসি ভক্তিসহকারে ।  
 প্রভুর থাকিতে বিপ্র কহে বারে বারে ॥  
 বিনয় করিয়া প্রভু ব্রাহ্মণেরে বলে ।  
 গৃণার পাহাড়ে মোরা যাইব সকলে ॥  
 গুরুদত্তা চরণ দেখিব সেই খানে ।  
 ছেড়ে দেহ এই ভিক্ষা চাহি তব স্থানে ॥  
 শুনিয়া প্রভুর কথা বিপ্র মহাশয় ।  
 ভাল মন্দ আর কোন কথা নাহি কয় ॥  
 যাত্রা করি বাহিরায় চৈতন্য গোঁসাই ।  
 ছায়ার মতন মোরা পিছে পিছে যাই ॥  
 একদল সন্ন্যাসী আসিয়া এই খানে  
 বসিয়া আছেন সবে বিরস বয়ানে ॥

ভগদেব নামে তাঁহাদের দলপতি ।  
 পীড়িত হইয়া তথা করেন বসতি ॥  
 বৃক্ষতলে ভগদেব ছট ফট করে ।  
 উপনীত হৈলা প্রভু সেখানে সত্বরে ॥  
 ভগদেবে পীড়িত দেখিয়া গোরা রায় ।  
 আমারে আদেশ করে তাহার সেবায় ॥  
 মুহি রামানন্দ আর গোবিন্দ চরণ ।  
 রোগীর সেবায় লেগে যাই তিন জন ॥  
 প্রভু কহে নিম্বরস পিয়াইতে তারে ।  
 নিম্বরস করি মোরা পিয়াই তাহারে ॥  
 রোগ হৈতে ভগদেব পেয়ে অবাহতি ।  
 প্রভুর চরণে করে অসংখ্য প্রণতি ॥  
 ভগদেব উঠিয়া প্রভুর স্তব করে ।  
 হাত কচালিয়া ভগ বলি ভক্তিভরে ॥  
 মোরে কৃপা কর প্রভু তুমি দয়াময় ।  
 তোমার লাগিয়া ব্যগ্র হতেছে হৃদয় ॥  
 অধমেরে রোগ হৈতে করিলে নিস্তার ।  
 কৃপা করি মায়া-পাশ কাটহ আমার ॥  
 কার কাছে ফাকি দেহ নবীন সম্যাসী ।  
 তোমার চরণ পেতে মুহি অভিলষী ॥  
 ক্ষুদ্র জনে দয়া যদি নাহি করা হয় ।  
 তবে কেন তোমাতে কহিব দয়াময় ॥



বৃদ্ধ হইয়াছি মুহি নয়নের ভুল ।  
 তোমার হৃদয়ে দেখি সোণার পুতুল ॥  
 সকলে তোমাতে কহে সোণার বরণ ।  
 কৃষ্ণবর্ণ দেখে কিন্তু আমার নয়ন ।  
 তাই বলি চক্ষু দোষ ঘটেছে আমার ।  
 দয়া করি এ পাপীয়ে করহ উদ্ধার ॥  
 কৃপা করি ভগদেবে শক্তি সঞ্চারিল ।  
 অমনি তাহার চিত্তে ভক্তি উথলিল ॥  
 কি কহিল ভগদেবে প্রভু আঁখি ঠারি ।  
 অমনি তাহার চক্ষে বহে অশ্রু বারি ॥  
 সন্ন্যাসীর চেলা সূক্ষ্ম তব্ব না বুঝিল ।  
 প্রভুর সহিত ভগ্ন গুণারে চলিল ॥  
 গুণার পাহাড় বড় উচ্চতর হয় ।  
 গুরুদত্তা চরণযুগল সেথা রয় ॥  
 গুণারের উচ্চশিরে চরণ যুগল ।  
 চরণ দেখিতে চলে সন্ন্যাসীর দল ॥  
 প্রভাতে চরণযুগ দেখিবারে যাই ।  
 অপরাহ্নে চরণের নিকটে পৌঁছাই ॥  
 প্রসূর উপরি শোভে দুখানি চরণ ।  
 চরণ দেখিয়া প্রভু করিলা বন্দন ॥  
 ধ্বজ বহু অঙ্কুশ শোভয়ে পদতলে ।  
 পাদপদ্ম দেখি প্রভু হরি হরি বলে ॥

এক জন পাণ্ডা ইহ থাকে নিরস্তর ।  
 চরণের কথা তারে পুছে বিশ্বস্তর ॥  
 পাণ্ডা বলে যদুগণ যখন মরিল ।  
 তখন শ্রীবলদেব এখানে আইল ॥  
 বলদেব আসি এথা তপের কারণ ।  
 তপ আরম্ভিলা প্রভু করি যোগাসন ॥  
 যোগাসনে বলদেব তপেতে বসিল ।  
 প্রভাসে যাদবগণ যুদ্ধ আরম্ভিল ॥  
 মধু পানে মত্ত হয়ে যত যদু বীর ।  
 পরস্পারে যুদ্ধ করে ছুটিল রুধির ॥  
 মাত্যকি প্রভৃতি ছিল যত বীরগণ ।  
 একে একে যমালয়ে করিল গমন ॥  
 কৃষ্ণের ইচ্ছায় সব যদুগণ মরে ।  
 শেষে দেখা দিলা কৃষ্ণ পর্বত উপরে ॥  
 এই খানে বলদেবে দেখি যদুপতি ।  
 কহিতে লাগিলা প্রভু আপনার গতি  
 বলদেবে কহে কৃষ্ণ গোলোকে যাইব ।  
 সিদ্ধ হৈল নিজ কার্য আর না রহিব ॥  
 যাদবগণের পাপে পৃথিবী পূরিল ।  
 এই জন্ম যদুগণ উচ্ছিন্ন হইল ॥  
 মোব লাগি কান্দে যদি পাণ্ডুপুত্রগণ ।  
 তাহাদের শোক তুমি করিবে মোচন ॥

প্রাণ হৈতে প্রিয় বস্তু দ্রুপদকুমারী ।  
 তারে আগে শাস্ত কোরো এই ভিক্ষা করি ॥  
 এত শুনি বলদেব উঠিল কান্দিয়া ।  
 এই বাক্য বলে তবে বিনয় করিয়া ॥  
 বিদুর উদ্ধব আদি যত ভক্ত আছে ।  
 তুমি গেলে কি বলিব তাহাদের কাছে ॥  
 কোন চিহ্ন রেখে যাহ তাহাদের লাগি ।  
 যে চিহ্ন দেখিবে তারা হয়ে অনুরাগী ॥  
 তুমিত তাদের প্রাণ জানিয়া শুনিয়া ।  
 গোলোকে যাইবে তুমি কেমন করিয়া ॥  
 কৃষ্ণবই তাহারা ত কিছু নাহি জানে ।  
 কিরূপে তাদের ফেলি যাবে নিজ স্থানে ॥  
 পাঞ্চালী করিবে যবে হাহাকার ধ্বনি ।  
 কি বলে বুঝাব তারে বুঝহ আপনি ॥  
 এত শুনি কৃষ্ণ এথা পদভর দিলা ।  
 অমনি চরণচিহ্ন এখানে রহিলা ॥  
 এই কথা বলি পাণ্ডা বুঝাইয়া দিল ।  
 অমনি প্রভুর হৃদে প্রেম উপজিল ॥  
 আনন্দের ধাম গোরা প্রেম নিকেতন ।  
 স্থির দৃষ্টি পদচিহ্ন করে দরশন ॥  
 দেখিতে দেখিতে চিহ্ন প্রেমের নিব্বর ।  
 সহসা উথলি তাঁর উঠিল অন্তর ॥

ভাবে গদ গদ প্রভু ধীরে ধীরে বলে ।  
 পাণ্ডা ভাই তুমি সাধু কি রত্ন দেখালে ॥  
 নিত্য তুমি সুখলাভ কর দরশনে ।  
 তব সম পুণ্যবান্ দেখি না নয়নে ॥  
 পাষণ হৃদয়ে যদি এ চিহ্ন পড়িত ।  
 ব্রহ্মানন্দ সুখ তবে নিত্য উপজিত ॥  
 পদচিহ্নে রাখি শির গোর। বিনোদিয়া ।  
 তদুপরি বার বার পড়ে লোটাইয়া ॥  
 বেত্রবষ্টি সম সেই ক্ষীণ কলোবর ।  
 ফুলিয়া উঠিল প্রেমে পৈয়ে অবসর ।  
 চরণ পরশি প্রভু নয়ন মুদিল ।  
 হৃদয় বাহিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল ॥  
 পদ প্রদক্ষিণ করে করতালি দিয়া ।  
 কটিবন্ধ জটাবন্ধ পড়িল খসিয়া ॥  
 ভাব দেখি রামানন্দ অজ্ঞান হইল ।  
 গোবিন্দ চরণ ভূমে লোটায়ে পড়িল ॥  
 পর্বত হইতে নামি মোর গোর। রায় ।  
 ভদ্র নামে নদীতীরে রজনী কাটায় ॥  
 প্রভাতে উঠিয়া সবে নদী পারে যাই ।  
 ধন্বধর ঝারি ক্রমে দেখিবারে পাই ॥  
 অত্যন্ত বিস্মৃত হয় ধন্বধর ঝারি ।  
 ঝারি খণ্ড দেখে ত্রাস হইল আমারি ॥

সিংহ ব্যাঘ্র নানা জন্তু থাকে এই স্থানে ।

ইহা ভাবি ভয় বড় হইল পরাণে ॥

ইঙ্গিতে বুঝিয়া প্রভু মোর অভিলাষ ।

হাসিয়া বলিল কেন বৃথা কর ত্রাস ॥

হরিনামে যমভয় যদি দূর হয় ।

তবে কেন কারি খণ্ড দেখে পাও ভয় ॥

দলশুদ্ধ লয়ে মোরা হই যোল জন ।

কারি মধ্যে প্রবেশিলা শচীর নন্দন ॥

জঙ্গলের শোভা হয় অতি মনোহর ।

কি কব শোভার কথা কহিতে বিস্তর ॥

কত বন্য পুষ্প ফুটি গন্ধ যোগাইছে ।

কত শত বৃক্ষ লতা বাতাসে ছুলিছে ॥

ডালে বসি নানা পক্ষী করিতেছে গান ।

সে গান শুনিলে হয় আকুল পরাণ ॥

মধ্যে এক পথ মাত্র দুধারে জঙ্গল ।

মাঝে মাঝে দেখা যায় সন্ন্যাসীর দল ॥

মাথার উপর সূর্য দেখিবারে পাই ।

অমনি ক্ষুধার তরে ইতি উতি চাই ॥

ভিক্ষার লাগিয়া এবে কার দ্বারে যাব ।

গ্রাম্য লোক নাহি এথা ভিক্ষা কোথা পাব ॥

তুই ধারে নানা বৃক্ষে ধরিয়াছে ফল ।

ফল দেখে আমার বাড়িল কুতূহল ॥

আশ্চর্য্য ফলের কথা কহিতে না পারি ।  
 কত ফল পাকিয়া শোভিছে সারি সারি ॥  
 কামরাজ সম হয় ফলের গঠন ।  
 হেন ফল কভু করি নাই আস্বাদন ॥  
 আশ পাশে পড়িয়াছে ফল রাশি রাশি ।  
 দুই হাতে ফল খায় যতেক সম্যাসী ॥  
 আজ্ঞা বিনা ফল নাহি খাইবারে পারি ।  
 কিন্তু ফল দেখে লোভ হইল আমারি ॥  
 গুটিকত ফল লই প্রভুর কারণ ।  
 অপরাহ্নে প্রভু ফল করে নিবেদন ॥  
 দুই চারি ফল তবে আস্বাদ করিয়া ।  
 মোদের খাইতে বলে গোরা বিনোদিয়া ॥  
 উদর পূরিয়া ফল যত পারি খাই ।  
 খড়্গার মধ্যে লই আর যত পাই ॥  
 টুপ টাপ খায় ফল গোবিন্দ চরণ ।  
 রামানন্দ ধীরে ধীরে করে আস্বাদন ॥  
 আশ্চর্য্য ফলের গুণ দেখিল সকলে ।  
 ক্ষুধা তৃষ্ণা দুই হরে সেই বশ্য ফলে ॥  
 চৌশিরা সিঁজ সম যেই গাছ শোভে ।  
 আশ্চর্য্য তাহার ফল খাই অতি লোভে ॥  
 যত খাই নানা ফল দেখিবারে পাই ।  
 খড়্গাতে লই আর পেট ভোরে খাই ॥

মানুষের গন্ধ নাই নিবিড় জঙ্গলে ।  
 মাঝে মাঝে হরিষ্মনি করিছে সকলে ॥  
 না হইতে সন্ধ্যা পথে হইল আঁধার ।  
 এক বৃক্ষতলে বৈসে শচীর কুমার ॥  
 মাঝে মাঝে রাজ্য স্থান দিয়াছে করিয়া ।  
 সেই স্থানে প্রভু সঙ্গে উতরাই গিয়া ॥  
 বগ্ন কাষ্ঠে ঘেরা স্থান ঘর দ্বার নাই ।  
 সন্ন্যাসীরা এই খানে বসিলা সবাই ॥  
 করতালি দিয়া প্রভু নাম আরম্ভিল ।  
 নাম শুনি সন্ন্যাসীরা মাতিয়া উঠিল ॥  
 কাষ্ঠ আহরিয়া দিল অগ্নিকুণ্ড জ্বালি ।  
 ভগ্নদেব নাম করে দিয়া করতালি ॥  
 সেই জঙ্গলের মাঝে ভয় নাহি পাই ।  
 হরিণাম করি সবে রজনী পোহাই ॥  
 পরদিন প্রাতঃকালে হরিষ্মনি করি ।  
 বাহির হইলা গোরা স্মরিয়া শ্রীহরি ॥  
 যত পথ যাই তত জঙ্গল গভীর ।  
 দেখিলে সে বারি খণ্ড কাঁপয়ে শরীর ॥  
 বহুদূর গিয়া পাই ক্ষুদ্র এক খাল ।  
 সেই খানে স্নান করে শচীর দুলাল ॥  
 স্নান করি দ্রুতগতি অগ্রে চলে মাই ।  
 কতদূর অগ্রে গিয়া বসিলা সবাই ॥

ফল আনিবারে প্রভু রামানন্দে বলে ।  
 রামানন্দ ফল আনি রাখে সেই স্থলে ॥  
 নানাবিধ ফল আনে সংগ্রহ করিয়া ।  
 পূজা করি ভোগ দেয় গোরা বিনোদিয়া ॥  
 এমন মধুর ফল কভু দেখি নাই ।  
 সব মিলি উদর পূরিয়া ফল খাই ॥  
 মহত্ব লোকের খাদ্য পথে পড়ে থাকে ।  
 ঈশ্বরের কত দয়া কহিব কাহাকে ॥  
 মধ্যাহ্নে সারিয়া কাজ মোরা চলে যাই ।  
 অপরাহ্নে গিয়া সব আর আড্ডা পাই ॥  
 জঙ্গলের পাশে স্থান ঘেরা খুঁটি দিয়া ।  
 সেই স্থানে প্রবেশিলা গোরা বিনোদিয়া ॥  
 কাষ্ঠ আনি সন্ন্যাসীরা আগুণ জ্বালিল ।  
 করতালি দিয়া প্রভু গান আরম্ভিল ॥  
 হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ হরে ।  
 যখন তখন প্রভু এই গান করে ॥  
 গাইতে গাইতে দেখি হইল অস্থির ।  
 পুলকে পূরিল প্রভু কাঁপিল শরীর ॥  
 উচ্চৈঃস্বরে কান্দিতে লাগিল গোরা রায় ।  
 দেখিয়া তাঁহার ভাব ভগ্ন কুকরায় ॥  
 পরদিন যাই চলে প্রভাতে উঠিয়া ।  
 এক দল যাত্রী পথে আসিছে কিরিয়া ॥



পথমধ্যে দেখা যবে হৈল দুই দলে ।  
 আনন্দেতে হরিশ্বনি করিল সকলে ॥  
 এইরূপে সাত দিনে ধ্বনিধর ঝারি ।  
 পার হয়ে যাই সবে আনন্দ বিথারি ॥  
 নিকটে অমরাপুরী গোপীতলা নাম ।  
 সেই থানে যাই সবে আনন্দের ধাম ॥  
 ইহাকে প্রভাস তীর্থ বলে সর্বদজনে ।  
 প্রভাস দেখিয়া বড় প্রীতি পাই মনে ॥  
 যদুগণ যেখানে ত্যজিল কলেবর ।  
 সেই থানে প্রভু গিয়া কান্দিলা বিস্তর ॥  
 মধু পানে মত্ত হয়ে বত যদুবীর ।  
 পরস্পর যুদ্ধ করি ত্যজিল শরীর ॥  
 কেবা নিজ কেবা পর না করি গণন ।  
 ক্রোধের ইচ্ছায় মরে যদুবীর গণ ॥  
 চারুদেবঃ সুরভি সাত্যকি যুযুধান ।  
 শাস্ত্র গদ প্রভৃতি যতেক মতিমান ॥  
 পরস্পর যুদ্ধ করি মরে সেই থানে ।  
 বিরস বদনে প্রভু কান্দে সেই স্থানে ॥  
 কান্দিয়া এতেক হর্ম কেহ নাহি পায় ।  
 কান্দিয়া আনন্দ প্রভু ধরায় ছড়ায় ॥  
 জগতের শোক দুঃখ করিতে হরণ ।  
 প্রচারে হরির নাম যখন তখন ॥

হরিনাম প্রেম ভক্তি হরির ভজন ।  
 শিক্ষা দেয় জগজনে প্রভু সর্ববক্ষণ ॥  
 দিন নাই রাত্রি নাই ফিরি দ্বারে দ্বারে ।  
 বিতরে হরির নাম জগৎ মাঝারে ॥  
 কে লবে রে হরিনাম হও আগুয়ান ।  
 বিনা মূল্যে এই রত্ন করি সবে দান ॥  
 অমূল্য রতন সবে লহ যত্ন করি ।  
 অনারাসে সংসারসাগর যাবে তরি ॥  
 একবার মুখে উচ্চারিলে হরিনাম ।  
 বন্ধন কাটিবে যাবে সবে নিত্যধাম ॥  
 বড়ই কঠিন গ্রন্থি মায়ার দড়িতে ।  
 হরিনাম অস্ত্র ভিন্ন কে পারে কাটিতে ॥  
 এই কথা বলি প্রভু ফিরে দ্বারে দ্বারে ।  
 প্রেমরস ছড়াইলা জগৎ সংসারে ॥  
 অমরাপুরীর লোক একত্র জুটিয়া ।  
 আনন্দ পাইল সবে প্রভুরে দেখিয়া ॥  
 পাগলের গায় যেন ইতি উতি ধায় ।  
 আবেশে উন্মত্ত হয়ে ঘুরিয়া বেড়ায় ॥  
 উদ্ধ্বাসে ছুটে কভু যেন জ্ঞান হারা ।  
 মিশিয়া গিয়াছে উদ্ধে নয়নের তারা ॥  
 পৃষ্ঠদেশে এলায়ে পড়েছে জটাভার ।  
 হৃদয় মাঝারে অশ্রু পড়ে অনিবার ।

পাগলের মত বেশ শিথিল অশ্বর ।  
 সর্বদাঙ্গে উড়িছে খড়ি ধূলায় ধূসর ॥  
 কোথায় যজ্ঞের কুণ্ড বলে গোরা রায় ।  
 পাণ্ডাগণ সঙ্গে থাকি প্রভাস দেখায় ॥  
 প্রভাসের দক্ষিণ ভাগেতে মোরা যাই ।  
 সেই খানে গিয়া কুণ্ড দেখিবারে পাই ॥  
 এই কুণ্ড কাটি যদুপতি যজ্ঞ করে ।  
 সেই যজ্ঞে যদুগণ যুদ্ধ করি মরে ॥  
 যেই খানে সত্যভামা করি কাম্য বন ।  
 মাঝে মাঝে কৃষ্ণসহ করি আগমন ॥  
 পরম আনন্দে বাস করিতেন সতী ।  
 সেই স্থান দেখিয়া গৌরান্ধ মহামতি ॥  
 কান্দিয়া উঠিলা প্রভু করি চীৎকার ।  
 ফুকারি ফুকারি প্রভু কান্দে অনিবার ॥  
 ক্রমে দশজন পাণ্ডা আসিয়া জুটিল ।  
 একে একে সব স্থান দেখাতে লাগিল ॥  
 এই খানে ইষ্ট গোষ্ঠী তিন দিন করি ।  
 যাইতে কহিলা পরে দ্বারকা নগরী ॥  
 প্রভাসেতে আর তীর্থ দেখিবার নাই ।  
 পহিলা আগ্নে মোরা দ্বারকায় যাই ॥  
 কৃষ্ণনাম করিতে করিতে প্রভু যায় ।  
 সমুদ্রের ধারে ধারে যাই দ্বারকায় ॥

সাগরের খাড়ি পাই চারিদিন পরে ।  
 পার হৈতে হইবেক দড়ার উপরে ॥  
 দড়ার উপর দিয়া দ্বারকায় বাই ।  
 রৈবতক নামে গিরি দেখিবারে পাই ॥  
 ভাবে ঢুলু ঢুলু গোরা পর্বত দেখিয়া ।  
 মুচকি মুচকি প্রভু উঠিল হাসিয়া ॥  
 কি যেন করিয়া মনে প্রফুল্ল বয়ানে ।  
 মহাপ্রভু হাসিয়া চাহিল মোর পানে ॥  
 মোর পানে চেয়ে বলে দ্বারকায় গিয়া ।  
 চরিতার্থ হও সবে প্রণাম করিয়া ॥  
 সব অঙ্গে মাখ রজঃ অতি ভক্তি করি ।  
 দেখিলে পুণ্যের ফলে দ্বারকা নগরী ॥  
 পূর্ব পূর্ব জনমের স্মৃতির বলে ।  
 দ্বারকা নগরী আজি দেখিলে সকলে ॥  
 এত শুনি সবে মিলি প্রণাম করিল ।  
 গোরা'র আনন্দ কূপ উথলি উঠিল  
 হরিবোল হরিবোল বলিতে বলিতে ।  
 ক্রমে উতরিল প্রভু হেলিতে ছলিতে ॥  
 ভাবসিন্ধু উথলিল মর্যাদা লঙ্ঘিয়া ।  
 কার সাধ্য রাখে আর প্রভুরে ধরিয়া ॥  
 উলটি পালটি পড়ে পৃথিবী উপরে ।  
 ক্রমে ক্রমে প্রবেশিল পুরীর ভিতরে ॥

লোমাক্ষিত কলেবর কাঁপিতে লাগিল ।  
 নয়ন ফাটিয়া যেন অশ্রু বাহিরিল ॥  
 কোথা হে দ্বারকাধীশ এই কথা বলি ।  
 অশ্রুজলে ভাসাইলা দ্বারবতী স্থলী ॥  
 সব এলোথেলো জটা খসিয়া পড়িল ।  
 অতি উচ্চরবে গোরা কাঁদিয়া উঠিল ॥  
 কি কব ভাবের কথা कहনে না যায় ।  
 বার বার কৃষ্ণ বলি প্রভু ফুকরায় ॥  
 দ্বারকাধীশের বাড়ী যবে প্রবেশিলা ।  
 অগনি দ্বিগুণ ভাবে আনন্দে মাতিলা ॥  
 বদম্পের ন্যায় শিহরিল কলেবর ।  
 উলটি পালটি পড়ি ধূলায় ধূসর ॥  
 ভাবে মাতোয়ারা প্রভু ঢুলু ঢুলু চায় ।  
 দ্বারকাধীশের আগে ধরণি লোটায় ॥  
 চারিদিকে পড়ে যেন ভক্তি উছলিয়া ।  
 ফুলে ফুলে কান্দে মোর গোরা বিনোদিয়া ॥  
 নয়ন মুদিয়া কভু অন্তরেতে চায় ।  
 অন্তরের মধ্যে যেন কি দেখিতে পায় ॥  
 কখন বা উর্দ্ধমুখে তাকাইয়া রহে ।  
 নয়ন হইতে অশ্রু দর দর বহে ॥  
 কৃষ্ণেরে দেখিয়া তনু পুলকে পূরিল ।  
 এক দৃষ্টে তাঁর প্রতি চাহিয়া রহিল ॥

শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণ করে তিন বার ।  
 নম্র হয়ে প্রতিবার করে নমস্কার ॥  
 অষ্টাঙ্গে প্রণাম করে গোরা বিনোদিয়া ।  
 তাহা দেখি ভগদেব পড়ে লোটাইয়া ॥  
 দ্বারকার মধ্যে ক্রমে হৈল জানা জানি ।  
 সকলে প্রভুর কথা করে কাণা কাণি ॥  
 কেহ বলে সন্ন্যাসী দেখিতে চল ভাই ।  
 এমন সন্ন্যাসী কেহ কভু দেখে নাই ॥  
 কি কব ইহার কথা कहने না যায় ।  
 এমন সন্ন্যাসী বুঝি না আছে ধরায় ॥  
 এমন আশ্চর্য্য ভাব কভু দেখি নাই ।  
 সন্ন্যাসীর রূপে গুণে বলিহারি যাই ॥  
 দেখিলে তাহারে ভক্তি উপজয়ে মনে ।  
 অশ্রু আসি দেখা দেয় আপনি নয়নে ॥  
 ইচ্ছা হয় সন্ন্যাসীর সঙ্গে চলে যাই ।  
 বন্ধন কাটয়ে তারে দেখ যদি ভাই ॥  
 দেখিলে সংসারে আর নাহি থাকে রুচি ।  
 সেরূপ দেখিলে পাপী হয় সচ্ছ শুচি ॥  
 এমন দয়াল আর নাহি দেখা যায় ।  
 দয়া করে হরি নাম সকলে বিলায় ॥  
 মাথা ভরা জটা পহিরণে বহির্বাস ।  
 দেখিলে তাহার রূপ পূরে অভিলাষ ॥

ঈশ্বরের অবতার দেখে বোধ হয় ।  
 ভক্তিরসে পূর্ণ সদা তাহার হৃদয় ।  
 ভাবাবেশে সদা মত্ত নবীন সন্ন্যাসী ।  
 মাতাইল তুলিয়াছে দ্বারকা নিবাসী ॥  
 কাম নাই ক্রোধ নাই নাহি অভিলাষ ॥  
 দ্বারকাধীশের প্রতি অটুট বিশ্বাস ॥  
 তরিনাম দান করে পাপীরে ডাকিয়া ।  
 তাহারে দেখিলে চিত্ত উঠে তপাসিয়া ॥  
 এক পক্ষ দ্বারকার থাকি গোরু রায় ॥  
 দ্বারকাপতির কাছে নিত্য আসে যায় ॥  
 নিত্য গিয়া দরশন করে প্রাণ ভরি ।  
 ভক্তি রসে মাতাইল দ্বারকানগরী ॥  
 দ্বারকানিবাসী যত ভক্তিপরায়ণ ॥  
 প্রভুরে দেখিতে সবে করে আগমন ।  
 মন্দিরের সঙ্গে প্রভু ইস্টগোষ্ঠী করে ।  
 কাষ্ঠন করিয়া সবে নাচে প্রেমভরে ॥  
 ধান্যের ভাবেতে পূরী করে টল মল ।  
 সকলের চিত্ত যেন হইল নিম্মল ॥  
 মন্দমন্দ বায়ু সদা বহিতে লাগিল ।  
 পুষ্পগন্ধে চারি দিক্ যেন আমোদিল ॥  
 সব লোক আনন্দিত প্রভুসঙ্গ পেয়ে ।  
 কিবা নারী কিবা নর সবে আসে ধেয়ে ॥

চারিদিকে মঙ্গলের চিহ্ন দেখা দিল ।  
 ঈরিনামে দিক সব প্রসন্ন হইল ॥  
 কিবা পাণ্ডা কিবা গৃহী সকলে মিলিয়া ।  
 ধর্ম উপদেশ শুনে শ্রবণ পাতিয়া ॥  
 যেই জন নাহি বুঝে তাহারে বুঝায় ।  
 নানা বুলি বলি প্রভু তাহারে মাতায় ॥  
 কখন বা মোর প্রভু কাঁই মাই বলে ।  
 কাঁই মাই বাত বলি বুঝায় সকলে ॥  
 কেমন বুঝায় লোকে সর্ব শক্তিমান্ ।  
 উপদেশ শুনি সবে হইল অজ্ঞান ॥  
 কিবা জ্ঞানী কিবা মূর্থ সকলে আসিয়া ।  
 পুলকিত হৈল সবে প্রভুকে দেখিয়া ॥  
 এক দিন সম্ম্যাকালে প্রভু ধীরে ধীরে ।  
 উপনীত হৈলা গিয়া কুম্ভের মন্দিরে ॥  
 বলতব লোক যায় প্রভুর পেছনে ।  
 ভাল মন্দ নাহি বলে শচীর মন্দনে ॥  
 মন্দিরের দ্বারে গিয়া অষ্টাঙ্গ করিল ।  
 তাহা দেখি লোক সব গড়াগড়ি দিল ॥  
 জোড় হস্ত করি প্রভু বহু স্তব করে ।  
 অমনি নয়নহৈতে অশ্রুজল ধরে ॥  
 প্রেমরসে ডগমগ প্রভুর হৃদয় ।  
 যে দিকে তাকায় দেখে সব কৃষ্ণময় ॥



চক্ষু মুদি কৃষ্ণ বলি ডাকিতে লাগিল ।  
 প্রেমভরে কলেবর শিহরি উঠিল ॥  
 সেইভাব যে জন না দেখেছে নয়নে ।  
 মুহি অতি মূৰ্খ তারে বুঝাব কেমনে ॥  
 যেই খানে মরুক্ষেত্র কিছু মাত্র নাই ।  
 সেখানে বহাল নদী চৈতন্য গৌসাই ॥  
 সমস্ত দেশের মধ্যে পানী না রহিল ।  
 ভক্তি দিয়া পানিগণে প্রভু উদ্ধারিল ॥  
 একদিন পাণ্ডাগণ আনন্দ করিয়া ।  
 মহামহোৎসব করে ভোগ লাগাইয়া ॥  
 অতিথি বৈক্যব গণে করি নিমন্ত্রণ ।  
 স্নান দধি পুরী আদি করয়ে বণ্টন ॥  
 পদ্মদের মধ্যে গিয়া গোরা গুণমণি ।  
 প্রসাদ বণ্টক প্রভু করেন আপনি ॥  
 রজনীতে সবে মেলি কুটীরেতে যাই ।  
 পরম আনন্দে মোরা রজনী কাটাই ॥  
 এইরূপে পক্ষকাল ইষ্টগোষ্ঠী করি ।  
 পর দিন ছাড়ে প্রভু দ্বারকা নগরী ॥  
 প্রভু বলে এইবার নীলাচলে যাব ।  
 নীলাচলে সবে মেলি আনন্দে কাটাব ॥  
 চল বিদ্যানগরে যাইব সবে মেলি ।  
 একা না যাইব পুরী রামরায়ে ফেলি ॥

বড়ই ভজনানন্দী রামানন্দ হয় ।  
 তার কথা মনে হৈলে জুড়ায় হৃদয় ॥  
 সাধকের শিরোমণি রামানন্দ রায় ।  
 নির্জনে বসিয়া রায় কৃষ্ণগুণ গায় ॥  
 হারে কৃষ্ণ বলিতে সাহার অশ্রু বহে ।  
 বিরক্ত বৈষ্ণব তারে ভাগবতে কহে ॥  
 মূঢ়ি যদি ভক্তি সহ ডাকে কৃষ্ণ ধনে ।  
 কোটি নমস্কার করি তাহার চরণে ॥  
 কৃষ্ণভক্ত রামানন্দ হয় পূজনীয় ।  
 রামানন্দরায় মোর প্রাণহৈতে প্রিয় ॥  
 প্রাণের সমান রামানন্দে ভালবাসি ।  
 পরম বৈষ্ণব রায় বিরক্ত সন্ন্যাসী ॥  
 বিযয়েতে অনাসক্ত হয় রাম রায় ।  
 নিতা রামাকৃষ্ণ রায় দেগিবারে পায় ॥  
 বহু অর্প রামানন্দ তৃণ সম গণি ।  
 প্রেম সহ কৃষ্ণে ডাকে দিবস রজনী ।  
 দেখিয়াছি কৃষ্ণ বলি ডাকিতে ডাকিতে ।  
 প্রেমে মত্ত হয়ে রায় থাকয়ে কাঁপিতে ॥  
 কৃষ্ণ নামে প্রেম অশ্রু বিসর্জন করে ।  
 অজ্ঞান হইয়া পড়ে পৃথিবী উপরে ॥  
 রায়ের বিরহ আর নাশি সহে প্রাণে ।  
 চল শীঘ্র যাই সবে রায় সন্নিধানে ॥

এই কথা বলি প্রভু বাহির হইল ।  
 শত শত লোক তাঁর পেছনে চলিল ॥  
 মিষ্টবাক্যে গ্রাম্য লোকে করিয়া বিদায় ।  
 খাড়ীর নিকটে চলে মোর গোরা রায় ॥  
 ভগদেব দল বল লয়ে আপনার ।  
 খাড়ীর ধারেতে আসে হইবারে পার ॥  
 একে একে সকলেতে পার হয়ে আসি ।  
 গুর্জরাটে আসে মোর নদের সন্ন্যাসী ॥  
 আশ্বিনের শেষ দিনে বরদা নগরে ।  
 দ্বিরে আসি প্রভু মোর হরিনাম করে ॥  
 গোবিন্দ চরণ মুহি ভিক্ষা করিবারে ।  
 উপস্থিত হইলাম গৃহস্থের দ্বারে ॥  
 ফল মূল আটা চুণা যাহা ভিক্ষা পাই ।  
 শুদ্ধভাবে সেই গুলি আনিয়া যোগাই ॥  
 বৃক্ষতলে আড্ডা করি প্রভু ভোগ দিল ।  
 প্রসাদ পাইয়া সবে কৃতার্থ হইল ॥  
 পরদিন যাত্রা করি বরদা হইতে ।  
 দক্ষিণ ভাগেতে প্রভু লাগিল চলিতে ॥  
 ষোল দিন পরে আসি নর্মদার তীরে ।  
 স্নান করি সবে মোরা নর্মদার নীরে ॥  
 প্রভু বলে ভগদেব যাবে কোন স্থলে ।  
 যাইবে কি মোর সঙ্গে তুমি নীলাচলে ॥

প্রভুর সম্মুখে ভগ্ন হাত কচালিয়া ।  
 বলে মুহি দক্ষিণেতে যাইব চলিয়া ॥  
 মোহন্ত আদিত্য রাজ বোম্ বোম্ নগরে ।  
 ভক্তি সহ রণাছাড় জীর সেবা করে ॥  
 মোর পরণাম প্রভু করহ গ্রহণ ।  
 কৃপা করি দেহ মোর মস্তকে চরণ ॥  
 এত বলি ভগদেব লুটায় পড়িল ।  
 দুই হস্তে পদযুগ চাপিয়া ধরিল ॥  
 ভগ্ন বলে তুমি কৃষ্ণ তুমি মোর হরি ।  
 ভিক্ষা দেহ চরণ স্মরিয়া যেন মরি ॥  
 আপনার লীলা খেলা আপনি দেখিতে ।  
 দ্বারকায় গেলে তুমি লোকেদের চলিতে ॥  
 যাহোক মাথায় মোর দেহ পদ তুলি ।  
 ভুলাইতে না পারিবে আর নাহি ভুলি ॥  
 প্রভু বলে ভগ্ন তুমি কেন হেন कह ।  
 কেমনে এমন কথা আমারে বলহ ॥  
 পথে পথে ভ্রমি মুহি হয়ে উদাসীন ।  
 অন্ন নাই বস্ত্র নাই অতি দীন হীন ॥  
 ভিক্ষার লাগিয়া মুহি কিরি দ্বারে দ্বারে ।  
 হেন বাক্য আর কভু না कह আমারে ॥  
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল সদা বিশ্বাস করিয়া ।  
 কৃষ্ণেতে বিশ্বাস কৃষ্ণ দিবে মিলাইয়া ॥

চিদানন্দ ঘন সেই পরাৎপর হরি ।  
 ভাব তাঁর পাদপদ্ম ভবান্নবে তরি ॥  
 প্রেমভক্তি সহ ভাব হরির চরণ ।  
 অবশ্য তোমারে তিনি দিবেন দর্শন ॥  
 বড়ই দয়াল হরি ভক্ত জন প্রতি ।  
 চিন্তা কর তাঁরে তিনি অগতির গতি ॥  
 এত বলি ভগদেবে প্রভু পরশিল ।  
 অমনি ভগ্নের দেহ পবিত্র হইল ॥  
 জোড়হাতে দাঁড়াইয়া ভগদেব চায় ।  
 চরিতার্থ হয়ে শেষে লইল বিদায় ॥  
 ভগ্নসহ ছিল আর যতেক সম্বাসা ।  
 প্রভুর সম্মুখে সবে দাঁড়াইলা আসি ॥  
 একে একে প্রভুর চরণে প্রণামিল ।  
 মিস্তি বাক্যে প্রভু সবে বিদায় করিল ॥  
 ভগদেব চলি গেলা দক্ষিণ বিভাগে ।  
 প্রভু নীলাচলে যাত্রা করে অনুরাগে ॥  
 মুক্তি রামানন্দ আর গোবিন্দ চরণ ।  
 নশ্বরের ধারে করি সেদিন যাপন ॥  
 পরদিন নশ্বরের ধারে ধারে যাই ।  
 দোহদ নগরে গিয়া সকলে পৌঁছাই ॥  
 কিছু আটা আনলাম মুহি ভিক্ষা করি ।  
 রুটি করি ভোগ দেয় প্রভু গৌর হরি ॥

রজনী কাটাই মোরা দোহদ নগরে ।  
 বৃক্ষতলে গোরচাঁদ হরি ধ্বনি করে ॥  
 প্রভাতে উঠিয়া কুক্ষী নগরেতে যাই ।  
 অনেক বৈষ্ণব এথা দেখিবারে পাই ॥  
 যথা যাই তথা দেখি তুলসী কানন ।  
 গ্রাম্য লোক মাত্রে দেখি কৃষ্ণপারায়ণ ॥  
 সন্ধ্যাকালে সব লোক হরিকলনি করে ।  
 ইহা দেখি প্রভু মোর আনন্দে শিহরে ॥  
 এই স্থানে থাকে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ ।  
 তার ঘরে আছে এক লক্ষ্মীজনর্দন ॥  
 ভক্তি সহ পূজে বিপ্র লক্ষ্মীজনর্দনে ॥  
 ইহা শুনি প্রভু যায় তাঁহার ভবনে ।  
 আতিথিথি করে বিপ্র প্রভুরে দেখিয়া ।  
 বক্ত অভ্যর্থনা করে অতিথি ভাবিয়া ॥  
 বিপ্রবলে আমি হই দরিদ্র ব্রাহ্মণ ।  
 আমার ভবনে কেন কৈলা পদার্পণ ॥  
 সন্ন্যাসীর সেবা মুই করিব কেমনে ।  
 ধর্ম নষ্ট হৈল বৃদ্ধি আমার ভবনে ॥  
 প্রভু বলে কোন চিন্তা না কর ঠাকুর ।  
 যার সৃষ্টি তিনি খাদ্য দিবেন প্রচুর ॥  
 কার জন্ম কেবা ভাবে সকলি ত ভাল ।  
 সর্বদা ভাবেন কৃষ্ণ শুন এই স্থল ॥

কর্তা বলে খেতে দেই আমি হ সকলে ।  
 তবে কেন বন্ধুহীন খায় বৃক্ষ তলে ॥  
 বন মধ্যে ক্ষুদ্র কীটে কে দেয় আহ্বার ।  
 তবে কেন বিপ্র তুমি ভাব গিছে আর ॥  
 হেনকালে এক বৈশ্য ব্রাহ্মণের ঘরে ।  
 ছন্ধ চিনি আটা আনি যোগায় তাহারে ॥  
 বৈশ্য বলে শুন শুন ব্রাহ্মণ ঠাকুর ।  
 তোমার উপরে কৃপা হয়েছে প্রভুর ॥  
 অগ্নে দেখিয়াছি তব লক্ষ্মীজনর্দন ।  
 পায়স খাতিতে চাহে আমার সদন ॥  
 নররূপে নারায়ণ তব গৃহে থাকে ।  
 অগ্নে নারায়ণ উভা দেখালে আনন্দকে ॥  
 গত রাত্রি যোগে উভা দেখেছি স্বপনে ।  
 ছন্ধ চিনি আনিয়াছি তাহার কারণে ॥  
 নারায়ণে দেহ বিপ্র পায়স রন্ধিয়া ।  
 এই কাণ্ড শুনি বিপ্র আকুল কান্দিয়া ॥  
 বিপ্র বলে কোথা হৈতে আছিল ছন্ধ চিনি ।  
 প্রভু বলে নারায়ণ যোগান আপনি ॥  
 বিপ্র বলে জুখী মুক্তি এ যে চমৎকার ।  
 প্রভু বলে নারায়ণ  
 বিপ্র বলে ভেবেছিলাম তোমার লাগিয়া ।  
 প্রভু বলে নারায়ণ দিলা যোগাইয়া ॥

প্রভুর বদনপানে বৈশ্য তাকাইয়া ।  
 কি দেখিছে বার বার অজ্ঞান হইয়া ॥  
 বিপ্র বলে বৈশ্য তুমি কি দেখিছ ভাই ।  
 বৈশ্য বলে ধন লাগিয়াছে তাই চাই ॥  
 শুন অহে বিপ্রবর কি কব তোমারে ।  
 স্বপ্নে নররূপে মুহি দেখেছি ইহারে ॥  
 এই কথা শুনি প্রভু বৈশ্যে কহে আর ।  
 মিছে কেন গঙ্গাগোল কর বার বার ॥  
 কারে দেখিয়াছ তুমি অলীক স্বপনে ।  
 তবে কেন গঙ্গাগোল কর অকারণে ॥  
 বৈশ্য ভাই তুমি সাধু বড় ভাগ্যবান ।  
 তাই স্বপ্নে দেখাদিলা প্রভু ভগবান ॥  
 সামান্য সন্ন্যাসী মুহি ভোজনের তরে ।  
 উপস্থিত হইয়াছি ব্রাহ্মণের ঘরে ॥  
 বিপ্র বলে ওকথায় কিবা প্রয়োজন ।  
 অতিথির সেবা লাগি ভাবে নারায়ণ ॥  
 প্রভুরে ব্রাহ্মণ তবে বলিলা কান্দিয়া :  
 আপনি লাগান ভোগ পায়স রান্ধিয়া ॥  
 ঈষৎ হাসিয়া প্রভু পায়স রাঙ্কিল ।  
 নিকটে থাকিয়া বিপ্র টহল করিল ॥  
 প্রসাদ পাইল সবে আনন্দ করিয়া ।  
 নিজ হস্তে প্রভু দেন প্রসাদ বাটিয়া ॥



মহা মহোৎসব হৈল ব্রাহ্মণের ঘরে ।  
 পর দিন প্রাতে উঠি প্রভু যাত্রা করে ॥  
 যাত্রাকালে নিকটে আসিয়া বিপ্রবর ।  
 কাকুতি করিল কত জুড়ি ছুটী কর ॥  
 বিপ্রের নিকটে তবে লইয়া বিদায় ।  
 বাহির হইল প্রাতে মোর গোরা রায় ॥  
 যাঁতি দিয়াছিল সেই বৈশ্য লুকাইয়া ।  
 ধরিল প্রভুরে পথে পাছু পাছু গিয়া ॥  
 চরণ ধরিয়া বৈশ্য কান্দিতে লাগিল ।  
 দয়াল চৈতন্য তারে ধরিয়া তুলিল ॥  
 প্রভু বলে সাধু তুমি কি করহ ভাই ।  
 বৈশ্য বলে দয়া কর আমারে গোঁসাই ॥  
 ছাড়িবার নহি চিনিয়াছি আপনারে ।  
 পদধূলি দিয়া কৃপা করহ আমারে ॥  
 হামিয়া চৈতন্য প্রভু শ্রবণে তাহার ।  
 স্তম্ভুর হরিনাম দিল একবার ॥  
 তার পাপ ক্ষয় হৈল প্রভুর কৃপায় ।  
 সর্বভাগী হয়ে তবে বৈশ্য চলি যায় ॥  
 প্রভুর কৃপায় বৈশ্য বিষয় ছাড়িয়া ।  
 তুলসী কানন করি রহে দূরে গিয়া ॥  
 লোকের সহিত নাহি করে আলাপন ।  
 সদা ধ্যান করে কৃষ্ণ মুরলীবদন ॥

মুখে বলে অহে হরি মোরে দয়া কর ।  
 কৃপা করি এপাপীর সব তাপ হর ॥  
 কুটীরে বসিয়া থাকে গৃহে নাহি যায় ।  
 হরি বলি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মেগে খায় ॥  
 বৈশ্যরে করিয়া কৃপা প্রভু বিশ্বস্তর ।  
 চলিল জঙ্গল দিয়া ছাড়িয়া নগর ॥  
 গভীর জঙ্গল ভাঙ্গি মোরা সবে বাই ।  
 তুদিন নগর গ্রাম দেখিতে না পাই ॥  
 দুই দিন পরে বাই জঙ্গল ছাড়িয়া ।  
 আমঝোরা নগরেতে পৌঁছাই গিয়া ॥  
 ক্ষুধার জ্বালায় মোরা ছট ফট করি ।  
 নিষিকার প্রভু মোর বলে হরি হরি ॥  
 প্রভু বলে হরি যবে খাদ্য মিলাইবে ।  
 সেই দিন ভিক্ষা পেয় আসিয়া ভুটিবে ॥  
 দুই নের আটা মুহি ভিক্ষা করে আনি ।  
 নোল খানা রুটি প্রভু করিল আপনি ॥  
 তেন কালে এক নারী বালক বহঁয়া ।  
 বলে কিছু দেহ মরি ক্ষুধায় জ্বলিয়া ॥  
 অন্ন নাই বস্ত্র নাই খেতে নাহি পাই ।  
 পথে পথে শিশু সঙ্গে ভিক্ষা মেগে খাই ॥  
 শুনিয়া তাহার বাণী প্রভু দয়া ময় ।  
 আপনার ভাগ তুলে দিলেন তাহার ॥

দুঃখিনী চলিয়া গেল সম্ভ্রষ্ট হইয়া ।  
 অনাহারে দিলা প্রভু দিন কাটাইয়া ॥  
 রজনীতে কিছু ফল ভিক্ষা মেগে আনি ।  
 ফল সেবা করি প্রভু কাটায় রজনী ॥  
 লক্ষ্মণের কুণ্ড এক আছে এই খানে ।  
 প্রভাতে শুনিয়া মোরা যাই তথা স্নানে ॥  
 নগরের প্রান্তে কুণ্ড অতি মনোহর ।  
 পর্বতে বেষ্টিত কুণ্ড অল্প পরিসর ॥  
 পিপাসায় শুষ্ক কণ্ঠ জানকা হইলা ।  
 বাণ মারি এই কুণ্ড লক্ষ্মণ কাটিল ॥  
 লক্ষ্মণের কুণ্ড বলি প্রসিদ্ধ হইল ।  
 এই কুণ্ড মহাতীর্থ জানকা বলিল ॥  
 অতি রমণীয় কুণ্ড অত্যন্ত গভীর ।  
 স্নান করি স্নানীতল হইল শরীর ॥  
 এই তীর্থে স্নান করি গোরা দয়াময় ।  
 হরিশ্ৰবণ করে শুনি চিত্ত দ্রব হয় ॥  
 পর দিন যাই বিদ্যাগিরির উপর ॥  
 যেই খানে শোভা পায় মন্দুরা নগর ॥  
 পর্বতের মাঝে এক গুহার ভিতরে ।  
 এক জন তপস্বী থাকিয়া তপ করে ॥  
 তপস্বীর কথা শুনি মোর গোরা রায় ।  
 সেইখানে তপস্বীরে দেখিবারে যায় ॥

ধ্যানেতে আছেন বসি সন্ন্যাসী ঠাকুর ।  
 তপস্বীর মূর্তি হয় অতি স্নমধুর ॥  
 গলিত কাঞ্চন সম অঙ্গের বরণ ।  
 চারিদিকে বাহিরিছে তেজের কিরণ ॥  
 দীর্ঘ দীর্ঘ নখ পড়িয়াছে পালটিয়া ।  
 শ্বেত শ্মশ্রু পড়িয়াছে হৃদয় ঢাকিয়া ॥  
 অস্থি চর্ম্ম অবশিষ্ট ক্ষীণ কলেবর ।  
 দেখা যাইতেছে তাঁর শরীরে পঙ্কর ।  
 নিশ্চল ভাবেতে আছে উলঙ্গ হইয়া ।  
 ভক্তির উদয় হৈল সে মূর্তি দেখিয়া ॥  
 কাঠের মূরতি সম দেখিবারে পাই ।  
 চক্ষু মেলি বার বার মুখ পানে চাই ॥  
 মহাপ্রভু সম্মুখে গিয়া দাণ্ডাইলা ।  
 তপস্বী ভাঙ্গিয়া ধ্যান চাহিতে লাগিলা ॥  
 যেই ক্ষণে চারি চক্ষু হইল মিলন ।  
 অমনি তপস্বিবর হাসিলা তখন ॥  
 তপস্বীর সঙ্গে প্রভু ইফগোষ্ঠী করি ।  
 পর্বতের নিম্নে আসে মণ্ডল নগরী ॥  
 বামে শোভে বিদ্যাগিরি নন্দদা ডাহিনে ।  
 তথা হৈতে দেবঘর যাই তিন দিনে ॥  
 একজন কুষ্ঠরোগী ছিল দেবঘরে ।  
 এই রোগী আদি নারায়ণ নাম ধরে ॥

বণিকের শ্রেষ্ঠ হয় আদি নারায়ণ ।  
 বহু ধন আছে কিন্তু সদা ক্ষুধা মন ॥  
 গ্রামের বাহিরে এক বট বৃক্ষ আছে ।  
 দয়াময় প্রভু গিয়া বৈসে তার কাছে ॥  
 প্রভুর শোভায় চারি দিক আলো করে ।  
 লোক জানাজানি ক্রমে হইল নগরে ॥  
 সন্ন্যাসী দেখিতে আসে দুই চারি জন ।  
 নগরেতে যাই মুহি ভিক্ষার কারণ ॥  
 রামানন্দ যায় তবে পুষ্প আনিবারে ।  
 গোবিন্দ চরণ গেলা নদীর কিনারে ॥  
 সেদিন ভিক্ষায় পাই আতপ তণ্ডুল ।  
 রামানন্দ লয়ে আসে নানাবিধ ফুল ॥  
 স্নান করি প্রভু মোর পূজা আরম্ভিল ।  
 গোবিন্দ চরণ শুষ্ক কাষ্ঠ আনি দিল ॥  
 ভোগ দিয়া নাম আরম্ভিলা গোরা রায় ।  
 করিতে করিতে নাম পুলক বাঢ়য় ॥  
 প্রেমে গদ গদ তনু নাচিতে লাগিল ।  
 অজ্ঞান হইয়া শেষে ধরায় পড়িল ॥  
 এই কথা শুনি তথা বহু লোক আসে ।  
 সেই কুষ্ঠ রোগী আসি দাঁড়াইলা পাশে ॥  
 নারায়ণ আসি কাঁদে জুড়ি দুটী কর ।  
 নিস্তার করহ বলি কাঁদিলা বিস্তর ॥

পরম বৈষ্ণব হয় আদি নারায়ণ ।  
 তাহারে করিতে দিলা প্রসাদ ভক্ষণ ॥  
 ভক্তিসহ প্রসাদ করিয়া উপযোগ ।  
 তখনি তাহার দূর হৈল কুষ্ঠ রোগ ॥  
 কুষ্ঠ রোগ দূর হৈল প্রসাদ পাইয়া ।  
 বহু রোগী আসে এই সংবাদ শুনিয়া ॥  
 সঙ্কট দেখিয়া প্রভু চাহিতে লাগিল ।  
 মোর পানে চেয়ে তবে ইঙ্গিত করিল ॥  
 যাত্রা করিলাম মুহি খড়ম লইয়া ।  
 সেই চলে প্রভু চলে নগর ছাড়িয়া ॥  
 আদি নারায়ণ তবে সঙ্গে সঙ্গে যায় ।  
 প্রভু বলে মুক্ত হৈলে কৃষ্ণের কুপায় ॥  
 তবে কেন মোর সঙ্গে কর আগমন ।  
 ঘরে গিয়া ভাব সদা কৃষ্ণের চরণ ॥  
 আদি নারায়ণ বলে ঘরে নাহি যাব ।  
 দেশে দেশে আপনার সঙ্গেতে ফিরিব ॥  
 প্রভু বলে ঘরে গিয়া ভোগ কর ধন ।  
 নারায়ণ বলে ধনে কিবা প্রয়োজন ॥  
 যদি মোরে সঙ্গে নাহি লহ দয়াময় ।  
 কুটীর বান্ধিয়া মুহি যাপিব সময় ॥  
 প্রভু বলে কর গিয়া তুলসী কানন ।  
 সেই খানে বসি কর সময় যাপন ॥

শুনিয়া প্রভুর বাক্য সব ত্যাগ করি ।  
 আদি নারায়ণ মুখে বলে হরি হরি ॥  
 সাধু শ্রেষ্ঠ হৈল সেই আদি নারায়ণ ।  
 কৃষ্ণ নাম করি করে সময় যাপন ॥  
 চরণে প্রণাম করি আদি নারায়ণ ।  
 করিলা প্রভুর কাছে বিদায় গ্রহণ ॥  
 ত্রিশ ক্রোশ দূরে হয় শিবানী নগর ।  
 দুই দিনে সেই খানে যায় বিশ্ণুস্তর ॥  
 মহল পর্বত শিবানীর পূর্ব ভাগে ।  
 সেইখানে যায় প্রভু কৃষ্ণ অনুরাগে ॥  
 মহল পর্বত প্রভু করি দরশন ।  
 চণ্ডীপুর নগরেতে করে আগমন ॥  
 চণ্ডীপুরে চণ্ডী দেবী দরশন করি ।  
 রায়পুরে যায় গোরা স্মরিয়া শ্রীহরি ॥  
 বহুলোক রায়পুরে দরশন আশে ।  
 উপস্থিত হৈলা আসি চৈতন্যের পাশে ॥  
 জীবের দুর্দশা দেখি মোর গোরা রায় ।  
 ঘরে ঘরে হরিনাম আনন্দে বিলায় ॥  
 প্রভু বিদ্যানগরে আইলা অতঃপর ।  
 রামানন্দ দেখা করে যোড় করি কর ॥  
 রামানন্দ রায় আসি প্রণাম করিলা ।  
 হাত ধরি তুলি প্রভু তারে কোল দিলা ॥

পরম বৈষ্ণব রায় দূরে পিছাইয়া ।  
 কান্দিতে লাগিল বহু বিনয় করিয়া ॥  
 প্রভু বলে রায় তুলু চল মোর সাথে ।  
 এক সঙ্গে গিয়া হেরি প্রভু জগন্নাথে ॥  
 তুমি আমি আর ভট্ট নীলাচলে গিয়া ।  
 করিব হরির নান সাধ মিটাইয়া ॥  
 তব সঙ্গে তব কথায় বড় সুখ পাব ।  
 এস তুমি যোর সঙ্গে নীলাচলে যাব ॥  
 আপনি চলুন অগ্রে রায় ইহা বলে ।  
 কিছু দিন পরে মুহি যাব নীলাচলে ॥  
 এত শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিয়া ।  
 চলিলা উত্তর ভাগে প্রভাতে উঠিয়া ॥  
 সেই দিন অতিক্রম করি বহু দূর ।  
 ছয় দিনে চারি জনে বাই রত্নপুর ॥  
 রত্নপুর ছাড়ি মোরা মহানদী পাই ।  
 তার পারে ধারে সবে পূর্বভাগে যাই ॥  
 কিছু দূরে মহাপ্রভু স্বর্ণগড়ে গিয়া ।  
 নগরের শোভা প্রভু দেখে নিরখিয়া ॥  
 আশ্চর্য্য গড়ের শোভা কি কহিব আর ।  
 চারি দিক দেখিয়া লাগিল চমৎকার ॥  
 শাস্তীশ্বর নামে রাজা এই গড়ে থাকে ।  
 এই কথা দূত গিয়া বলিলা রাজাকে ॥



মোদের সংবাদ শুনি রাজা মহাশয় ।  
 প্রভুরে দেখিতে আসে করিয়া বিনয় ॥  
 পরম ধার্মিক রাজা প্রভুকে দেখিয়া ।  
 জোড় হস্তে ভূমিতলে পড়ে লোটাইয়া ॥  
 রাজা বলে শুনহ সন্ন্যাসী মহাশয় ।  
 পবিত্র করহ আজি আমার আলায় ।  
 আজি কৃপা করি ভিক্ষা লহ মোর ঘরে ।  
 এই বলি রাজা বহু স্তব স্তুতি করে ॥  
 ইহা শুনি প্রভু তাকাইলা মোর পানে,  
 ভিক্ষা চাহিলাম মুহি ভূপতির স্থানে ॥  
 প্রচুর আনিয়া ভিক্ষা মহারাজ দিল ।  
 ভিক্ষা দিয়া জোড় হস্তে দাঁড়ায়ে রহিল ॥  
 অপরাহ্নে মহারাজ বিদায় হইল ।  
 বৃক্ষতলে মহাপ্রভু রজনী যাপিল ॥  
 প্রভাতে সন্মলপুরে সবে মোরা যাই ।  
 সন্ধ্যার সময়ে গিয়া সেখানে পৌছাই ॥  
 পর্বতে বেষ্টিত পুরী বড় শোভা পায় ।  
 আনন্দে সন্মলপুরে রজনী কাটায় ॥  
 দশ ক্রোশ দূরে হয় ভ্রমরা নগরী ।  
 সেই থানে মহাপ্রভু হৈলা আগুসারী ॥  
 বহু বৈষ্ণবের বাস ভ্রমরা নগরে ।  
 এই থানে চারি দিন প্রভু বাস করে ॥

বিষ্ণু রুদ্র নামে এক উড়িয়া ব্রাহ্মণ ।  
 এই খানে থাকি করে কৃষ্ণের সেবন ॥  
 বিষ্ণু রুদ্র বিপ্র হয় বড় ভক্তিমান ।  
 তারে দেখিবারে প্রভু হৈলা আগুয়ান ॥  
 বিষ্ণু রুদ্র সহ প্রভু ইচ্ছগোষ্ঠী করি ।  
 আনন্দে চলিয়া যায় প্রতাপনগরী ॥  
 এই নগরীর লোকে হরিনাম দিয়া ।  
 দামপাল নগরেতে গেলেন চলিয়া ॥  
 পাষণ্ড মায়াবী দুঃখী যে যেখানে ছিল ।  
 হরিনাম দিয়া প্রভু সবে মাতাইল ॥  
 সর্বদা থাকয়ে গোরা আনন্দে নাতিয়া ।  
 কত পাপী উদ্ধারিলা হরি নাম দিয়া ॥  
 পর দিন রসালকুণ্ডেতে মোরা যাই ।  
 সেই স্থানে কৃষ্ণ দেবে দেখিবারে পাই ॥  
 কৃষ্ণদেবে দেখি প্রভু প্রেমে মাতয়ারা ।  
 'ঝর ঝর' ছনয়নে বহে অশ্রুধারা ॥  
 জোড় হস্তে বহু স্তব কৃষ্ণদেবে করে ।  
 আছাড়িয়া পড়ে প্রভু ভূমির উপরে ॥  
 রসালকুণ্ডের লোক বড় ভক্তিহীন ।  
 ইহা দেখি প্রভু তথা রহে তিন দিন ॥  
 কিবা নর কিবা নারী সকলে ডাকিয়া ।  
 উদ্ধার করেন প্রভু হরিনাম দিয়া ॥

প্রভুর কৃপায় সবে মাতিয়া উঠিল ।  
 ভক্তিসহ হরিনাম করিতে লাগিল ॥  
 এই স্থানে ছিল এক মাড়ুয়া ব্রাহ্মণ ।  
 তার পুত্র প্রভুসঙ্গে করিল মিলন ॥  
 ব্রাহ্মণের পুত্র বলে মোরে দয়া কর ।  
 পদধূলি দিয়া প্রভু মোর দুঃখ হর ॥  
 অত্যন্ত পাষণ্ড মুহি কিছু নাহি জানি ।  
 ভক্তি দিয়া মোরে ত্রাণ করহ আপনি ॥  
 মোর পিতা কৃষ্ণ নাম সহ নাহি করে ।  
 কৃপা করি ভক্তি দেহ তাঁহার অন্তরে ॥  
 এই দুঃখ বড় পিতা কৃষ্ণদেবী হয় ।  
 তাঁর মনে ভক্তি দেহ প্রভু দয়াময় ॥  
 বৈষ্ণব দেখিলে পিতা করে তিরস্কার ।  
 দণ্ড করি ঘুচাও সমস্ত পাপ তাঁর ॥  
 শুনিয়াছি তুমি নাকি কৃপার আলায় ।  
 এই ভিক্ষা দেহ মোরে অহে দয়াময় ॥  
 শুনিয়া শিশুর পৃষ্ঠে প্রভু হাত দিলা ।  
 অমনি তাহার চিন্তে ভক্তি উপজিলা ।  
 এই কথা শুনি বিপ্র ক্রোধে অন্ধ হয়ে ।  
 যষ্টি হাতে প্রভুর নিকটে এলো ধেয়ে ॥  
 বিপ্র বলে শুন অরে ভণ্ড দুরাচার ।  
 এক মাত্র পুত্র নষ্ট করিলি আমার ॥

এই যষ্টি দিয়া তোরে আঘাত করিব ।  
 কে তোরে করিবে রক্ষা এখনি দেখিব ॥  
 জোড় হস্তে কান্দি বলে ব্রাহ্মণ কুমার ।  
 দয়াময় অপরাধ ক্ষমহ পিতার ॥  
 নিতান্ত অজ্ঞান পিতা না চিনে তোমাতে ।  
 চরণের দাস বলি ক্ষমহ আমায়ে ॥  
 এত শুনি মাড়ুয়ারে তাড়না করিয়া ।  
 দুই চারি জন লোক উঠিল ঝাঁকিয়া ॥  
 মাড়ুয়া ব্রাহ্মণ কারু বাক্য না শুনিল ।  
 যষ্টিহাতে চৈতন্যেরে মারিতে উঠিল ॥  
 বিপ্র বলে মোর পুত্রে বৈষ্ণব করিয়া ।  
 সঙ্গে করে লয়ে যাবি তুই ভুলাইয়া ॥  
 ছেলে ভুলাইয়া তুমি যাইবে কোথায় ।  
 এইবার দণ্ড করি বুঝিব তোমায় ॥  
 বহুত সন্ন্যাসী মুহি দেখেছি নয়নে ।  
 এইবার শিক্ষা তুহি পাবি মোর স্থানে ॥  
 হাসিয়া চৈতন্য বলে শুন মোর ভাই  
 আমায়ে মারিতে হৈলে হরিনাম চাই ॥  
 যত বার হরিনাম মুখে উচ্চারিবে ।  
 ততবার যক্ষ্মাঘাত করিতে পাইবে ॥  
 ক্রোধ করি যদি মোরে মারিবারে চাহ ।  
 তবে হরে কৃষ্ণ নাম বদনে বলহ ॥

এই দেখ পৃষ্ঠ পাতি দিলাম তোমারে ।  
 একবার হরি বলি মারহ আমারে ॥  
 পুনঃ এই কথা শুনি বিপ্রের তনয় ।  
 হাত জোড়ি প্রভুর সম্মুখে পুনঃ কয় ॥  
 শিশু বলে প্রভু ক্ষমা করহ পিতারে ।  
 নরক হইতে ত্রাণ করহ উহাঁরে ॥  
 আপনার পাদপদ্মে এই ভিক্ষা চাই ।  
 লোকে যেন নাহি বলে নিষ্ঠুর নিমাই ॥  
 তবে তারে বলে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া ।  
 জনম লইলে তুমি যে বংশে আসিয়া ॥  
 সেই বংশে কাহারো নরক ভয় নাই ।  
 কোটি পুরুষের হবে বৈকুণ্ঠেতে ঠাই ॥  
 এত কহি ব্রাহ্মণের প্রতি তাকাইয়া ।  
 বলে বিপ্র হরি বল আমারে মারিয়া ॥  
 তোমার কঠিন হিয়া মরুস্থলী প্রায় ।  
 রসাল হউক আজি কৃষ্ণের কুপায় ॥  
 মোরে মার তাহে বিপ্র কোন ক্ষতি নাই ।  
 একবার হরে কৃষ্ণ মুখে বল ভাই ।  
 শুনি হেন বাক্য বিপ্র কাঁপিয়া উঠিল ।  
 ভয়েতে প্রস্রাব বস্ত্রে করিয়া ফেলিল ॥  
 ভয়ে জড় সড় বিপ্র দেখিতে না পায় ।  
 কান্দিয়া আকুল হয়ে পড়িল ধরায় ॥

প্রভুর প্রভাবে বিপ্র আকুল হইয়া ।  
 দুই হাতে দুই পদ ধরিল চাপিয়া ॥  
 বিপ্র বলে দয়াময় নিবেদি তোমারে ।  
 নরক হইতে ত্রাণ করহ আমারে ॥  
 অপরাধ করে বড় পাইয়াছি ভয় ।  
 কৃপা করে অপরাধ ক্ষম দয়াময় ॥  
 না বুঝিয়া কত কথা বলেছি তোমারে ।  
 দণ্ড দাও রক্ষাকর যে হয় বিচারে ॥  
 ব্রাহ্মণের দৈন্ত্য দেখি গোরা বিনোদিয়া ।  
 হরিনাম সুধা কর্ণে দিলেন ঢালিয়া ॥  
 কৃতার্থ হইল বিপ্র শুদ্ধ হৈল মন ।  
 বিদায় লইল শেষে ধরিয়া চরণ ॥  
 পাষাণ ব্রাহ্মণে প্রভু করিয়া উদ্ধার ।  
 ঋষিকূল্য নদী তীরে হৈল আগুসার ॥  
 নদীর উভয় তীরে বহু ঋষি থাকে ।  
 সবে মেলি অভ্যর্থনা করিলা গোরাকে ।  
 যবে প্রভু ঋষিকূল্য নদীতে আইলা ।  
 এই বাণী ক্রমে গিয়া পুরীতে পৌছিল ॥  
 তিন রাত্রি থাকি প্রভু ঋষিকূল্য ধামে ।  
 ঋষিকূল্য পবিত্র করিলা হরিনামে ॥  
 অলালনাথের কাছে প্রভু যবে আসে ।  
 গদাধর মুরারি ছুটিয়া আইল পাশে ॥

খঞ্জন আচার্য্য আসে গাঢ় অনুরাগে ।  
 খোঁড়া বটে তবু আইসে সকলের আগে ॥  
 সার্বভৌম আসে দুই ডঙ্কা বাজাইয়া ।  
 নরহরি দেখা দেয় নিশান লইয়া ॥  
 হরিদাস রামদাস আর কৃষ্ণদাস ।  
 বাগ্র হয়ে আসে সবে ঘন বহে শ্বাস ॥  
 জগন্নাথ দাস আর দেবকী নন্দন ।  
 ছোট হরিদাস আর গায়ক লক্ষ্মণ ॥  
 বিষ্ণুদাস পুরীদাস আর দামোদর ।  
 নারায়ণ তীর্থ আর দাস গিরিধর ॥  
 গিরি পুরী সরস্বতী অসংখ্য ব্রাহ্মণ ।  
 প্রভুরে দেখিতে সবে করে আগমন ॥  
 বামশিঙা বাজাইতে বড়ই পণ্ডিত ।  
 বলরাম দাস আসে হয়ে পুলকিত ॥  
 শত শত পণ্ডিত গোসাই দেখা দিল ।  
 আনন্দে আমার চিত্ত নাচিতে লাগিল ॥  
 কেহ নাচে কেহ হাসে কেহ গান গায় ।  
 এক মুখে সে আনন্দ कहনে না যায় ॥  
 হাজার হাজার লোক প্রভুকে ঘেরিয়া ।  
 নাম আরম্ভিলা সবে আনন্দে মাতিয়া ॥  
 মুরারি মুকুন্দে প্রভু কোল দিতে গেলা ।  
 হাঁটুর নিকটে গুপ্ত ঢলিয়া পড়িল ॥

সিদ্ধ কৃষ্ণদাস আসি প্রণাম করিল ।  
 হাত ধরি তুলি তাঁরে প্রভু আলিঙ্গিল ॥  
 একত্র মিলিয়া আর আর ভক্তগণ ।  
 প্রভুকে লইতে সবে করে আগমন ॥  
 মাদুল বাজায় যত বৈষ্ণবের দল ।  
 আনন্দে করয়ে প্রভুর আঁখি ছল ছল ॥  
 কীড়ন করয়ে যত বৈষ্ণব মিলিয়া ।  
 মাথা ঢুলাইয়া নাচে গোরা বিনোদিয়া ॥  
 খঞ্জনে দেখিয়া প্রভু দিয়া হরি বোল ।  
 দুই বাল পশারিয়া তাঁরে দিল কোল ॥  
 নাচিতে লাগিল গোরা বাল পশারিয়া ।  
 সার্বভৌম পদতলে পড়িল লুপ্তিয়া ॥  
 হাত জোড়ি সার্বভৌম কহিতে লাগিল ।  
 তোমার বিরহবাণ হৃদয়ে বিধিল ॥  
 বড় মৃঢ় বলি তব বিরহ সহিয়া ।  
 এত দিন আছি মুহি পরাণ ধরিয়া ।  
 দয়া করি পদতলে দল মোর দেহ ।  
 তবে ত জানিব প্রভু মোর প্রতি স্নেহ ॥  
 এত বলি সার্বভৌম গড়াগড়ি যায় ।  
 তাহারে তুলিয়া আলিঙ্গয়ে গোরা রায় ॥  
 এইরূপে হরিষ্মনি করিতে করিতে ।  
 প্রভুরে লইয়া সবে চলিল পুরীতে ॥



শ্বেত নীল বিচিত্র পতাকা শত শত ।  
 গুড় গুড় শব্দ করি ডঙ্কা বাজে কত ॥  
 কেহ নাচে কেহ গায় আনন্দে মাতিয়া ।  
 এক দৃষ্টিে কত লোক রহিল চাপিয়া ॥  
 হেলিতে ঢুলিতে যায় শটীর তুলাল ।  
 মধুর মৃদঙ্গ বাজে শুনিতে রসাল ॥  
 হস্ত তুলি নাচিতে লাগিল গদাধর ।  
 রঘুনাথ দাস নাচে আর দামোদর ॥  
 প্রভু পুছে রঘুনাথে আদর করিয়া ।  
 বড়ই আনন্দ পাই তোমারে দেখিয়া ॥  
 রঘুনাথে কোল দিতে যান গোরা রায় ।  
 রঘুনাথ পদতলে পড়িয়া লুটায় ॥  
 মামের তৃতীয় দিনে মোর গোরা রায় ।  
 সান্ধোপান্ন সহ মিলি পুরাতে পৌঁছায় ॥  
 অপরাহ্নে মহাপ্রভু পুরাতে পৌঁছিল ।  
 কোটি কোটি লোক তথা আসি বাকি দিল ॥  
 ধূলাপায় প্রভু বহু লোক করি সাথ ।  
 হেরিলেন মন্দিরে প্রবেশি জগন্নাথ ॥  
 এক দৃষ্টিে মহাবিশ্ব দেখিতে দেখিতে ।  
 দর দর প্রেম অশ্রু লাগিল বজিতে ॥  
 একে বারে জ্ঞানশূন্য হয়ে গোরা রায় ।  
 অমনি আছাড় খেয়ে পড়িল ধরায় ॥

এলাইল জটাজুট খসিল কোপীন ।  
 ধূলায় ধূসর তনু যেন অতি দীন ॥  
 চারি দিকে হরিধ্বনি করে ভক্তগণ ।  
 সার্বভৌম ক্রোড়ে তুলে করিলা ধারণ ॥  
 লোমাদিত কলেবর কদম্বের প্রায় ।  
 বহিতে লাগিল বর্ষ্য সহস্র ধারায় ॥  
 চেতনা পাইয়া প্রভু উঠে দাঁড়াইলা ।  
 একদৃষ্টে মহাবিশু দেখিতে লাগিলা ॥  
 সার্বভৌম বসে প্রভু দেখি নিজরূপ ।  
 উখলিয়া উঠিল তোমার ভাবকূপ ॥  
 আপনার মূর্তি দেখি লোক শিখাইতে ।  
 মহাভাবে মত্ত হয়ে লাগিলা কান্দিতে ॥  
 সম্মুখে অচল বিষ্ণু তুমি ত সচল ।  
 তবে কেন কান্দি প্রভু কর বহু ছল ॥  
 তুমি ত সাক্ষাৎ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র-নন্দন ।  
 তবে কেন অন্ধা কর আমার নয়ন ॥  
 যে না বুঝে তার কাছে কর ভারি ভূরি ।  
 মোর কাছে নিজরূপ না করিহ চুরি ॥  
 গোবর্দ্ধনধারী তুমি বৃন্দাবনপতি ।  
 গোপীর জীবন তুমি অগতির গতি ॥  
 জনমিলে যদ্বংশে তারা না চিনিল ।  
 হুভাগা যাদবগণ কিছু না বুঝিল ॥

হাতে পেয়ে না ছাড়িব মুহিত তোমারে ।  
 বংশী ধরি নিজরূপ দেখাও আমারে ॥  
 তব বক্ষে স্বর্ণ পাঞ্চালিকা আছে লেখা ।  
 যার তেজে কালরূপ নাহি যায় দেখা ॥  
 প্রভু বলে সার্বভৌম আর কথা কহ ।  
 আতাল পাতাল কথা কেন বা বলহ ॥  
 মিছে ব্যগ্র হয়ে কেন কহ নানা বাত ।  
 শুনিয়া তোমার বাক্য কর্ণে দেই হাত ॥  
 আমারে কহিয়া তুমি ব্রজেন্দ্র-নন্দন ।  
 কেন মোরে অপরাধী কর অকারণ ॥  
 তব মুখে কৃষ্ণকথা অমৃত সমান ।  
 কহ ভট্ট কৃষ্ণকথা জুড়াক পরাণ ॥  
 ভট্ট বলে যাচা বলাইবে প্রভু তুমি ।  
 তাহা ভিন্ন কি কহিব নর-পশু আসি ॥  
 প্রভু বলে বল বাক্যে আর কাজ নাই ।  
 চল আজি সস্ত্রানেতে সবে মিলে যাই ॥  
 আরতি দেখিয়া কাশী মিশ্রের সদনে ।  
 উপনীত হৈলা আসি সাঙ্গোপাঙ্গ সনে ॥  
 তেন কালে সার্বভৌম প্রসাদ লইয়া ।  
 সেই থানে উপনীত হইল আসিয়া ।  
 প্রসাদ বন্টন করে গোরা বিনোদিয়া ॥  
 সকলে আনন্দ করে প্রসাদ পাইয়া ॥

প্রকাণ্ড অগ্নিমা কাশী মিশ্রের সদনে ।  
 বহুতর লোক আসে প্রভু দরশনে ॥  
 থাকিয়া মিশ্রের গৃহে গোরা দয়াময় ।  
 পরম আনন্দে নিত্য কৃষ্ণগুণ গায় ॥  
 কত লোক আসে যায় কহিব কেমনে ।  
 নিত্য নব নব সুখ মিশ্রের ভবনে ॥  
 লোক মুখে শুনিয়া প্রভুর আগমন ।  
 কত গোড়বাসী আসে করিতে দর্শন ॥  
 প্রসাদ আনয়ে নিত্য ভট্ট মহাশয় ।  
 প্রসাদ পাইয়া প্রভুর আনন্দ উদয় ॥  
 আনন্দে প্রসাদ লয়ে গোরা বিনোদিয়া ।  
 সকলের হাতে দেন প্রসাদ বাঢ়িয়া ॥  
 নাম সঙ্কীর্তন হয় প্রসাদের আগে ।  
 সকলে প্রসাদ খায় প্রেম অনুরাগে ॥  
 ধন্য হইলাম আজি এই কথা বলি ।  
 আনন্দে সকলে নাচে দিয়া করতালি ॥  
 রামানন্দ বসু আর গোবিন্দ চরণ ।  
 বিদায় লইয়া গোড়ে করিল গমন ॥  
 পুনরায় গোরাক্ষের দরশন লাগি ।  
 শত শত লোক আসে হয়ে অনুরাগী ॥  
 শ্রীবাস কেশব দাস সিদ্ধ হরিদাস ।  
 সকলে মিলিয়া আসে চৈতন্তের পাশ ॥

শান্তাচার্য্য বিপ্রদাস রূপ সনাতন ।  
 ঝাঁকি বাঁধি আইলা করিতে দরশন ॥  
 আনন্দে মাতিয়া সবে হরিনাম করে ।  
 দয়াল চৈতন্য ভক্তি দেন ঘরে ঘরে ॥  
 কে লবে রে হরিনাম এস মোর ভাই ।  
 ইহা বলি হরিনাম দিলায় নিমাই ॥  
 পাপী তাপী না রহিল প্রভুর রূপায় ।  
 হরিনাম দেন প্রভু যথায় তথায় ॥  
 মহাতীর্থ পুরী হৈল আনন্দের ধাম ।  
 আবাল বনিতা বৃদ্ধ করে হরিনাম ॥  
 পশু পক্ষী নাচে নাম শ্রবণে শুনিয়া ।  
 সম্মুখে সমুদ্র নাচে বাজ পশারিয়া ॥  
 বৃড়া নাচে যুবা নাচে নাচে শিশুগণ ।  
 কুলবধু পথে আসি করে দরশন ॥  
 এক দিকে নদীপতি নাচিতে লাগিল ।  
 অগ্গদিকে প্রেমসিন্ধু উথলি উঠিল ॥  
 যেন প্রেমে মত্ত হয়ে বৃক্ষ লতাগণ ।  
 হিম পাত ছলে করে অশ্রু বরষণ ॥  
 নিত্য নব নব স্তম্ভ পুরীর মাঝারে ।  
 যে দেখেছে সেই জানে কহিব কাহারে ॥  
 বাজিছে মৃদঙ্গ ভেরী আর করতাল ।  
 তার মধ্যে নাচে মোর শর্টার ছুলাল ॥

বড় পটু রামদাস ভেরী বাজাইতে ।  
 এই জগৎ নিত্য আসে কীর্তনের ভিত্তে ॥  
 বড় ভক্ত রামদাস প্রেম অনুরাগে ।  
 ভেরী বাজাইয়া চলে কীর্তনের আগে ॥  
 আনন্দে প্রতাপরুদ্র ছাড়ি রাজ্যপাট ।  
 মিশ্রের ভবনে আসি নিত্য দেখে নাট ॥  
 নগর কীর্তনে যবে মহাপ্রভু যায় ।  
 দীনবৈশ্যে মহারাজ পেছু পেছু ধায় ॥  
 দুই হস্ত উর্দ্ধে তুলি অঙ্গ এলাইয়া ।  
 নেচে নেচে যায় প্রভু প্রেমেতে মাতিয়া ॥  
 আধ নিম্নলিত চক্ষে উর্দ্ধভাগে চায় ।  
 আছাড় খাইয়া কভু পড়য়ে ধরায় ॥  
 হরিনামে মত্ত সবে কিবা নর নারী ।  
 মত্ত হয়ে কুলবধু ধায় সারি সারি ॥  
 হাজার হাজার লোক চলে চারি ভিত্তে ।  
 আগে আগে প্রভু যান নাচিতে নাচিতে ॥  
 এইরূপে নাম করি দিবস কাটায় ।  
 রায় সহ নিরঞ্জে রজনী গোঁয়ায় ॥  
 একদিন মহাপ্রভু কৃষ্ণ অনুরাগে ।  
 মহাবিশু ধরিতে ধাইলা আগে ভাগে ॥  
 কোন বাধা নাহি মানে অনুরাগে ধায় ।  
 সম্মুখেতে আড়ি বাধি পড়িলা ধরায় ॥